www.bhraman.com □ www.ebhraman.com ISSN 0971-8885 এপ্রিল ২০১২ □ ২০ টাকা

বেরিয়ে পড়ার আসল গাইড
ঘরে বসেও মানসভ্রমণ

ভ্রমণ

ভিয়েতনামের হা লং উপসাগরে, ২৬ মার্চ, ২০১২

পত্রিকাটি ধুলো খেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড ও স্ক্যান : নেট থেকে প্রাপ্ত

এডিট করেছেন : সুজিত কুণ্ড

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরোনো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই-মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail : optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com

Incredible India
Credible Chhattisgarh
विश्वसनीय छत्तीसगढ़
It's time to be in chhattisgarh
It is monsoon time and the time to be in Chhattisgarh. Wherever you go, wherever you traverse, lush green spreads greets you at every corner. Chhattisgarh's 44% forest cover comes alive when blissful rains rinse them with care and affection. And if your soul gets an overdose of greens, top it over with brimming, gurgling cascades. Yes, Chhattisgarh has the surprise to drench your soul beyond your comprehension. India's largest waterfall, Chitrakoot is gushing here along with half a dozen more. The high tide in rivers empower the waterfalls to rumble and tumble with unimaginable excitement. Yes, it is time to be in Chhattisgarh!
Chhattisgarh
Chhattisgarh Tourism Board: Paryatan Bhawan, Indira Gandhi Marg, Telibandha, Raipur -492006
Tel.: (0771) 4028634/36, 4066415
Fax: (0771) 4066425 E-mail: visitcg@gmail.com
• Mystical Ancient Caves • Joyous Fairs & Festivals • Untouched Hill Stations • Amazing Waterfalls • Verdant Naturescapes • Picturesque Places • Overwhelming Temples • Remarkable Tribal Culture • Mind-blowing Wildlife

এবার প্রতি মাসে ছোটদের পরমাশ্চর্য পত্রিকা

ছেলেবেলা

এপ্রিল সংখ্যা বেরল। ১০ টাকা

এত আনন্দের পত্রিকা এর আগে আর হয়নি

সারাজীবন রেখে দেবার মতো লেখা ও ছবির মণিমানিক্য

কাগজ-বিক্রেতার কাছে বা পত্রিকাস্টলে পাওয়া যাচ্ছে

ঘরে বসেও পাওয়া যায়

সাধারণ ডাকে পেতে হলে একবছরের ছেলেবেলা-র জন্য
১২০ টাকা ও ক্যুরিয়ারে পেতে হলে ২৪০ টাকা পাঠাতে হবে।

টাকা পাঠাবেন চেকে বা মানি অর্ডারে, এই নামে:
Swarnakshar Prakasani Private Limited

মানি অর্ডার ফর্মের নীচে চিঠি লেখার জায়গায় কিংবা চেকের সঙ্গের চিঠিতে
নিজের পুরো নাম-ঠিকানা ও ফোন নম্বর অবশ্যই থাকা চাই।

চেক বা M.O. পাঠাবেন এই ঠিকানায়:

Swarnakshar Prakasani Private Limited
29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019
Phone: 2280-8818 **Fax:** 2287-6448
Email: chhelebela@swarnakshar.in **Website:** www.swarnakshar.in

খুব শীঘ্রই ছেলেবেলা ইন্টারনেটেও পাওয়া যাবে

www.bhraman.com □ www.ebhraman.com

ভ্রমণ

সূ চি প ত্র

বিংশ বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা এপ্রিল ২০১২ ১৮ চৈত্র ১৪১৮-১৭ বৈশাখ ১৪১৯

6 প্রধান সম্পাদকের কথা

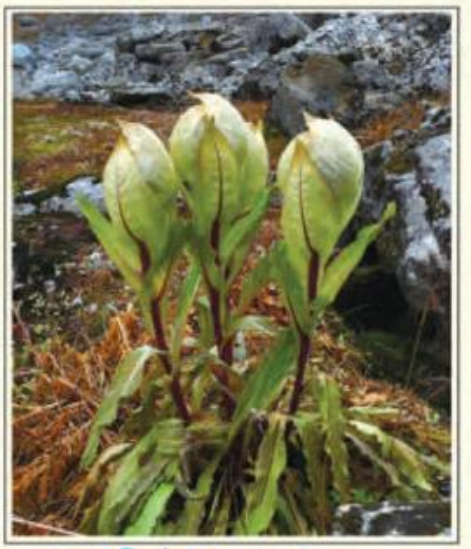

8 মন্দানি উপত্যকায় কয়েকদিন
শুভময় ঘোষ

30 পাখি দেখতে থাট্রেকাড
মিতা দত্ত

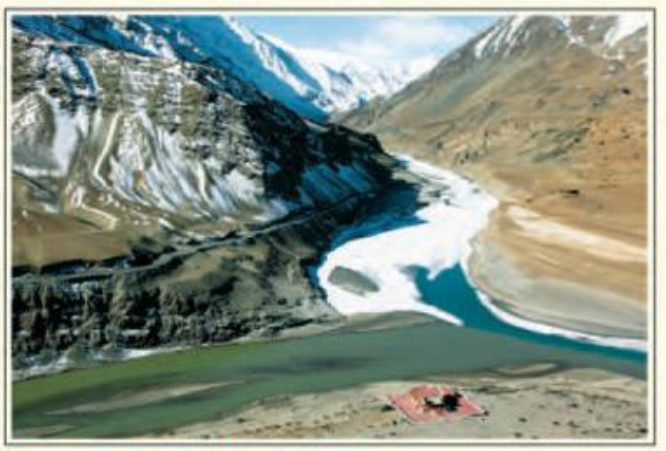

42 বরফ জমা লাদাখে
অশোক দিলওয়ালি

54 পশ্চিম সিকিমের পথে পথে
দীপঙ্কর রায়

নিয়মিত বিভাগ

6 প্রধান সম্পাদকের কথা 19 একনজরে ছয় ভ্রমণ

26 পাঠকের পাতা 52 ভ্রমণজিজ্ঞাসা

63 কোথায় যাবেন, শুধু জানান 69 ফিরে দেখা

71 হলিডে হোম 73 রেলের সময়সূচি

75 বনের পাতা 76 তথ্যেচিত্রে দিউ

78 নোটবই 80 আমার দেখা ভারত

34 লেপাক্ষী হয়ে পেনুকোন্ডা
শুভজিৎ মুখোপাধ্যায়

60 ১০৭ বছর আগে কলকাতা থেকে জাহাজে
রেঙ্গুন হয়ে মালয়
পেরিয়ে হংকং
একছরের শারদীয় 'ভ্রমণ'-এর সঙ্গে বিনামূল্যে বিতরিত ৬৪ পাতার বইয়ের পরের অংশ
ইন্দুমাধব মল্লিক

76 তথ্যেচিত্রে দিউ

প্রচ্ছদ পরিচিতি: ভিয়েতনামের হ্য লং উপসাগরে একছরের ২৬ মার্চ এই ছবিটি তুলেছেন **অমরেন্দ্র চক্রবর্তী**

38 গারুচিরা বনবাংলোয়
পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়

75 বনের পাতা

প্রধান সম্পাদক **অমরেন্দ্র চক্রবর্তী**

সম্পাদক **মহাশ্বেতা সমাজদার**

স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে অমরেন্দ্র চক্রবর্তী কর্তৃক, স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস প্রাঃ লিঃ, দোলতলা, দোহারিয়া, পোঃ গঙ্গানগর, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০ ১৩২ থেকে মুদ্রিত ও ২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে প্রকাশিত।

Published for Swarnakshar Prakasani (P) Ltd. by Amarendra Chakraworty at 29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019 and Printed by him at Swapna Printing Works (P) Ltd., Doltala, Doharia, P.O. Ganganagar, North 24 Parganas, Kolkata-700 132.

দাম ২০ টাকা

BHRAMAN

A Bengali Monthly on Travel & Tourism

29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019

Telephone: 2283 2320, 2280 8818

Fax: 2287 6448

E-mail: bhraman@swarnakshar.in

www.bhraman.com www.ebhraman.com

কপিরাইট © স্বর্ণাক্ষর প্রকাশনী প্রাঃ লিঃ ২০১২

ভ্রমণ-এ প্রকাশিত কোনও লেখা ও তার কোনও অংশ প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া মূলে বা অনুবাদে প্রকাশ করা যাবে না।

প্রধান সম্পাদকের কথা

এই মার্চের ৩০ তারিখে সাতসকালে হো চি মিন শহর ছেড়ে মধ্যাহ্নে মি থো-য় মেকং নদী তোলপাড় করে সন্ধেবেলা কন থো-য় নদীতীরের হোটেলে পৌঁছে রাত্রিবাসের পর ৩১ মার্চ হো চি মিনের হোটেলে ঢুকে ঘরে ছোট্ট একটা কার্ড দেখলাম। তাতে ছাপা রয়েছে:

UNITING PEOPLE TO PROTECT THE PLANET
Saturday, 31 March 2012– 20:30-21:30
TURN OFF THE LIGHTS FOR 60 MINUTES
ACTION 365 DAYS FOR CLIMATE CHANGE

বসুন্ধরা বাঁচানোর ব্রত নিজে এভাবে পালন করে ও অন্যদের মনে সঞ্চার করে সকলের মধ্যে পরিবেশরক্ষার সেতুবন্ধনে অন্তত কাঠবিড়ালির ভূমিকা আমরা নিশ্চয়ই নিতে পারি।

ইন্দোনেশিয়ার বালিতে এই ধরণের একটা প্রাচীন উদ্যোগের কথা শুনে এসে 'ভ্রমণ'-এ লিখেছিলাম মনে আছে। সেদিন সারা বালিতে ঘরে-বাইরে কোথাও আলো জ্বলবে না, রাস্তায় কোথাও গাড়ি চলবে না। কয়েক বছর আগে শ্রীলঙ্কায়ও ধরিত্রীর সবুজরক্ষার ক্ষুদ্র উদ্যোগ দেখেছি। এইসব দেখে-শুনে আমরাও পাঠকদের কাছে আবেদন রেখেছিলাম— প্রতি পূর্ণিমায় আসুন আমরা একঘণ্টা সব আলো পাখা এসি বন্ধ করে পৃথিবীর কাছে আমাদের মাতৃঋণ শোধের একতিল চেষ্টা অন্তত করি। সেইসঙ্গে জ্যোৎস্নাও উপভোগ করা হবে।

ভিয়েতনাম থেকে ফিরে তার রাজনৈতিক ভালো-মন্দ বা ভয়-ভালোবাসা ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বা তার রূপ-রং ছাপিয়ে মেকংয়ে ডিজেল-চালিত নৌকোর কালো ধোঁয়ার কথাই আমার বেশি মনে পড়ে। হ্যানয় থেকে প্রায় পৌনে দুশো কিলোমিটার দূরে হা লং উপসাগরেও পর্যটকদের সমুদ্রবিহারের জন্য দুতলা তিনতলা বড় বড় বোটে ছোট আয়তনের বিলাসযাত্রা একদিকে যেমন অবিস্মরণীয় আনন্দের গন্তব্য ঘুরিয়ে আনে, তেমনই আবার বায়ুদূষণের দায়ও তৈরি হচ্ছে কিনা তাও ভাবায়।

দীর্ঘ যুদ্ধযুগের অবসানে মাত্র কয়েক দশকের বিজয়ী ভিয়েতনামের মতো ছোট্ট একটা দেশই বা কেন, ভারতের মতো বিশাল দেশেও বহুমুখ দূষণের বিষ ঝাড়বার প্রকৃত

হা লং উপসাগরে কায়াকের সারি □ ছবি: লেখক

উদ্যোগ কোথায়? সেই দুঃখ একদিন একটা কবিতায়ও বুনে দিয়েছিলাম:

সবাই মৃত্যুর জন্য তৈরি হও
কৃষিতে মেশানো হবে বিষ কীটনাশকের গুঁড়ো।
সবাই শেষের জন্য তৈরি হও
অরণ্য বা জলাভূমি সুরম্য নগরী হবে সব।
দিঘি নদী হিমবাহ একটা কেনো একটা পাও ফ্রি—
তোমরা তো ক্রেতামাত্র, বটপাতামুখে শুধু বাঁচো।

আমাজন থেকে ফিরেও বহু বিস্ময়ের সঙ্গে এই বিষাদও আমার মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। সাত দেশে বিস্তৃত ৬৩ লক্ষ স্কোয়্যার কিলোমিটার ওই রেনফরেস্টের ব্রাজিলের অংশে বিরাট এলাকার জঙ্গল কেটে তার ব্যবসায়িক ব্যবহারের আত্মঘাতী সিদ্ধান্তে সেদিন অন্য অনেকের মতো আমারও মন ভেঙে গিয়েছিল। বিধ্বংসী এই অরণ্য উচ্ছেদের পক্ষে ব্রাজিলের সংসদে এই যুক্তিও দেওয়া হয়েছিল যে জঙ্গল কেটে সেই ফাঁকা জমিতে খাদ্যশস্যের চাষ করা হবে। মাটি নদী জঙ্গল যাঁরা জানেন তাঁরা বৃথাই বলে যান, আমাজনের জঙ্গল কেটে নিলে ওই জমিই আর চাষযোগ্য থাকে না— সেই ধর্মকথায় দুরাত্মারা আর কবে কান দেয়!

'ভ্রমণ' চায় এই বিশ্বভুবন দুচোখ ভরে দেখতে। 'ভ্রমণ' চায় বিশ্বজনকে বুকের মধ্যে পেতে। বিশ্বপ্রকৃতিকে দূষণমুক্ত রাখতে, আসুন, আমরা দূষণরোধী ব্রত পালন করি। যে যতটুকু পারি। যেভাবে পারি।

৩/৪/২০১২

মন্দানি উপত্যকায় কয়েকদিন

লেখা ও ছবি: শুভময় ঘোষ

ইয়ানবুক কল

ইয়নবুক কল থেকে দেখা মন্দানি শৃঙ্গ

কেদারনাথের মন্দিরকে বাঁ-হাতে রেখে হাঁটা শুরু। বোল্ডারে আকীর্ণ পথে চলার কষ্ট ভুলিয়ে দেয় মন্দানি উপত্যকার অপার সৌন্দর্য।

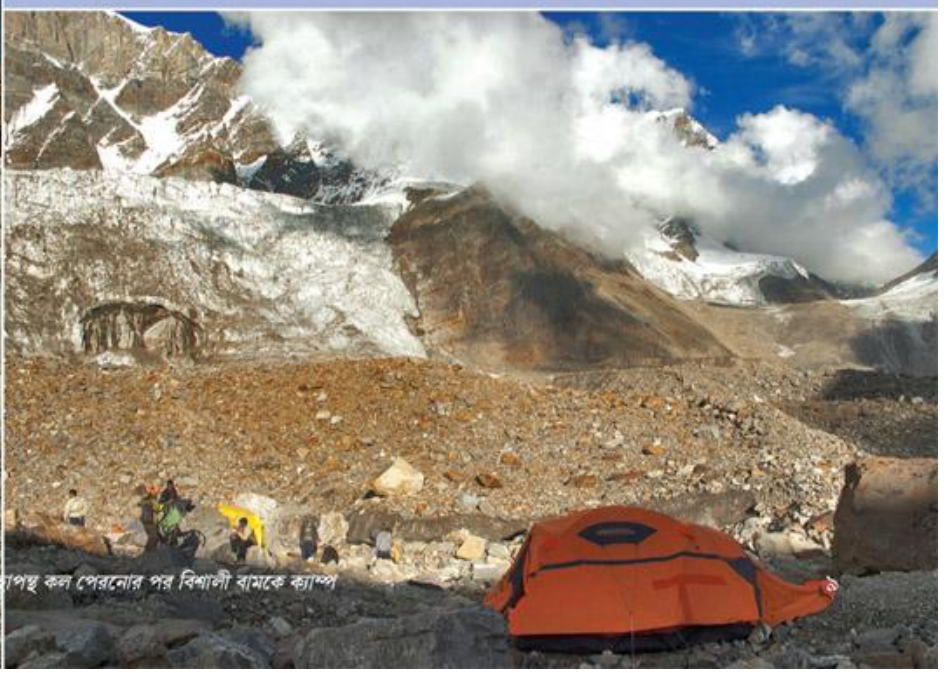

মহাপন্থ কল পেরনোর পর বিশালী বামকে ক্যাম্প

আজ ১৬ অক্টোবর ২০১১। এখন রাত সাড়ে নটা। আমরা মন্দানি উপত্যকার এক সুন্দর সমতল বুগিয়ালে তাঁবু খাটিয়েছি, একদম মন্দানি দেবীর মন্দিরের পাশেই। বেশ কিছুদিন পর আমরা সমতল কোনও জায়গায় তাঁবু ফেলার সুযোগ পেয়েছি। সারাদিনের ক্লান্তিকর হাঁটার পরও সবাই বেশ আনন্দে আছে যে আজ রাতের ঘুমটা ভালোই হবে। যবে থেকে ট্রেক শুরু হয়েছে, প্রথম রাত বাদে, রোজই তো শোয়ার সময় পিঠে পাথরের খোঁচা খাওয়া, ঘুম হয় কি তাতে?

এবারে আমাদের ট্রেক একেবারেই অপ্রচলিত মন্দানি উপত্যকায়। বহু অভিযানের অভিজ্ঞ প্রশান্ত দত্ত ও পল্টুর যৌথ নেতৃত্বে দল এবার এগারো জনের। গৌরীকুণ্ড থেকে হাঁটা শুরু করে কেদারনাথ, মহাপন্থ কল (১৫,০৪৮ ফুট), বিশালী কল (১৫,৫৪৯ ফুট), ইয়নবুক কল (১৫,৩৪৯ ফুট), দোয়ারা খাল (১৩,৬৫৬ ফুট) পেরিয়ে রাঁশি গ্রামে নেমে আসা।

রাঁশি গ্রামের বাসিন্দা ঈশ্বরীপ্রসাদ ভট্ট (আমরা ভাটজি বলতাম) গাইড হয়ে যাবে আমাদের সঙ্গে। আর থাকবে বেশ কিছু মালবাহক। আমাদের খাবার-দাবার ভর্তি একটা ড্রাম দুজন মালবাহক, রাঁশি গ্রাম থেকে দুদিনের পথ পেরিয়ে তুলে দিয়ে আসবে, যখন আমরা ওই পথ দিয়ে ফিরব তখন সেটা আমাদের কাজে লাগবে।

১১ অক্টোবর পড়ন্ত বিকেলে পৌঁছলাম কেদারনাথ (১১,৬৫৭ ফুট)। মন্দিরের অদূরেই ডানদিকে একটা নতুন হোটেলে আমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। হোটেলে স্যাক রেখেই ক্যামেরা ও স্ট্যান্ড নিয়ে দৌড় লাগালাম। কারণ সূর্যাস্ত তখন হব-হব। কেদার শৃঙ্গ ও তার আশপাশের তুষারশুভ্র

ব্রহ্মকমল

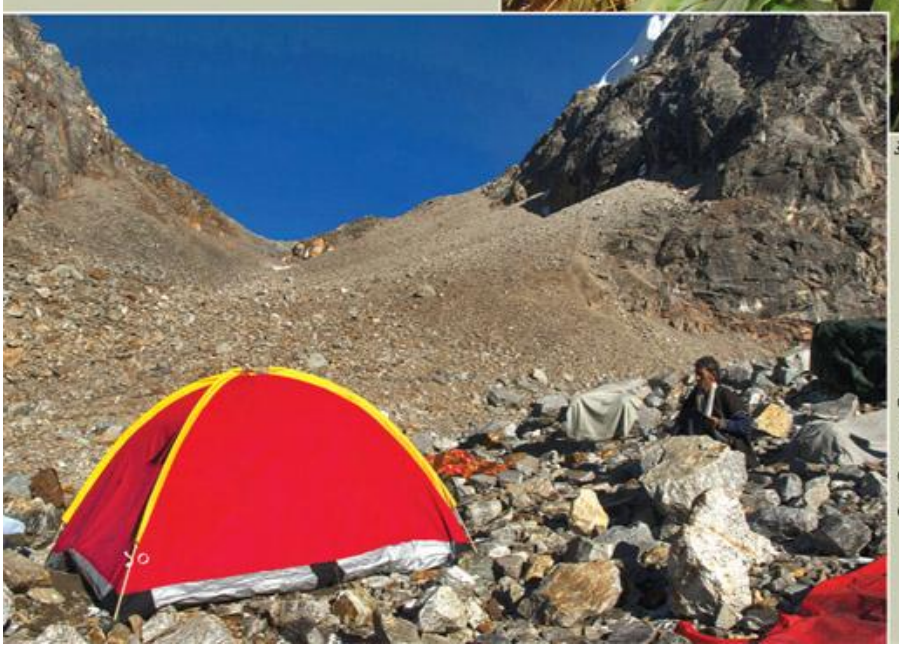

বিশালী কলের নীচে ক্যাম্প

শৃঙ্গগুলি লাল হয়ে আসছে। মন্দিরের পিছনে নির্মীয়মাণ এক বাড়ির তিনতলার ছাদে স্ট্যান্ড লাগালাম। বরফের ওপরটা ক্রমে হলুদ-লাল থেকে গাঢ় লাল হয়ে গোলাপি-লাল হল। শেষে আলোটা মিলিয়ে গেল। সন্ধ্যায় প্রায় ফাঁকা কেদারনাথ মন্দিরে আরতি দেখতে গেল আমাদের কিছু সদস্য।

আজ কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো। ডানদিক থেকে গোল বড় থালার মতো পূর্ণিমার চাঁদ উঠছে।

১২ অক্টোবর শুরু হল আমাদের সত্যিকারের ট্রেক। এক অপ্রচলিত রাস্তায়

কিছুদূর যাওয়ার পর আর কোনও পদচিহ্ন নেই। গুগল আর্থ ও কিছু দলের পুরনো ছবির ওপর ভরসা করে আন্দাজ করা মাত্র। যে তথ্য আমাদের কাছে আছে তা হল এই পুরো রাস্তাটার বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্য অপার।

সাড়ে ৮টা নাগাদ প্রাতরাশ সেরে ভাটজির নেতৃত্বে এক এক করে আমরা হাঁটা শুরু করলাম। ঝকঝকে সকাল, কোথাও এক ফোঁটা মেঘ নেই। কেদার মন্দিরকে বাঁদিকে রেখে ডানদিকে সিমেন্ট বাঁধানো রাস্তা দিয়ে ভৈরবনাথ মন্দিরের দিকে উঠতে থাকি। দূরে নীচে দেখা যাচ্ছে হেলিপ্যাডে হেলিকপ্টার উড়ছে আর নামছে। ১৫ মিনিটেই আমরা ভৈরবনাথজির মন্দিরে এসে উপস্থিত হলাম। কথিত আছে, এই ভৈরবনাথজি হলেন কেদারনাথ বা শিবের রক্ষাকর্তা। ভাটজি নিজের ভাষায় বোঝালো— 'ভৈরবনাথজি কেদারনাথ কা বডিগার্ড হ্যায়', সিমেন্টের রাস্তা ওখানেই শেষ। এবারে আমরা বাঁদিকে বাঁক নিলাম। এক বিশাল সবুজ সমতল বুগিয়ালে এলাম, এ যেন সবুজ কার্পেটের এক বড় ফুটবল ময়দান। চারদিকের দৃশ্যপটও দারুণ সুন্দর। কিছুদূর যাওয়ার পর দেখি বাঁদিকে নীচে কেদারনাথ দেখা যাচ্ছে।

বেশ কিছুদূর যাওয়ার পর ডানদিকে একটাই ফাঁক পাওয়া গেল। বিক্ষিপ্ত কিছু বোল্ডার এদিক-ওদিক পড়ে। সামনের দিকে তাকিয়ে বোঝা গেল একটা ঘেরা জায়গায় রয়েছি আমরা। আমাদের বাঁদিকে কেদারের রিজটা দেখা যাচ্ছে, ডানদিকেও কিছু নাম না-জানা পর্বতের রিজ। সোজা অনেক দূরে উঁচুতে একটা জায়গাই কিছুটা ইংরাজি 'ইউ' আকৃতির। হয়তো বা ওইদিক দিয়েই আমাদের পেরতে হবে। ওটাই হয়তো মহাপন্থ কল-এর দিক। একটা প্রায় শুকনো নালা, ওপর থেকে নেমে আসছে। আমরা প্রথমে সেটাকে ডানদিকে রেখে ওপরে উঠছিলাম, বেশ কিছুটা ওঠার পর নালাটাকে অতিক্রম করে বাঁদিকে এলাম। দেখি বাঁপাশ দিয়ে আরও একটা বেশ বড় নালা নামছে। সেটাও প্রায় শুকনো, তবে এই বড় নালাটাতে মাঝে মাঝে সরু জলের স্রোত দেখা যাচ্ছে। এবার তো পুরোটাই চড়াই। বোল্ডারের সংখ্যাও বাড়ছে উচ্চতার সঙ্গে সঙ্গে। ঘাস-মাটি কমে আসছে। গতি শ্লথ, মাঝে মাঝেই থামতে হচ্ছে। আগেপিছে করে এগারো জন সদস্যই আমরা কাছাকাছি।

দুপুর দেড়টা নাগাদ আমরা উঠে এলাম এমন একটা জায়গায়, যার পর থেকে যতদূর চোখ যাচ্ছে শুধুই বোল্ডার। ঘাস-মাটির আর কোনও চিহ্ন নেই। ভাটজি বলল, আরও কিছুটা ওপরে উঠলে একটা তিনদিক ঘেরা বিস্তীর্ণ জায়গাজুড়ে রয়েছে মহাপন্থ তাল। সেখানেই আমরা তাঁবু লাগাব আজ। তিনটে নাগাদ সেই বিস্তীর্ণ জায়গায় উঠে এলাম। বিশাল এক হ্রদ, সেখানে ভর্তি শুধুই বড় বড় বোল্ডার, জলের নামমাত্র নেই। এরপর মহাপন্থ কল-এ ওঠার খাড়া চড়াই। ভাটজি আমাদের বলল, মিনিট দশেক নীচে নেমে একটা জায়গায় তাঁবু খাটাতে হবে। ভাবলাম সেখানে বোধহয় জলের ধারা আছে। কিন্তু না, জল আনতে মালবাহকদের আরও প্রায় ৩০ মিনিট নীচে নেমে যেতে হবে। এদিকে প্রথম দিনের তাঁবু খাটানোর জায়গা দেখেই আমাদের চক্ষু চড়কগাছ। চারদিকেই ছোট-বড় নানারকমের বোল্ডার, আর কোনওটারই ধারগুলো মসৃণ নয়, যেন সদ্য ভাঙা হয়েছে এমনই খোঁচা খোঁচা ধার। সূর্যের আলো তখনও বেশ ভালোই, আমরা দ্রুত জায়গাটা যথাসম্ভব তাঁবু ফেলার উপযুক্ত করে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা করতে থাকি। বোল্ডার সরিয়ে, ছোট পাথর গুঁজে কিছুটা যদি সমতল করা যায়। কয়েকটা তাঁবু করার জায়গা হল। একটা বড় বোল্ডারের মাথায় প্লাস্টিক ঝুলিয়ে তৈরি হল আমাদের কিচেন। তিনজন মালবাহক দুটো খালি স্যাক পিঠে নিয়ে যাবতীয় জলের বোতল ও জলের জারিক্যান সহ নীচে নেমে গেল জল আনতে।

আমাদের সামনেই বিস্তীর্ণ জায়গা জুড়ে রয়েছে বিশাল বিশাল গ্লেসিয়ার। ঠিক যেন বিশাল বিশাল ঢেউ তোলা স্থির একটা নদী বাঁদিক থেকে ডানদিকে বয়ে চলেছে। তফাৎ শুধু নদীতে জলের বদলে রয়েছে বোল্ডার। মাঝে মাঝে ফাটল দেখা যাচ্ছে। বোঝা যাচ্ছে ওটা গ্লেসিয়ারের ফাটল বা ক্রিভাস। সেটা পেরিয়েই ওপারে বাঁদিক থেকে কেদার সুমেরুর রিজ নেমে আসছে। ডানদিকেই একটা পর্বতশৃঙ্গ একা দাঁড়িয়ে আছে, ওটাই বিশালী টপ।

ততক্ষণে মুড়ি, চানাচুর, পিঁয়াজ দিয়ে আমাদের বিকালের আড্ডা শুরু হয়েছে। প্রায় ৪৫ মিনিট বাদে মালবাহকরা ফিরে এল জল নিয়ে। ঠিক হল রান্না হয়ে যাওয়ার পর আবার ওরা একবার যাবে জল আনতে। রাতে সয়াবড়ি ও আলুর তরকারিটা শর্মিষ্ঠা করে ফেলল। আর বাকিরা রুটি বানিয়ে ফেলল। রাতে খেয়ে তাঁবুতে শোয়াটাই তো একটা বিড়ম্বনা। আমার তাঁবুতে শর্মিষ্ঠা, আমি, সুশান্ত ও কৌশিক। মাঝরাতে হঠাৎ কৌশিকের শরীর খারাপ। প্রচণ্ড মাথা ধরা ও বমি ভাব। ঘুমোতে পারছে না। বারবার বলা সত্ত্বেও সেই গৌরীকুণ্ড থেকে জল কম খাওয়ার ফলে বেশ ভালোভাবেই উচ্চতাজনিত সমস্যায় পড়েছে বোঝা গেল।

১৩ অক্টোবর, সূর্যের আলো আসতে একটু দেরিই হচ্ছে, কারণ সামনেই মহাপন্থ কলের দু'দিকের উঁচু রিজ। ৭টা নাগাদ আমাদের ক্যাম্পের জায়গাটায় রোদ এল। ৮টা নাগাদ হাঁটা শুরু করলাম। হাঁটা তো নয়, শুধু লাফানো আর টপকানো। খালি এ-বোল্ডার থেকে সে-বোল্ডার। এভাবেই এগিয়ে চলা। আমাদের ক্যাম্প থেকেই দেখা যাচ্ছিল একটু ডানদিকে মহাপন্থ কল-এর খাড়া চড়াই। যেখান দিয়ে মহাপন্থ নালাটার নেমে আসার কথা। মিনিট কুড়ি এভাবে বোল্ডার ডিঙানোর পর আমরা এবার উঠতে শুরু করলাম। বিভিন্ন সাইজের বোল্ডার ধরে, ঘষে, বসে, টেনে, হিঁচড়ে উঠতেই থাকা। মাঝে মাঝে মাটির দেখা পাওয়া যাচ্ছে। মাঝে মাঝেই বিশ্রাম নিতে হচ্ছে। পুরনো কিছু ছবি ও গুগল আর্থ-এর একটু পুরনো ছবি দেখেও বোঝা যাচ্ছিল যে আমাদের প্রথম ক্যাম্পের অনেক আগে থেকেই বরফ থাকে। এবারে কোথাও বরফের চিহ্নমাত্র নেই। তাই কখনও ৪৫ ডিগ্রি, তো কখনও ৬০ ডিগ্রি কৌণিক ঢালে আমাদের বড় বড় বোল্ডার পেরিয়ে উঠতে হচ্ছে। বেশ কঠিন কাজ। কখনও কখনও চার হাত-পা ব্যবহার করতে হচ্ছে। দুপুর দুটো নাগাদ একটা চওড়া জায়গায় এসে পৌঁছলাম। পথে বেশ কিছু জায়গায় অজস্র ফেনকমল ফুটে রয়েছে। কিছুক্ষণ পরেই তুলনামূলক একটা সমতল জায়গায় সবাই উঠে এলাম হাঁফাতে হাঁফাতে। এই জায়গায় ছোট একটা জলাশয়ের মতো ছিল, বোঝা গেল। কিন্তু এখন কোনও জল নেই। কেউ কেউ এখানে ক্যাম্প করেছে, তার প্রমাণও পাওয়া গেল।

সামনেই মহাপন্থ কল বা পাস দেখে আমাদের উদ্দীপনা বেড়ে গেল। কল-এর পিছন থেকে উঁকি মারছে বরফাবৃত কোনও উঁচু রিজ। এখানে বোল্ডারের আকার-আকৃতি সবই অনেক

ছোট ও প্রায় চ্যাপ্টা। আর এখান থেকে কল-এর শীর্ষটাও খুব উঁচুতে নয়, চড়াই খুব অল্প-অল্প করে বাড়ছে। মাঝে মাঝেই পিছনে ফিরে দেখছি কোথা থেকে কোথায় উঠে এলাম। দূরে নীচে এখনও দেখা যাচ্ছে কেদার থেকে চোরাবালিতাল যাওয়ার রাস্তা সরু ফিতের মতো, চোরা বালিতালের নীল জল। ৩টে নাগাদ আমরা সবাই উঠে এলাম একটা চওড়া ঢিবির মতো জায়গায়। এখানে বেশ কিছু শুকনো ব্রহ্মকমল রয়েছে দেখলাম। প্রশান্ত সবাইকে বলে দিল এটাই মহাপন্থ কল (১৫,০৪৮ ফুট)। বাঁদিকে হনুমান টপ, ডানদিকে শ্বেত পর্বত। এই দুইয়ের বিভাজনকারী রিজ-এর অন্তর্বর্তী নিচু জায়গাটাই মহাপন্থ কল। সবাই আমরা স্যাক নামিয়ে বসে পড়লাম। আমাদের কুক একপাশে গিয়ে স্টোভ জ্বালিয়ে চা করবে ঠিক করল। কিন্তু জলের সমস্যা। দু'জন মালবাহক নীচে নেমে বেশ কিছুক্ষণ বাদে দুই জ্যারিকেন জল নিয়ে হাজির। আমাদের সামনেই বিস্তীর্ণ জায়গা জুড়ে রয়েছে বিশাল বিশাল গ্লেসিয়ার। ঠিক যেন বিশাল বিশাল ঢেউ তোলা স্থির একটা নদী বাঁদিক থেকে ডানদিকে বয়ে চলেছে। তফাৎ শুধু নদীতে জলের বদলে রয়েছে বোল্ডার। মাঝে মাঝে ফাটল দেখা যাচ্ছে। বোঝা যাচ্ছে ওটা গ্লেসিয়ারের ফাটল বা ক্রিভাস। সেটা পেরিয়েই ওপারে বাঁদিক থেকে কেদার সুমেরুর রিজ নেমে আসছে। ডানদিকেই একটা পর্বতশৃঙ্গ একা দাঁড়িয়ে আছে, ওটাই বিশালী টপ। ঠিক তার মাঝে যেন একটা হাইওয়ে নীচের গ্লেসিয়ার থেকে উঠে এই দুটোর ফাঁক দিয়ে চলে যাচ্ছে। সেদিকে একটু এগোলেই বিশালী কল। চা, সুজি খেয়ে শরীরটা একটু চাঙ্গা হল। আমাদের এই বিশালী গ্লেসিয়ারটা আড়াআড়ি পার হয়ে তবেই পরবর্তী পাস বা কল পেরতে হবে। কিন্তু আজ বেশিদূর এগোনো সম্ভব হবে না। প্রশান্ত ভাটজিকে নির্দেশ দিল যে গ্লেসিয়ারে নেমে যেখানে জল পাওয়া যাবে আর তাঁবু খাটানো যাবে, এমন একটা জায়গা দেখে আমরা থাকব। সেই মতো ভাটজি তার দু'জন সঙ্গীকে নিয়ে আগে আগে নামতে লাগল। আমরা ধীরে ধীরে বাঁদিক দিয়ে নামতে লাগলাম। অজস্র ফেনকমল-এর পাশ কাটিয়ে আমরা নীচে নামছি। কিছুটা মাটি পাওয়ার পর আবার সেই বড় বড় বোল্ডার। এগুলো বেশ বিপজ্জনকভাবে রয়েছে। মাঝে মাঝে কিছু বোল্ডার তো নড়বড় করছে। খুব সাবধানে নামতে হচ্ছে। দূরে নীচে একটা জায়গায় দেখা যাচ্ছে ভাটজি ও তার দুই সঙ্গী একটা জায়গায় তাঁবু খাটাচ্ছে। যে যেদিক দিয়ে পারছে নীচে নামছে। এই পুরো এলাকায় নির্দিষ্ট কোনও পথ নেই। হঠাৎ একটা আওয়াজ, ঘুরে দেখি, একটা বোল্ডার সমেত সুশান্ত ডিগবাজি খেয়েছে। কয়েকজন তাড়াতাড়ি ছুটে গেল। চোটটা বেশ গুরুতর মনে হল। আমরা সবাই একটু শঙ্কিত। ধীরে ধীরে সুশান্ত ক্যাম্পে পৌঁছল। হাস্যমুখেই বলল, 'আমি ঠিক আছি'। এবারে তাঁবু লাগানোর জায়গা ঠিক করা। চারদিকে বোল্ডার, ছোট-বড় পাথর। সবাই হাত লাগালাম তাঁবু ফেলার জায়গা ঠিক করার জন্য। কিছুটা পাথর-বোল্ডার সরালেই তার তলায় গ্লেসিয়ারের কঠিন জমাট বরফ। আইস এক্স দিয়ে বেশি সরানোও যাচ্ছে না। তলায় বরফজল বেরিয়ে আসছে। তাই আরও কিছু পাথর-

রাত কত হবে জানি না। হঠাৎ বাজি ফাটার আওয়াজের মতো কী যেন ফাটলো। বেশ কিছুক্ষণ পর আবার, মাঝে মাঝেই এই আওয়াজটা হচ্ছে, কখনও কাছে তো কখনও দূর থেকে। এমনিতেই ঘুম হচ্ছিল না, তার ওপর এরকমই আওয়াজ আশপাশে কোথাও হতে বুঝতে পারলাম একটা পাথর আমাদের তাঁবুর ধারে গড়িয়ে এল। এইবার মনে নানারকম শঙ্কা শুরু হল।

বোল্ডার সাজিয়ে সাজিয়ে মোটামুটি একটু ভদ্রস্থ গোছের সমতল করার একটা বৃথা চেষ্টা করে বিভিন্ন জায়গায় তাঁবু ফেলা হল। তাঁবুর ভেতর ফোম-ম্যাট্রেস বিছানোর পরও পাথরের খোঁচা লাগছে। শর্মিষ্ঠা লেগে গেল কফি বানাতে। একটু দূরেই একটা বেশ বড় ক্রিভাস রয়েছে, তার ধারেই বরফ-জমা জল। সেটাই আমাদের জলের সমস্যা মেটাল। বিকেলের দিকে মেঘ-কুয়াশা ঘিরে ফেলল অঞ্চলটা। শুরু হয়ে গেল রাতে তাড়াতাড়ি খেয়ে শুয়ে পড়ার প্রস্তুতি। মাঝরাত থেকে শুরু হল বরফ পড়া। পুঁতির মতো দানা দানা বরফ পড়ছে, তাঁবুতে শুয়েই বেশ টের পেলাম।

১৪ অক্টোবর, সকাল ৬টা নাগাদ চা-পর্ব মিটতে দেখি আকাশ কালোমেঘে ঢাকা। কৌশিকের শরীরটাও একটু খারাপ, আর তিনদিন হেঁটে অনেকটাই ওপরে উঠে এসেছি, তাই মনে হল একদিন বিশ্রাম দরকার। প্রাতরাশ সেরে একটু আশপাশ ঘুরতে বেরনো হল। দুপুর অবধি আকাশের মুখ ভার হয়ে রইল, কিন্তু বৃষ্টি বা বরফ পড়ল না। কিন্তু বিকেল হতেই আকাশ পরিষ্কার হতে লাগল। কিছুটা বিশ্রামের ফলে কৌশিকেরও শরীরটা একটু ভালো হল। সুতরাং, আগামীকাল বেরনো হবে ঠিক হল।

১৫ অক্টোবর, সকাল ৬টার আগেই চা এসে গেল তাঁবুতে। আজ আবহাওয়া দারুণ। উৎসাহ, উদ্দীপনা বেড়ে গেল। তাঁবু গুটিয়ে প্রাতরাশ সেরে বেরলাম প্রায় আধঘণ্টা দেরিতে। বিশালী গ্লেসিয়ারটা আড়াআড়ি পার হতে হবে। অজস্র ছোট-বড় বোল্ডারের ঢেউ, এবং নানারকমের ফাটল ধরা ক্রিভাস পেরিয়ে যাচ্ছি, এঁকেবেঁকে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে। মাঝে মাঝে ছোট-বড় ভারগ্লাস অতি সাবধানে পেরচ্ছি। পাছে পা পিছলে যায়। মড় মড় করে ভারগ্লাস ভাঙছি কখনও হাতের লাঠি দিয়ে, আবার কখনও জুতোর চাপে। ঘণ্টা দেড়েক এভাবে চলার পর গ্লেসিয়ারটা অতিক্রম করলাম। এবার বাঁদিক দিয়ে একটা শ'খানেক ফুট রিজ-এ ওঠা। আবার সেই পাথর-বোল্ডার ধরে ওঠা। বেশ কিছুটা অভিজ্ঞতা হওয়ার ফলে খুব একটা অসুবিধা হল না। আমরা চারজন বাদে বাকিরা সব নীচের পথ দিয়েই এগোচ্ছে। আট-দশ পা এগোচ্ছে আর একটু করে বিশ্রাম নিচ্ছে। ভাটজি আমাদের তিনজনকে প্রথমে একটা সবুজ ঘাসে ছাওয়া ছোট জায়গায় নিয়ে গেল। জল রয়েছে আশপাশে। সুন্দর ক্যাম্পিং সাইট। আমরাও একটু জিরিয়ে নিলাম। ভাটজি বলল, আমরা ওই গর্জ দিয়ে না উঠে ওপরের রিজ দিয়ে আরও উঠে সোজা বিশালী কলের দিকে নেমে যাব। রিজ-এ বেশ বড় বড় বোল্ডার। সেইগুলো এক এক করে টপকে ওঠা খুবই কষ্টসাধ্য। কষ্ট করেও আমরা ওপরে উঠে যাচ্ছি। দূরে নীচে দলের বাকি সদস্যরা কিন্তু বেশ খানিকটা এগিয়ে গিয়েছে। হঠাৎ খেয়াল করলাম, ওরা চেঁচিয়ে আমাদের কিছু বলার চেষ্টা করে যাচ্ছে। বুঝলাম ভুল রাস্তায় এসেছি, আবার পিছনে ফিরে গিয়ে সেই নীচ দিয়েই যেতে হবে। আমাদের তো মাথায় হাত। আবার এই বড় বড় বোল্ডার পেরিয়ে নীচে নামা! ওদিকে দেখা যাচ্ছে আকাশে মেঘ আবার ঘন হয়ে আসছে বিশালী কল-এর দিকটাতেই। কিন্তু কী আর করা! সেই বড় বড় বোল্ডার পেরিয়ে, অনেকটা নীচে নেমে বাঁদিকে বেঁকে বোল্ডারের সমুদ্র পেরিয়ে চলতে শুরু করলাম। সামনে যতদূর দৃষ্টি যাচ্ছে কোথাও কোনও সদস্য বা মালবাহক নজরে পড়ছে না।

বিশ্রাম প্রায় না নিয়েই উঠে যাওয়া।

বেশ কিছুদূর যাওয়ার পর মাঝে মাঝে কয়েক সেকেন্ডের জন্য দাঁড়ানো। মেঘ এতটাই নেমে চারদিক ঢেকে দিচ্ছে যে, মাঝে মাঝে আশপাশ বোঝা মুশকিল হচ্ছে। এইভাবেই নিজেদের সুবিধামতো রাস্তা বানিয়ে একটা জায়গায় উঠে এলাম। এই উঁচু জায়গাটায় এসে দেখলাম মোটামুটি বিস্তীর্ণ প্রায় সমতল বোল্ডার ও বরফ মিশ্রিত জায়গা দিয়ে যেতে হবে এবার। মেঘে ঢাকা থাকার ফলে কিছুতেই ঠাহর করতে পারছি না বিশালী কল-এর সঠিক অবস্থান। এই শক্ত বরফে কারও পদচিহ্নও পাওয়া যাবে না।

কিছুক্ষণ বাদে একটু মেঘ সরতে বোঝা গেল বিশালী কল দূরে দেখা যাচ্ছে। আরও প্রায় ৪৫ মিনিটের হাঁটাপথ। শক্ত বরফের ওপর ছোট ছোট পাথর আর বোল্ডারগুলো আটকে আছে। শক্ত বরফের ঢেউ-এর ওপর দিয়ে মড় মড় শব্দ করে হাঁটা। পিছলে পড়ার ভয় আছে। দূরে কল-এর মাথায় দেখা যাচ্ছে দু-একজনকে। ডানদিকে বরফাবৃত বিশালী টপ যার রিজ এসে মিশছে বিশালী কল-এ। এঁকেবেঁকে হাঁটতে হাঁটতে আমরা হাজির হলাম বিশালী কল-এর ঠিক নীচে। একটা বড় ক্রিভাস ডিঙিয়ে জিগ-জ্যাগ করে পাথর ধরে ওঠা শুরু করলাম। পঞ্চাশ থেকে ষাট মিটার উঠতে হল তারপরই। উঠে এলাম বিশালী কল-এর (১৫,৫৪৯ ফুট) মাথায়। এই পথে যে কটা কল বা পাস আমরা অতিক্রম করব তার মধ্যে সব থেকে উঁচু এই কল। চারদিক মেঘাচ্ছন্ন। কল-এর ওপর দিয়েও মেঘের আনাগোনা। আশপাশের কিছুই দৃশ্যমান নয়। কল-এর ওপর যত্রতত্র স্লেট পাথরের মতো বড় বড় চ্যাপটা পাথর পড়ে আছে। বেশ কিছু কেয়ার্ন রয়েছে। এলাকাটা দৈর্ঘ্য-প্রস্থে ৫০-৫৫ ফুট হবে কিংবা তার একটু বেশিই। বরফ প্রায় নেই বললেই চলে। আমরা মোটামুটি সবাই তখন বেশ পরিশ্রান্ত। ঠান্ডাও লাগছে। ভাটজি আমাদের দ্রুত নেমে যাওয়ার নির্দেশ দিল। কল থেকে কিছুই দেখা যাচ্ছে না মেঘ-কুয়াশা থাকায়।

ফুট পঞ্চাশেক নামার পরই আবার সেই বড় বড় বোল্ডারের রাজত্ব শুরু। ভাটজি শর্মিষ্ঠার হাত ধরে সাহায্য করছে, কারণ বড় বড় বোল্ডারে পা রেখে প্রায় ৬০-৭০ ডিগ্রি কোণ-এ নীচে নামাটা খুবই শ্রমসাধ্য। সুশান্তও পিছনে পিছনে আস্তে আস্তে নামছে। আমি শেষে। ভাটজি মাঝখান দিয়ে না নেমে একটু বাঁদিক চেপে নামতে লাগল। কারণ, মাঝখানের কোণটা নালার চেয়েও বেশি গভীর। একটু নীচে নামতেই মেঘটা কেটে গিয়ে চারদিক পরিষ্কার হল। দূরে নীচে বাকি সদস্যদের ধীরে ধীরে নামতে দেখছি। সামনে দূরে বাঁদিকে ইয়নবুক কল দেখা যাচ্ছে।

বড় বড় বোল্ডার থেকে নামতে নামতেই আকাশে আবার মেঘ জমেছে। ধীরে ধীরে আমরা একটা গ্লেসিয়ারে নেমে এলাম। এই গ্লেসিয়ারের নাম কালেঙ বামক। সারাদিন বাদে চারটে নাগাদ ওপর থেকে দেখা সেই অপেক্ষাকৃত 'সমতল' জায়গায় এসে পৌঁছলাম।

যদিও ওপর থেকে যাকে সমতল লাগছিল, বাস্তবে সেটা বোল্ডারের জঙ্গল। প্রায় সবকটা তাঁবুই টাঙানো হয়ে যাওয়ার পর হঠাৎই ঝেঁপে বৃষ্টি পড়ার মতো দানা দানা বরফ পড়তে লাগল। ওই অবস্থায় কোনওমতে তাঁবুতে ঢুকে আশ্রয় নিলাম। প্রায় আধ ঘণ্টা চলল এভাবে।

চা ও পাঁপড় সেঁকা, মুড়ি-চানাচুর খেয়ে একটু ধাতস্থ হওয়া গেল। সন্ধে হতেই আমরা যে-যার তাঁবুতে। এখানেও জলের তীব্র সংকট। অনেকটা দূরের একটা খুব সরু নালা থেকে মালবাহকরা ওই গ্লেসিয়ারেরই জল নিয়ে আসছে। রাতে মদন কোনওমতে ভাত, ডাল ও একটা তরকারি বানাল। তাঁবুর মধ্যে স্থির হয়ে শুয়ে থাকা বড়ই দুষ্কর। দেহের বিভিন্ন জায়গায় পাথরের খোঁচা লাগছে। কিন্তু এর মধ্যেও কেউ কেউ বেশ ঘুমোচ্ছে।

রাত কত হবে জানি না। হঠাৎ বাজি ফাটার আওয়াজের মতো কী যেন ফাটলো। খুব একটা জোরে আওয়াজ নয়। কিন্তু একদম শান্ত বাতাসহীন এই উপত্যকায় আওয়াজটা মোটামুটি পরিষ্কার। বেশ কিছুক্ষণ পর আবার, মাঝে মাঝেই এই আওয়াজটা হচ্ছে, কখনও কাছে তো কখনও দূর থেকে। এমনিতেই ঘুম হচ্ছিল না, তার ওপর এরকমই আওয়াজ আশপাশে কোথাও হতে বুঝতে পারলাম একটা পাথর আমাদের তাঁবুর ধারে গড়িয়ে এল। এইবার মনে নানারকম শঙ্কা শুরু হল। পাহাড়ে বেশ কিছু পুরনো ভয়াবহ অভিজ্ঞতা আছে আমার ও প্রশান্তর। পাশের টেন্ট থেকে পল্টু চিৎকার করে ডাকতে শুরু করল। সবাই জেগে গিয়েছে। রাত তখন প্রায় তিনটে। ভোর হতে তো অনেক দেরি। এখন কী হবে? মালবাহকরা সবাই নিজেদের তাঁবু ছেড়ে কিচেন-এ বসে মোমবাতি জ্বালিয়ে তাস খেলছে। ওদের বক্তব্য ওদের তাঁবুর তলাতে এই রকম আওয়াজ হয়েছে। ওরা ভয়ে কিচেনে বসে। যেটা বোঝা গেল তা হচ্ছে, আমরা একটা গ্লেসিয়ারের ওপর রয়েছি। গ্লেসিয়ারে কোথাও কোনও তুষারের আস্তরণ নেই। প্রায় শক্ত বরফের ওপর পাথর ও বোল্ডার ফেলা। দিনরাতে তাপমাত্রার তারতম্যের জন্য এই শক্ত বরফে হঠাৎ হঠাৎ ফাটল দেখা দেয়। মাঝে মাঝে ফাটলটা ছোট হয় আবার বড়ও হয়। এর ফলেই এই আওয়াজ এবং তখনই মাঝে মাঝে পাথর বা বোল্ডারের স্থান পরিবর্তন। ভয় পাওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে। আমাদের তাঁবুর তলায় এরকম ফাঁক হয়ে গেলে তো ভেতরে ঢুকে যাব। ঠিক হল, ভোর হওয়া মাত্রই বেরতে হবে।

১৬ অক্টোবর, সাড়ে পাঁচটার মধ্যে সকালের চা চলে এল। সবাই তৈরি হতে লাগলাম। ছ'টার

গরম আমরা ফুল বিক্রি করি
শীতে করি বরফ

Endeavour TOURS

Authorised booking Agent of
Sikkim Govt. Hotel

'সিকিম নিয়ে দীর্ঘদিন কাজ করছেন সিকিম পর্যটনের প্রাক্তন অফিসার শ্যামলকুমার ভৌমিক। তাঁর সংস্থা 'এন্ডেভার ট্যুরস' সিকিম স্পেশ্যালিস্ট'

NORTH SIKKIM PACKAGES
1N /2 Days (Yumthang) - 1500/- per head.
2N /3 Days (Yumthang, G-Dongmar) - 3000/- per head.
3N /4 Days Available for exclusive package only.

Hotel & Resort of Sikkim

Gangtok	600/- — 7000/-
Ravangla	600/- — 2500/-
Pelling	600/- — 5000/-
Rumtek	1800/- — 3500/-
Borong	1000/- — 3200/-
Namchi	800/- — 3900/-
Biksthang	1600/- — 2500/-
Rinchenpong	800/- — 1500/-
Kaluk-Hotel	600/- — 1500/-
Kaluk-Resort	1200/- — 3500/-
Hee	1200/- — 1500/-
Bermiok	800/- — 1800/-
Chayataal	1000/- — 1500/-
Uttarey	800/- — 2500/-
Yoksom	1150/- — 2500/-
Okhrey	550/- — 1200/-
Versay	770/- — 2200/-

BHUTAN Phuntsholing, Thimpu, Paro, Punakha
ANDHRA Vizag, Araku, Hyderabad
ORISSA Puri, Bhubaneshwar
WEST BENGAL Darjeeling, Kalimpong, Lava, Lolegaon, Rishyap, Dooars
Weekend Tours Mandarmoni, Bakkhali, Sundarban, Digha, Sankarpur, Tajpur.
Contact for: Family Packages, Transport, Sikkim Silk Route Tour.

Contact:
Member TAAB
S. K. Bhaumik
Swati Bhaumik
1, Indra Roy Road, Bhawanipur
Opp. Indira Cinema, Kol-700 025.
Ph: (033) 2486-0583, 98364 64632
98311 07246, 98303 06159
Email: endeavourtour@yahoo.co.in
Website: www.endeavourtour.com

মধ্যে এই উপত্যকায় রোদ চলে এল। তাঁবুর বাইরের ঢাকনাতে বরফের পাতলা একটা আস্তরণ। পূর্বদিকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে ইয়নবুক কল। খুব দূরে নয়। ঘণ্টাখানেক লাগবে পেরতে। পশ্চিমে বিশালী কল। বেশ দূরে উঁচুতে। কল-এর মাঝে উঁকি মারছে সুমেরু শৃঙ্গের মাথা।

তাড়াতাড়ি প্রাতরাশ সেরে আমরা রওনা হলাম। লক্ষ্য ইয়নবুক কল। আবার বোল্ডারযাত্রা শুরু হল। কালেওঁ বামক আমরা আড়াআড়ি পার হচ্ছি, পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে। বেশ কিছু গ্লেসিয়ার রিজ পার হলাম। আমরা একটু বাঁদিক চেপে চলেছি, সবার আগে প্রশান্ত ও যথারীতি সবার শেষে আমি। ইয়নবুক কল-এর কাছাকাছি এসে দেখি বোল্ডারের ঢেউ আরও বেশি, বোল্ডারের আকৃতিও বেশ বড়। প্রায় একশো ফুট দূরে আমরা সবাই দাঁড়িয়ে গেলাম। জল্পনাকল্পনা শুরু হল কোনদিক দিয়ে ওঠা হবে কল-এ। একজন মালবাহক বাঁদিক দিয়েই উঠতে শুরু করল। আমরা দেখতে লাগলাম। বরফ প্রায় নেই। কল-এ বড় বোল্ডার নেই, কিন্তু আশপাশে সব বোল্ডার যেন গড়িয়ে নীচে চলে এসেছে। এখান থেকে বেশ খানিকটা নীচে নেমে কল-এ উঠতে হবে যদি ডানদিক বা মাঝখান দিয়ে উঠি, আমাদের ওঠার কৌণিক ঢাল হবে প্রায় ৭০ ডিগ্রি। আর মালবাহকটি যেখান দিয়ে উঠছে, তার কৌণিক মান প্রায় ৬০ ডিগ্রি। এই দিকটির ঢাল কম হলেও যথেষ্ট বিপজ্জনক। হাত দিয়ে কিছু ধরার নেই। ফলে, ডানদিকের রাস্তাটাই ধরা উচিত। তাতে একটু বেশি উঠতে হবে বটে, কারণ একটু নীচে নেমে ইয়নবুক কল-এর পাদদেশে পৌঁছে তারপর উঠতে হবে। কিন্তু বোল্ডারের অবস্থানগুলো এমন যে, খুব একটা অসুবিধা হবে না। ঠিক হল প্রশান্ত লিড করবে। বাকিরা পিছন পিছন যাবে। আমি আপাতত এই জায়গা থেকে চেঁচিয়ে দিক নির্ণয় করব। কারণ, পাদদেশ থেকে ওঠার সময় যদি ওপরের দিকের কোণ প্রায় ৭০ ডিগ্রি থাকে তো ওপরের দু-একটা বোল্ডারেই সব দৃষ্টি ঢাকা পড়ে যায়। প্রশান্তর পিছন পিছন সবাই এক এক করে উঠতে লাগল। এ-বোল্ডার ও-বোল্ডার ধরে, ওপরে যা একটু বরফ পড়ে আছে তার পাশ কাটিয়ে দিব্যি সবাই উঠতে লাগল। শর্মিষ্ঠাও উঠে গেল, যদিও ভাটজির হাত ধরতে হয়েছে কিছু জায়গায়। আমি চেঁচিয়ে কখনও ডানদিক, কখনও বাঁদিক ঘুরতে বলছি। শেষে আমিও এগোলাম। সবাই ধীরে ধীরে এগোচ্ছে, একটু থেমে থেমে দম নিয়ে উঠছে। দম এবং পায়ের জোর দুটোই লাগছে।

ইয়নবুক কল (১৫,৩৪৯ ফুট)-এর ওপরটা বড়ই ছোট জায়গা। বেশ খানিকটা জায়গা নিয়ে পাসটা, কিন্তু আড়াআড়িভাবে চার-পাঁচ জন দাঁড়ানোটাও কষ্টকর। কল থেকে উত্তর-পূর্বদিকে চোখে পড়ল মন্দানি শৃঙ্গগুলি যেন হাতের কাছে, দূরে নীচে একটা সুন্দর উপত্যকা। দৃশ্যপট এক কথায় অসাধারণ। ইয়নবুক কল থেকে দুদিকে তাকালে দুরকম রূপ। পশ্চিমদিকে শুধুই বোল্ডার এবং বিশালী কল দেখা যাচ্ছে। একটু দূরেই নীল আকাশ এবং সুমেরু শৃঙ্গ বিশালী কল-এর পিছন থেকে উঁকি দিচ্ছে। নীচে বোল্ডার মিশ্রিত কালেওঁ গ্লেসিয়ার। আর পূর্বদিকে মন্দানি উপত্যকা, যার বাঁদিকে মন্দানি শৃঙ্গ দেখা যাচ্ছে। উপত্যকাটি পুরোপুরি দৃশ্যমান নয়, কারণ বেশ কিছু বড় বড় পাথরের দেওয়াল সামনে দৃষ্টির বিঘ্ন ঘটাচ্ছে। কিন্তু ওপর থেকে যতটুকু দেখা যাচ্ছে বেশ সুন্দর লাগছে। কিছু

আশপাশে প্রচুর ব্রহ্মকমল ফুটে থাকতে দেখলাম। ডানদিকে, সামনে, বাঁদিকে যেদিকে তাকাই সেদিকেই। মনে হচ্ছে আমরা যেন ব্রহ্মকমলের বাগানে এসে পড়লাম। বাঁদিকে মন্দানি শৃঙ্গ মাথা তুলে দাঁড়িয়ে। মাঝখান দিয়ে বয়ে যাচ্ছে ছোট একটা পরিষ্কার স্বচ্ছ জলের নালা। বাতাসে মিষ্টি আর অদ্ভুত একটা সুগন্ধ।

সময় কাটানোর পর এবার নামার পালা। নয় নয় করে তিন তিনটে কল বা পাস অতিক্রম করা হয়ে গেল। তিনটে পাস তিনরকমভাবে অতিক্রম করলাম। দেখেই বোঝা যাচ্ছে বেশ নীচে নামতে হবে।

বাঁদিকে চেপে নামা শুরু করলাম। আবার সেই বড় ছোট বোল্ডার, এ যেন এবড়ো খেবড়ো বোল্ডারের সিঁড়ি। কিন্তু সবাই তো সিঁড়ি দিয়ে নামার মতো করে নামতে পারছে না। কেউ কেউ তো বসে বসে কয়েকটা বড় বড় বোল্ডার থেকে নামল। কোথাও বরফের চিহ্ন মাত্র নেই। অন্যসময় এইসব কল বা পাস এবং এই বোল্ডার-ভর্তি গ্লেসিয়ার সবই বরফে ঢাকা থাকে। ভাটজি বলেছিল আর কিছুক্ষণ নামার পর এই বড় বড় বোল্ডারের কবল থেকে মুক্তি পাব আমরা। বেশ কিছুটা নামার পর যখন ওপর দিকে তাকিয়ে আমাদের কিছু সদস্যের নামার ছবি তুলছি তখন বোঝা যাচ্ছে কতটা খাড়া এই নামার রাস্তাটা। শেষ জনকে তো প্রায় আকাশের কাছে মনে হল। প্রায় ৬৫ ডিগ্রি বোল্ডারের ঢাল বেয়ে নামছি আমরা বেশ সরু একটা ফাঁক দিয়ে। দুধারে পাথরের দেওয়াল। সকাল দশটা বেজে গিয়েছে। দূরে পূর্বদিক ও দক্ষিণদিকের আকাশে মেঘ আসছে-যাচ্ছে। কিছুটা নীচে নামার পরই একটা অদ্ভুত পরিবর্তন— এতক্ষণ শুধুই বোল্ডার দেখছিলাম, আর এখন এই ওপর থেকে নীচে যতদূর চোখ যায় শুধুই ধূসর বাদামি রং। শুরু হল বড় বড় ঘাসের রাজ্য। চারদিকে আধ-মানুষ সমান উচ্চতার ঘাস।

সারিবদ্ধভাবে পাহাড়ের বেশ খাড়া ওই ঢাল বেয়ে যখন নামছি, কোমর অবধি ঘাসে ঢাকা পড়ল। মিনিট চল্লিশ এভাবে ঘাসের জঙ্গলের মধ্য দিয়ে নামার পর অপেক্ষাকৃত অনেক ছোট বোল্ডার ফেলা একটা জায়গায় এসে পৌঁছলাম। ডানপাশ দিয়ে একটা নালা বয়ে যাচ্ছে। কিছুটা এগোনোর পর একটু সবুজ ছোট ঘাসের জায়গাও পেলাম। ভাটজি বলল, এটাই ইয়নবুক কল-বেসক্যাম্প। প্রায় সবাই এই নালার জলেই মুখ-হাত ধুয়ে নিল। জলপান করার পর নিজের নিজের স্যাক থেকে বোতল বের করে তাতে জলও ভরে নিল। এখনও অনেক অনেক দূর যেতে হবে। কিছুদূর যাওয়ার পর বেশ বড় একটা বরফের প্যাচ পেলাম। যে কোনও কারণে এই জায়গার বরফের স্তর পুরো গলেনি। নীচে অনেক বোল্ডার আছে বোঝা যায়। শক্ত জমাট-বাঁধা বরফ। প্রায় সিঁড়ি দিয়ে ওঠার মতো আমরা বরফে উঠলাম। মসৃণভাবে হেঁটে যাচ্ছি। দেড়শো-দুশো ফুট যাওয়ার পরই শেষ। সারা রাস্তায় যদি এমন বরফ থাকত তাহলে বিপজ্জনক বোল্ডারের ওপর দিয়ে এই হাঁটার কষ্টটা পেতে হত না। আবার হাঁটা। কিন্তু এবার যেখান দিয়ে যাচ্ছি সেখানে সবুজ ঘাস আছে, আর নালাটা ডানপাশ দিয়ে যাচ্ছে।

হঠাৎই আশপাশে প্রচুর ব্রহ্মকমল ফুটে থাকতে দেখলাম। ডানদিকে, সামনে, বাঁদিকে যেদিকে তাকাই সেদিকেই। মনে হচ্ছে আমরা যেন ব্রহ্মকমলের বাগানে এসে পড়লাম। বাঁদিকে মন্দানি শৃঙ্গ মাথা তুলে দাঁড়িয়ে। মাঝখান দিয়ে বয়ে যাচ্ছে ছোট একটা পরিষ্কার স্বচ্ছ জলের নালা। বাতাসে মিষ্টি আর অদ্ভুত একটা সুগন্ধ। মালবাহকরা সতর্ক করে বলল, এখানে বেশিক্ষণ থাকবেন না। এটা ব্রহ্মকমল ফুলের গন্ধ। ওরা বলে বিষ-সুগন্ধি। এত তীব্র গন্ধ এই ফুলের, যে মাথা ধরে যায়, শরীর

খারাপ লাগে। এখানে এত ফুল ফুটে আছে যে গন্ধটা বেশ তীব্র। অগত্যা এই অপূর্ব নিসর্গ ছেড়ে দ্রুত হাঁটতে লাগলাম।

ঠিক শ-তিনেক ফুট হেঁটে যাওয়ার পর হঠাৎ যেন ফুলের রাজ্যটা শেষ হয়ে গেল। সবুজটাও শেষ হয়ে গেল, সামনে তাকিয়ে দেখি আবার সেই ধূসর বাদামি ঘাস এবং কিছু আগাছার রাজ্য। কখনও নালাটার ডানদিক, কখনও বাঁদিক দিয়ে যেতে যেতে একটা বেশ বড় পাথরের কাছে এসে পৌঁছলাম। ফুট পঁচিশের একটা ঢালু পাথরের ওপর দিয়ে এগোতে এগোতে এসে পড়লাম সবুজ পাহাড়ি আগাছা ঘেরা একটা জায়গায়। হঠাৎ যেন রাস্তা শেষ, সামনে প্রায় ৭০ ডিগ্রি একটা বিশাল ঢাল। নীচে দেখা যাচ্ছে এক অতি সুন্দর সুবিশাল উপত্যকা। মাঝখান দিয়ে ফিতের মতো বয়ে যাচ্ছে একটা নদী। পুরো উপত্যকার রংই উজ্জ্বল বাদামি, বোঝা যাচ্ছে প্রায় ১,০০০ ফুট নামতে হবে। কিন্তু এত সুন্দর লাগছে যে, এই জায়গা থেকে যেতেই ইচ্ছে করছে না। তখন প্রায় সাড়ে বারোটা বাজে। আমরা ওখানে দাঁড়িয়েই কিছু খেয়ে নিলাম।

ভাটজি বলল, এটাই মন্দানি উপত্যকা। মাঝে নদীটা নাগ-গঙ্গা বা মন্দানি গঙ্গা। অদূরে ওই উপত্যকা পেরিয়ে আবার উঠে এগোতে হবে। এবার রাস্তা বাঁদিক দিয়ে। মন্দানি শৃঙ্গ সামনে, কিন্তু মেঘে ঢাকা পড়েছে। আমরা এঁকেবেঁকে সেই ঘাসের ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করলাম। মাঝে মাঝে পায়ে চলার সরু রাস্তা দেখা যাচ্ছে। বোঝা যাচ্ছে এটা বকরিওয়ালা বা ভেড়া-ছাগল যারা চরাতে আসে তাদের ব্যবহার করা রাস্তা। সেই পথ ধরেই বেশ কিছুক্ষণ পরে আমরা মন্দানি উপত্যকায় নেমে এলাম। সরু নদীটা এঁকেবেঁকে চলেছে। বড়ই সরু এবং অগভীর। কিছু কিছু জায়গায় লাল-সাদা ছোট ছোট ফুলও দেখতে পেলাম। কখনও বসছি, কখনও সুন্দর সমতল উপত্যকা দিয়ে হাঁটছি আমরা। কোথাও কোনও পাথর বা বোল্ডার নেই। ভাটজি ও মালবাহকরা এগিয়ে গেল। বলে গেল, বেশ কিছুদূর গেলে এই উপত্যকার প্রায় শেষপ্রান্তে একটা মন্দির পাবে, আমরা ওখানে পৌঁছব। বিশাল উপত্যকার মাঝখান দিয়ে আমরা সবাই যাচ্ছি, আমাদের বাঁদিকে মন্দানি শৃঙ্গ ও তার গিরিশিরা নেমে আসছে আর ডানদিকে কোনও একটা গিরিশিরার মাঝে বেশ কয়েক কিলোমিটার নিয়ে বর্গক্ষেত্রাকার এই উপত্যকা। যার এখনকার রং লালচে খয়েরি। বড়-ছোট ঘাস ও নানা ফুলের ছোট ছোট গাছ পদদলিত করে চলেছি। বেশ কিছুটা যাওয়ার পর দূরে দেখা গেল মন্দানি মায়ের মন্দির। সাড়ে তিনটে নাগাদ ওখানে পৌঁছলাম। মন্দির চত্বরটা একটু উঁচুতে, বাঁধানো, পাথরের গাঁথনি দেওয়া। খুব ছোট নয়। বাইরে একটা অস্থায়ী পাথরের ঘর আছে যার ওপরের ছাউনিটাও অস্থায়ী। কথিত আছে মা দুর্গা (মাতা মন্দানি রূপে) এখানেই মহিষাসুর বধ করেছিলেন, তাই এই মন্দির। বছরে একবার রাঁশি গ্রাম থেকে এখানে ডোলি আসে এবং তখন মেলা ও পুজো দুই-ই হয়। সেটা হয় আগস্ট মাসে এবং তখন এই চত্বর হরেক রকম ফুলে ভরে থাকে। মন্দির চত্বরের নীচে সবুজ কার্পেটের মতো বেশ খানিকটা জায়গা। ঠিক হল ওখানেই আমাদের সদস্যদের তিনটে তাঁবু পড়বে। ভাটজি ও মালবাহকরা ওই অস্থায়ী থাকার জায়গাটাকে রান্নাঘর এবং তাদের থাকার জায়গা— দুই-ই বানাল। আজ আমরা সবাই খুব খুশি। কতদিন পর সমতল জায়গায় শুতে পারব। প্রথমেই মুড়ি, চানাচুর, পিঁয়াজ, আচার, লঙ্কা দিয়ে মেখে একটা জমিয়ে আড্ডা হল। সঙ্গে চা। মন্দির চত্বরে বসে নানা কথাবার্তা হতে হতেই দেখা গেল বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা নেমে আসছে। আকাশে প্রচুর মেঘ। তাই সূর্যাস্ত দেখা গেল না।

মন্দিরের ঠিক বাঁদিকে নদী পেরিয়েই দাঁড়িয়ে আছে মন্দানি শৃঙ্গ। আমরা সবাই প্রায় পালা করে মন্দানি গঙ্গায় বা নাগ গঙ্গায় গিয়ে মুখ হাত পা ধুয়ে এলাম। কুক মদন এবং আরও দু-তিনজন মালবাহক মিলে রুটি বানানোর দায়িত্ব নিল। শর্মিষ্ঠা বানাল জিরা-আলু ও পিঁয়াজ দিয়ে মুসুর ডাল। বেশ জমাটি রাতের খাওয়া। মাঝে

ANIK UDYOG ANIK UDYOG ANIK UDYOG

ঘরে বসে সমুদ্র উপভোগ করুন
নিজস্ব হোটেল
হোটেল তারা-পুরী
হোটেল বঙ্গলক্ষ্মী-পুরী
ডিলাক্স, সুপার ডিলাক্স, কটেজ
(A.C., Non A.C.)
এছাড়া হলিডে হোম ও গ্রুপ বুকিং-এর ব্যবস্থা রয়েছে।
Puri Cont.: 09937649096
Kol. Cont.: 98317 83971
এছাড়া
বন্ধন ইন-নিউ দিঘা
তৎসহ
কাশ্মীর, সিমলা, মানালি, সাংলা, কল্পা, হরিদ্বার, আগ্রা, দিল্লি, অমৃতসর, লাডা, লোলেগাঁও, রিশপ, দার্জিলিং, গ্যাংটক, পেলিং তৎসহ সারা ভারতে হোটেল বুকিং।
-ঃ পরিচালনায় ঃ-
ANIK UDYOG
42B, Dhiren Dhar Sarani, Kolkata-12
2225-8816, 98317 83971

ANIK UDYOG ANIK UDYOG ANIK UDYOG

AVIAN HOLIDAYS-সাথে
বাংলাদেশ— 12/5, 17/6

- কেদার-বদ্রী— 9/5, 20/6
- চারধাম— 6/5, 17/6
- কাশ্মীর-বৈষ্ণোদেবী— 20/4, 25/5, 16/6, 30/6
- সিমলা-কুলু-মানালি— 9/5, 10/6, 7/7
- লে-লাদাখ— 20/5, 20/6, 17/8
- নেপাল— 21/4, 6/5
- কুমায়ুন— 12/5, 20/5, 2/6, 16/6
- ভ্যালি অব ফ্লাওয়ার্স— 1/6, 16/6, 29/6, 4/7
- আন্দামান— 21/4, 12/5
- ভুটান— 14/4, 28/4, 12/5

(033) 24237950, 9831068912, 9163391151, 9163391150
Dakshinapan-Shopping Complex, Dhakuria, Kol-68.
kolkata@avianholidays.com

MADHYA PRADESH
The heart of Incredible India
Bandhavgarh & Kanha
National Park

Hotel & Resort
Jungle Safari, Pickup & Drop
Special Package -
School & College Groups,
Family & Friend Groups
Contact us :-
Tarun Pal - 09406246555, 09993066099
Nilesh 09302417669, 08878200199
Jai Singh 08815113619, 09179589610
Website - www.bandhavgarhtigersafari.com
Email tarunpal1964@gmail.com
royalgroupmp@gmail.com

চলল কফিপর্ব। সন্ধে হতেই আকাশ একদম পরিষ্কার। কয়েক কোটি তারা আকাশে, তুষারশৃঙ্গগুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

১৭ অক্টোবর। সবাই মোটামুটি স্বস্তির ঘুম থেকে উঠল মদন ও শিশপালের চা-এর ডাকে। দুদিকে পাহাড়ের দুটো উঁচু রিজ থাকার ফলে সূর্যের আলো মন্দানি উপত্যকাতে বেশ দেরিতে আসবে। গোছগাছ করে মোটামুটি তৈরি হতেই প্রাতরাশের ডাক পড়ল। পাহাড়ের ওপর অংশে তখন সূর্যের আলো পড়ছে। আকাশে কোনও মেঘ নেই। যে-যার স্যাক তুলে নিলাম। মালবাহকরা তাঁবু খুলে গুছিয়ে নিয়ে আসবে। প্রথমেই আমরা মন্দানি গঙ্গা নদীর ধারে চলে এলাম। নদীটা এর আগে থেকেই চওড়া হয়ে গিয়েছে এবং নীচের দিকে লাফাতে লাফাতে নামছে। কোনও সেতু নেই, বড় বড় পাথর নদীতে পড়ে প্রাকৃতিক সেতু তৈরি হয়েছে। কিন্তু সেই পাথরে নামাটাও খুব সহজ নয়। ভাটজি ও দুজন মালবাহক আমাদের সাহায্যের জন্য এসে ওখানে দাঁড়াল, প্রায় প্রত্যেককেই ধরে নামাল এবং পাথরের সেতু টপকে আমরা মন্দানি গঙ্গা পার হলাম। এবারে একটা পায়ে চলার রাস্তা চোখে পড়ল।

প্রথম গন্তব্য ডোবরা খাল। আর তার শুরুটাই বেশ উত্তেজনাপূর্ণ। নদী পেরনোর পরই এবার সোজা আবার প্রায় ৩৫০ ফুট উঁচু একটা ধারে উঠতে হবে। প্রচুর রডোডেনড্রন গাছ ও নানা রকমের সবুজ ছোট ছোট পাহাড়ি আগাছা। তার ফাঁক দিয়েই পাথর, মাটি ও ঝুরো পাথর মেশানো জিগ-জ্যাগ রাস্তা। মাঝে মাঝে দাঁড়াচ্ছি। এখান থেকে পিছনের মন্দানি উপত্যকাটা দারুণ সুন্দর লাগছে। মন্দিরটা ছোট লাগছে। আমাদের তাঁবুগুলো তখনও খোলা হয়নি। প্রায় চল্লিশ মিনিটে আমরা ওপরে উঠে এলাম। আবার শুকনো ঘাসের রাজত্ব শুরু হল। ওপর থেকে মন্দানি শৃঙ্গ এবং নীচের মন্দানি উপত্যকা এককথায় অপূর্ব। উল্টোদিকে ইয়নবুক কল থেকে যে জায়গা দিয়ে গতকাল নামছিলাম সেটাও পরিষ্কার দৃশ্যমান। আমাদের নিজেদেরই আশ্চর্য লাগছে এই কথা ভেবে যে, মাত্র গতকালই আমরা কোথা দিয়ে নামছিলাম আর আজ কোথা দিয়ে যাচ্ছি! নীচে ছোট ফুটকির মতো লাগছে মন্দির ও তাঁবুগুলো। হাঁফাতে হাঁফাতে সবাই যখন বিশ্রাম নেওয়ার তোড়জোর করছে, প্রশান্ত বলল, খুব দেরি করলে হবে না। আজ অনেক দূর যেতে হবে। আজ আমাদের সঙ্গে যাচ্ছে মদন। ভাটজি পরে বাকি মালবাহকদের নিয়ে আসবে। এবারে শুধু শুকনো লম্বা লম্বা ঘাসের মধ্য দিয়ে হাঁটা। কোথাও হাঁটু সমান, তো কোথাও কোমর সমান উঁচু ঘাস। হাঁটতে অসুবিধাই হয়, কারণ পায়ের কাছে গর্ত না পাথর, কী আছে ঠাহর করা মুশকিল। এভাবেই পাহাড়ের ঢাল পেরিয়ে বেশ কিছুদূর যাওয়ার পর একটা ক্যাম্পিং সাইট এল। খয়েরি শুকনো ঘাস কমে কিছুটা সবুজ ঘাস দেখা গেল। বেশ খানিকটা দূরে একটা ক্ষীণ জলের ধারাও চোখে পড়ল। আরও কিছুটা দূরে গিয়ে একটা তালাবন্ধ নীল মাঝারি মাপের প্লাস্টিক ড্রাম দেখতে পেলাম। এটাই সেই ড্রাম যেটা দুজন মালবাহক রাঁশি গ্রাম থেকে আমাদের দুদিনের রেশন-সমেত এই জায়গায় পৌঁছে দিয়ে গিয়েছে। মালবাহকরা নিয়ে আসবে সব ভাগাভাগি করে। কারণ এতদিনে আমাদের খাবারদাবার ও জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা কেরোসিন তেল কমে গিয়ে মালবাহকদের ভারও হালকা হয়ে গিয়েছে। এই জায়গাটার নাম ডোবরা-খাল, মিনিট পনেরো সময় কাটিয়ে আবার রওনা দিলাম। একদম লালচে খয়েরি ঢেউ খেলানো একটা উপত্যকা ছাড়িয়ে আমরা এগোতে লাগলাম। মদন অপেক্ষা করতে লাগল ভাটজি ও বাকি মালবাহকদের জন্য। আমাদের শুধু বলল— 'সিধা রাস্তে পে যাইয়ে, না উপর না নীচে।' আমরা সেই মতো এগোচ্ছি। পিছনে মন্দানি শৃঙ্গ খুব সুন্দর দৃশ্যমান। কিছুদূর যাওয়ার পর ঘাস একটু কমল এবং পাথর দিয়ে সাজানো পায়ে চলা রাস্তার দেখা পেলাম।

তখন সন্ধে সাতটা বাজে। মেঘ সব নীচে নেমে গিয়েছে। আমরা যেন পৃথিবীর মাথায় দাঁড়িয়ে। আকাশ পরিষ্কার, কয়েক কোটি তারা জ্বলজ্বল করছে। দূরে নীচে উখিমঠ ও গুপ্তকাশীর অজস্র আলো দেখা যাচ্ছে। আর সামনেই বিশালাকার চৌখাম্বা দাঁড়িয়ে। দেখে তো থ। বেশিক্ষণ দাঁড়াতে পারলাম না, সোজা স্লিপিং ব্যাগে।

সাড়ে বারোটা নাগাদ একটা বাঁকে আমরা দাঁড়ালাম। সরু একটা জলের ধারা নেমে আসছে। বেশ কিছুটা জিরিয়ে নিয়ে আবার এগিয়ে চলা। পথে পড়ল ৭৫ ডিগ্রির একটা খাড়া ঢাল। পাথর-মাটি মেশানো পায়ে চলা পথ। বিশেষ কষ্ট না করেই উঠে গেলাম সবাই। পাহাড়ের বাঁক ঘুরে ঘুরে আমরা এগোচ্ছি। এদিকে মেঘও ঘন হয়ে আসছে, রোদ্দুর নেই, ঠান্ডাও লাগছে। ঘড়িতে প্রায় দেড়টা। দুপুর আড়াইটে নাগাদ আবার এরকমই একটা বাঁকে এসে আমরা সবাই দাঁড়ালাম। প্রচণ্ড জল তেষ্টা পেয়েছে। সবার জলের বোতল প্রায় শেষ। প্রশান্ত, গুড্ডু ও প্রকাশদা বেশ খানিকটা নীচে নেমে জলের সন্ধান পেল। সবাই বোতল নিয়ে জল ভরল। স্থির হল মালবাহকরা আসুক, তারপর আমরা এগোব। হঠাৎ দেখি বরফ পড়তে শুরু করেছে। প্রথমে ছোট ছোট পুঁতির মতো। ততক্ষণে ভাটজি ও মালবাহকরা এসে পৌঁছে গেল। কিচেন শিট ও যে যার রেনকোট বার করে ঢেকে বসল। কেউ কেউ ছাতাও খুলে ফেলল। এগুলো এই প্রথম কাজে লাগল। ইতিমধ্যে কিচেন শিটের নীচে মালবাহকরা বসে চা বানিয়ে ফেলেছে। বরফ তখন ছোট ছোট পুঁতি থেকে ক্ষয়ে যাওয়া ন্যাপথলিন বলের আকারের মতো বড় হয়ে আঝোরে পড়ছে। একটাই কামনা, যেন স্নো-ফ্লেক্স না পড়ে। স্নো-ফ্লেক্স হওয়া মানে অনেকক্ষণ বরফ পড়বে। বিকেল চারটে নাগাদ বরফ পড়া অনেকটা কমে এল। ঠিক হল, এইখানেই ক্যাম্প করা হবে।

এই জায়গাটার নাম ধনরাশি। সামনে একটা সবুজ ঘাসের ছোট জায়গা আছে, সেখানে দুটো ভাঙা অস্থায়ী কুটির। ওগুলো নিশ্চয়ই বকরিওয়ালারা ব্যবহার করেছিল কোনও সময়। ছোট জলের ধারা আছে একটু নীচে। তাঁবু ঠিক করতে বেশ খানিকটা সময় লেগে গেল। আকাশে মেঘ তখনও ঘন। বেশ ঠান্ডা লাগছিল। আস্তে আস্তে তাঁবুতে বসে আমরা সন্ধ্যার অপেক্ষা করতে লাগলাম। ভাত, ডাল, নিউট্রেলা-আলু-পাঁপড়ের তরকারি খেয়ে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লাম।

১৮ অক্টোবর, ভোর সাড়ে পাঁচটায় যথারীতি মদন ও শিশপাল চা নিয়ে হাজির। সূর্যের আলোও তাঁবুতে এসে পড়ল। বাইরে বেরিয়ে দেখি যে দিকটা খোলা সেটাই পূর্বদিক। আকাশ মোটামুটি ঝকঝকে। গতকালের বরফ পড়ে একটা মোটা আস্তরণ তৈরি হয়েছে। রোদ পোহাতেই বাইরে বেরনো। পূর্বদিকে মুখ করলে বাঁদিকেই দেখা যাচ্ছে আমাদের আজকের রাস্তা। দূরে অনেক উঁচুতে দুটো পাহাড়ের বড় রিজ এসে একটা জায়গায় ঠেকে গিয়ে তুলনামূলক একটু নিচু অন্তর্বর্তী স্থান তৈরি হয়েছে। ওটাই নাকি আমাদের পার হতে হবে।

প্রাতরাশ হল রুটি ও মধু দিয়ে। সাতটার

একটু পরেই এক এক করে সবাই বেরিয়ে পড়লাম, সঙ্গে ভাটজি। বাকি মালবাহকরা ক্যাম্প গুটিয়ে পিছনে আসবে। ইঞ্চি-দেড়েক বরফের আস্তরণের ওপর দিয়ে আমরা হেঁটে উঠতে লাগলাম। পায়ে চলার একটা সরু রেখা-রাস্তা আছে বটে। পাহাড়ের ধার দিয়ে জিগ-জ্যাগ করতে করতে আধঘণ্টার মধ্যে একটা বেশ বড় চাতালে উঠে এলাম। এই জায়গাটার নাম কুলওয়ানি। ক্যাম্প করার চিহ্ন স্পষ্ট, ছোট একটা সরোবরও আছে। তাতে জল আসার রাস্তা বা রেখাও আছে। কিন্তু সবই শুকনো। কোথাও জল নেই। ভাটজি বলেই দিয়েছে, থৌলি বুগিয়াল-এর আগে কোথাও জল পাওয়া যাবে না। ওখানেও পাওয়া যাবে কিনা সে পুরোপুরি নিশ্চিত নয়।

কুলওয়ানি থেকে পিছনের দৃশ্যপট দেখলে অদ্ভুত লাগে। পিছনে কেদার, সুমেরু দেখা যাচ্ছে। তবে একটু দূরে ডানদিকে মন্দানি শৃঙ্গ একটু ঢাকতে শুরু করেছে। আদর্শ ক্যাম্পিং সাইট। একটু দাঁড়িয়ে আবার হাঁটা শুরু। এবারে আস্তে আস্তে ওপরদিকে ওঠা। কিছুক্ষণ ওঠার পর পরই দম নিতে হচ্ছে। পাতলা একটা বরফের আস্তরণ সর্বত্র। অতঃপর উঠে এলাম এমন একটা জায়গায় যে দেখলেই বোঝা যায় এখানে একটা বেশ বড় জলাধার আছে। এখন জল নেই। কিন্তু প্রচুর বোল্ডার পড়ে আছে। সামনেই আরও ওপরে দেখা যাচ্ছে দোয়ারা খাল। এই খালটা আমাদের পেরতে হবে। এবারে উঠতে হবে প্রায় পঞ্চাশ-ষাট ডিগ্রি ঘাসের ঢাল বেয়ে। তার আগে একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা সেদ্ধ আলু খেয়ে নিলাম। বেশ কিছুক্ষণ চলার রসদ পেয়ে গেলাম। এবার ওই শুকনো সরোবরটা পেরিয়ে আমরা পাহাড়ের ডানদিক দিয়ে সারিবদ্ধভাবে উঠতে শুরু করলাম। ছোট ছোট ঘাস। কিন্তু গতকালের বরফ পড়া এবং এখন রৌদ্র আসার ফলে ঢালটা একটু পিছল। উঠতে উঠতে কয়েকজন বারকয়েক পা পিছলে পড়ল। এখানে গুল্টু সবার আগে উঠছে। পিছনেই আমি। ওপর থেকে নীচে বা পিছনে তাকালে অদ্ভুত লাগছে। পুরো উপত্যকাটা যেন আমাদের নীচে এবং শৃঙ্গগুলির সঙ্গে যেন চোখাচোখি হচ্ছে। নীচ থেকে পিঁপড়ের সারির মতো সবাই উঠছে। শেষ কুড়ি মিটার বেশ খাড়াই ও একটু কষ্টকর ওঠা। এতক্ষণ ঘাসের ওপর দিয়ে উঠছিলাম। এবার বোল্ডার। এক দঙ্গল বোল্ডারের এ-পাশ ও-পাশ, এ-খাঁজ ও-খাঁজ দিয়ে উঠে এলাম দোয়ারা খালে।

বাঁদিকে অর্থাৎ উত্তরদিকে ডোবরা খাল ধার ও ডানদিকে অর্থাৎ দক্ষিণদিকে চোপারগল্লা ধার— এই দুই ধার বা রিজ-এর অন্তর্বর্তী সব থেকে নিচু জায়গাটাই দোয়ারা খাল (১৩,৬৫৬ ফুট)। একে একে সবাই উঠে এল। খালের ওপরে এত কম জায়গা যে ডানদিকে বোল্ডারের

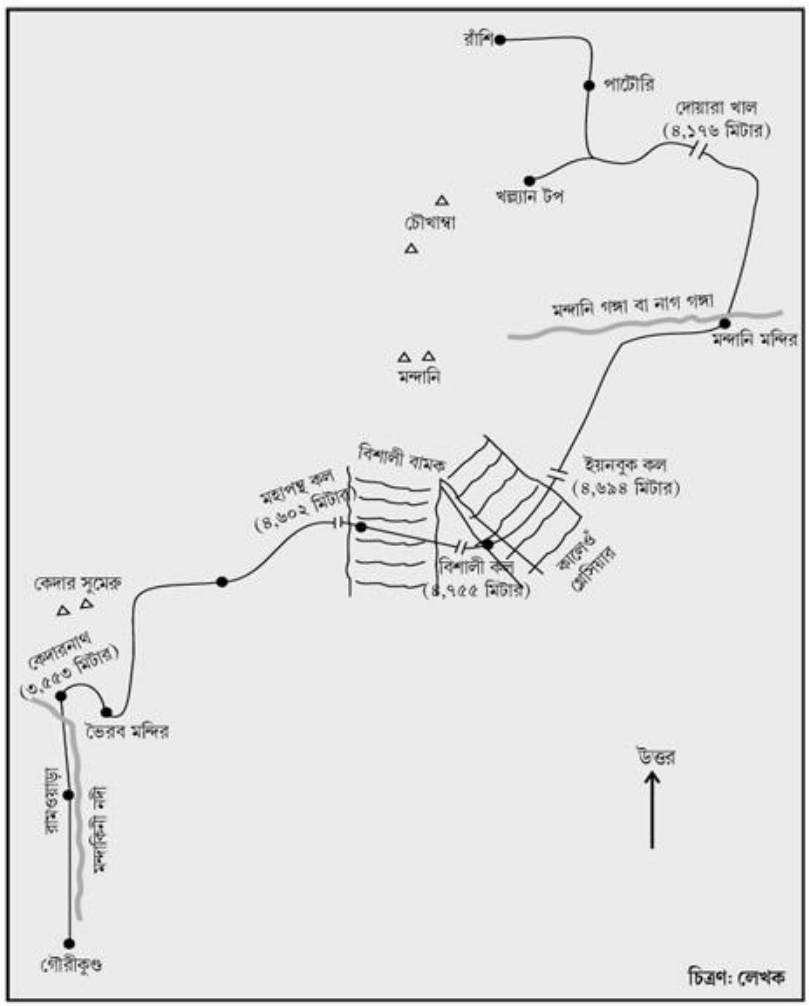

চিত্রণ: লেখক

ওপর সবাই বসে একটু বিশ্রাম নিয়ে নিল। কিছু ছবি নেওয়া হল। এবার আমাদের ডানদিকে অনেক নীচে দেখা যাচ্ছে কিছু বসতি বা গ্রাম। ভাটজি বলল, ওখানেই আশপাশে উখিমঠ বা গুপ্তকাশী। কিন্তু সেখানে পৌঁছনোর পথ দেখে আতঙ্কিত হলাম।

হাঁটা শুরু, গতি গেল কমে। ছবিও তুলতে হচ্ছে। পাথর বা ঘাসে বরফ পড়ে আছে, কিন্তু রোদ পড়ায় সেটা আরও বিপজ্জনক। পুরো বরফে মোড়া থাকলেও না হয় হত। ধীরে ধীরে নীচে নামছি। কিন্তু যে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি সেটাকে রাস্তা না বলাই ভালো। একের-পর-এক বাঁক পেরচ্ছি, কখনও পাথরের সিঁড়ির মতো সরু জায়গা দিয়ে নীচে নেমে আসতে হচ্ছে। কিছুক্ষণ পরে একটা নিচু পাহাড়ের টপ-রিজ ধরে হাঁটছি, ডানদিক এবং বাঁদিক উন্মুক্ত, বাঁদিকে মেঘের আড়ালে বোঝা যাচ্ছে হাতের নাগালেই রয়েছে চৌখাম্বা শৃঙ্গ। পশ্চিমদিক এবং উত্তরদিক মেঘে ঢেকে রয়েছে। পশ্চিমদিকে দোয়ারা খাল বেশ খানিকটা উঁচুতে দেখে অবাকও লাগছে এই ভেবে যে ওখান দিয়ে এই ঘণ্টাদেড়েক আগেও আমরা হেঁটে এসেছি। সারা রাস্তায় এখনও পর্যন্ত কোথাও খাবার জল পাইনি, তাই আজ আমাদের ভরসা নিজেদের বোতলের জল এবং গ্লুকোজ। মাঝে মাঝেই একটোক জল ও একটু গ্লুকোজ মুখে দিচ্ছি আমরা সবাই। আমাদের খুবই কাছে চৌখাম্বার মতো এত বড় একটা শৃঙ্গ দাঁড়িয়ে, তবু কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। সব মেঘে ঢাকা। এভাবে এগোতে এগোতে কখন যে একটা বুগিয়ালের মাঝে এসে পড়লাম বুঝতেই পারলাম না। একটা সবুজ ছোট ঘাসের পাহাড়ি ঢাল। বকরিওয়ালাদের আস্তানার চিহ্ন রয়েছে। এই বুগিয়ালটার নাম থৌলি বুগিয়াল (১২,৭৫৬ ফুট)। বেশ সুন্দর ক্যাম্পিং সাইট।

ভাটজি শিশপাল ও একজন মালবাহককে পাঠাল জল নিয়ে আসার জন্য। ওরা তরতরিয়ে নীচে নেমে গেল। ওরা জানে কোথায় জল পাওয়া যাবে। সবাই স্যাক নামিয়ে একটু জিরিয়ে নিল এবং ছোলা-মটর সেদ্ধ খাওয়া হল।

অনেকক্ষণ ধরেই আমার মাথায় একটা উদ্ভট ইচ্ছে ঘুরপাক খাচ্ছিল। শেষে সকলের সামনে বলেই ফেললাম যে— আমি ও কোনও এক

পোর্টার একটা তাঁবু নিয়ে খল্ল্যান টপ বলে যে একটা জায়গা আছে সেখানে চলে যাই। রাত কাটিয়ে, পরদিন বাকি সদস্যদের কোথাও ধরে ফেলব। দলনেতা রাজি হল। আমার সঙ্গে ভাটজি যাবে ঠিক হল। একটা তাঁবু, একটা স্টোভ, কুকার, কেরোসিন, চা, চিনি, দুধ, চাল, ডাল ইত্যাদি প্যাকিং হয়ে গেল ওই থৌলি বুগিয়ালেই।

বেশ কিছুদূর হাঁটার পর আমাদের রাস্তা আলাদা হয়ে গেল। আমরা দুজন ওপরে উঠতে লাগলাম পাহাড়ের ঢাল বেয়ে, আর ওরা সবাই পাহাড়ের গা দিয়ে যেমন যাচ্ছিল তেমন চলে গেল। ওরা আজ যে জায়গায় পৌঁছবে সেটা বেশ দূরে ডানদিকে একটা বাঁকে, মানে আরও ঘণ্টা দুয়েক কি আড়াই এভাবেই যেতে হবে ওদের। আমি আর ভাটজি ঘাস ও কখনও দুয়েকটা বোল্ডারের ঢাল বেয়ে ওপরে উঠছি তো উঠছিই। স্যাক ও অন্যান্য জিনিসগুলো পিঠে বেশ ভারি লাগছে। ভাটজিরও পিঠ ও দুই হাতেই মালপত্র। পিছনে ফিরে তাকালেই মনে হচ্ছে এই বোধহয় গড়িয়ে নীচে পড়ে যাব। নীচে ওরা যে কোথা দিয়ে যাচ্ছে খুঁজেই পাওয়া গেল না। প্রায় আধঘণ্টা পর আমরা একটা ধারে উঠে এলাম। এবার ঢেউ খেলানো ধার দিয়ে ভাটজি ও আমি যাচ্ছি। বাঁদিক ডানদিক দুদিকেই ঢাল। কিছুটা দূর যাওয়ার পর ভাটজি বাঁদিকের ঢাল দিয়ে আড়াআড়ি যেতে লাগল। আমিও তার পিছন পিছন। ঘণ্টাখানেক এভাবে চলার পর একটা আরও উঁচু জায়গায় এলাম। একটু সমতল। এবং ডানদিক-বাঁদিক দুটো দিকই উন্মুক্ত। ভাটজি দেখাল দূরে নীচে খল্ল্যান টপ বা ছোট বুগিয়াল। আমরা তো অনেক ওপরে।

বাঁদিকে নীচে দূরে দেখা যাচ্ছে গোন্দারপঙ্গির গভীর জঙ্গল, আর ডানদিকে বহু বহু দূরে উখিমঠ, গুপ্তকাশী গ্রাম। বাঁদিকে সামনেই চৌখাম্বার পাদদেশ, কাচনি খালের জায়গা। ডানদিকে অনেক নীচে দেখা যাচ্ছে বুঢ়া মদমহেশ্বরের ছোট্ট বুগিয়ালটা। এখানেই তাঁবু লাগানো হল। বাইরে বসে সূর্যাস্তের অপেক্ষা করছি। আকাশটা লাল হয়েছে বটে কিন্তু চারদিক এত মেঘে ঢাকা যে, কোথাও কিছুই দেখা যাচ্ছে না। ভাটজি পাথরটার আড়ালে বসে, কাঠ দিয়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন জ্বালাল, এবং প্রথমেই বেশ খানিকটা চা বানাল। বাইরে বসে চা খেতে খেতে কত আড্ডা। ক্রমে সন্ধ্যা নামল। ভাটজি বলল চাল-ডাল তো আছেই। খিচুড়ি বানানো যাক। আচার দিয়ে খেয়ে নেওয়া যাবে। আমি তাঁবুর ভেতরটা ততক্ষণে গুছিয়ে নিলাম। ম্যাট ও স্লিপিং ব্যাগ খুলে একটু গোছগাছ করতেই কুকারের সিটির আওয়াজ পেলাম। আমরা ওই ঠান্ডায় বাইরেই খাব ঠিক করলাম। কিন্তু বাইরে বেরিয়ে চমকে গেলাম। তখন সন্ধে সাতটা বাজে। মেঘ সব নীচে নেমে গিয়েছে। আমরা যেন পৃথিবীর মাথায় দাঁড়িয়ে। আকাশ পরিষ্কার, কয়েক কোটি তারা জ্বলজ্বল করছে। দূরে নীচে উখিমঠ ও গুপ্তকাশীর অজস্র আলো দেখা যাচ্ছে। আর সামনেই বিশালাকার চৌখাম্বা দাঁড়িয়ে। দেখে তো থ। বেশিক্ষণ দাঁড়াতে পারলাম না, সোজা স্লিপিং ব্যাগে।

রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। টর্চ জ্বাললাম, হাতে ঘড়ি ছিল। তখন রাত দেড়টা। ধড়মড় করে উঠে, তাঁবুর বাইরে মুখ বার করতেই দেখি সামনে বিশাল চৌখাম্বা ও অন্যান্য শৃঙ্গ দাঁড়িয়ে, তার পিছন থেকে চাঁদ সবে উঠেছে। কালো আকাশে কোটি কোটি তারা জ্বলজ্বল করছে। বেশিক্ষণ মুখ বার করে রাখতে পারলাম না। আরও ঘণ্টাখানেক বাদে না হয় বেরিয়ে ছবি তোলা যাবে। আবার স্লিপিং ব্যাগে। কিন্তু ঘুম এল না। প্রায় সওয়া দুটোয় একেবারে টর্চ, ক্যামেরা-স্ট্যান্ড ও ক্যামেরা নিয়ে বেরলাম। গ্লাভস পরেও মনে হচ্ছে হাত-পায়ের আঙুল কেটে যাচ্ছে। কিন্তু চাঁদের আলোয় আলোকিত দিগন্ত জুড়ে শৃঙ্গ দেখে চোখ ও মন ভরে গেল। প্রায় চল্লিশ মিনিট ধরে চলল চন্দ্রালোকিত চৌখাম্বার চিত্রগ্রহণ। আবার ভোর পৌনে ছটা নাগাদ সূর্যোদয়ের ছবি তুলতে হবে। অগত্যা, আবার একটু ঘুমিয়ে নেওয়া গেল।

ভোর পৌনে ছটা নাগাদ ঘুম ভাঙল বেশ কিছু অচেনা পাখির ডাকে। বাইরে বেরিয়ে দেখি আকাশে লালচে ভাব এসেছে। ক্যামেরা সেট করে অপেক্ষা করতে লাগলাম, চৌখাম্বার তিনটে খাম্বা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, একটা খাম্বা শুধু উল্টোদিকে ঢাকা রয়েছে। ছটা নাগাদ চৌখাম্বার মাথায় লালচে আলো এসে পড়ল। আমার ক্যামেরার শাটারও পড়তে লাগল। অনেক ছবি তুললাম। সূর্য যখন পুরোপুরি সাদা রঙের আলো ছড়িয়ে দিল, অর্থাৎ প্রায় পৌনে সাতটা নাগাদ ভাটজি তাঁবু থেকে বেরিয়ে আগে চা বানাতে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই চা নিয়ে এসে ভাটজি দেখিয়ে দিল কোথায় তুঙ্গনাথ ও চন্দ্রশিলা। সামনে কাচনি খাল, বুঢ়ামদমহেশ্বর দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার। ওখান দিয়েই কোথাও পানপাতিয়ার রাস্তা। প্রায় সাড়ে সাতটায় ভাটজি তাঁবু গোটাতে বলল। জায়গাটা রোদ পড়ে বেশ আরামদায়ক লাগছে। তাঁবু খুলে সব গোছানো হল। আজ সারাদিনে আমাদের কাছে খাবার বলতে কয়েক প্যাকেট বিস্কুট ও চা, চিনি, দুধ। প্রায় আটটা নাগাদ উল্টোদিকের ঘাসের ঢাল বেয়ে নামা শুরু হল।

অত্যন্ত সতর্ক হয়ে নামছি। অনেক নীচে নামতে হবে। হাঁটুর বেশ জোর লাগছে। ওয়াকিং স্টিকটা বেশ কাজে আসছে। এভাবেই নামতে নামতে একটা পাহাড়ের ঢাল ধরে প্রায় সওয়া দু-ঘণ্টায় পৌঁছলাম পাটোড়ি। এই পাটোড়িতেই আমাদের সদস্যরা গত রাতে ক্যাম্প করেছিল। তার চিহ্ন আমরা পৌঁছে পেলাম। খুব খিদে পেয়ে গিয়েছে। এক প্যাকেট বিস্কুট খেয়ে নিলাম। জল খেয়ে আবার হাঁটা শুরু। কর্কশ ডাকে দুটো পাখি উড়ে গেল। ভাটজি বলল— 'মোনাল।' এবারে পুরোটাই জঙ্গলের মধ্য দিয়ে ওপর-নীচ করে যাওয়া। মাঝে মাঝে বিশ্রাম নেওয়া। প্রায় দুপুর একটার সময় আমরা পৌঁছলাম কানারা উডিয়ার (৮,৯৭০ ফুট)। একটা বিশাল বড় পাথরের ধারে অস্থায়ী থাকার মতো জায়গা বা গুহা। ভাটজি ওখানেই স্টোভ জ্বেলে চা বানাল। দু মগ চা খেয়ে কিছুটা ধাতস্থ হলাম। নীচে নেমে আসার ফলে এবার গরম লাগতে শুরু করেছে। আমরা দুজন এত দ্রুত নামছি, ওটাকে হাঁটা না বলে প্রায় ছোটাই বলে। জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে হাঁটা। তবে এখানে পরিষ্কার যাতায়াতের রাস্তা বানানো আছে। এদিক-ওদিকে নানা গাছ। মাঝে মাঝে একটু ফাঁক। আমরা নেমে যাচ্ছি তো যাচ্ছিই। দুপুর তিনটে নাগাদ এসে পৌঁছলাম একটা বেশ বড় বুগিয়ালে। নাম কানারা বুগিয়াল। ওই বুগিয়াল থেকে পাথর বাঁধানো রাস্তা দিয়ে এঁকেবেঁকে নামতে নামতে প্রথমে কতগুলো বাচ্চার সঙ্গে দেখা হতেই দুটো প্রশ্ন করলাম: রাঁশি গ্রাম কতদূর ও আগের সদস্যরা কতক্ষণ আগে গিয়েছে। ওরা বলল কিছুক্ষণ আগে গিয়েছে। একটা বাঁকের মুখে নীচে রাঁশি গ্রামকে দেখতে পেলাম। আরও কিছুটা নামার পর দেখি মদন, সুশান্ত, শর্মিষ্ঠা হাঁটছে। দ্রুত পা চালিয়ে ওদের ধরে ফেললাম। একটু আগেই আছে বাকি সদস্যরা। জানা গেল ওরা গতকাল অন্ধকারে টর্চ জ্বেলে পাটোরি ক্যাম্পে পৌঁছেছিল ওই বিপজ্জনক রাস্তা দিয়ে। আর গতকাল থেকেই প্রশান্ত চটি পরে হেঁটে এসেছে। ওর জুতোর সোল খুলে গিয়েছে।

বিকাল চারটে নাগাদ, রামদানার খেতের পাশ দিয়ে, গ্রামের এ-বাড়ি ও-বাড়ির পাশ দিয়ে, নামতে নামতে, দূরে নীচে দেখা গেল রাঁশি গ্রামের মন্দির। ভাটজির বাড়িও চিনিয়ে দিল শিশপাল। গ্রামে ঢুকে বোঝা গেল আমাদের গাইড ভাটজি, যার পুরো নাম ঈশ্বরীপ্রসাদ ভাট, সে কত সুপরিচিত। এই ভাটজির বাবার সঙ্গেই বিখ্যাত পরিব্রাজক উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এই অঞ্চলে ঘুরেছেন এবং ভাটজির বাড়িতে থেকেও গিয়েছেন।

আমাদের অভ্যর্থনা জানানো হল গরম দুধ ও খেত থেকে তোলা ভুট্টা সেঁকা দিয়ে। অবশেষে আমাদের দড়িদড়া ছাড়া পায়ে হেঁটে অভিযানের পরিসমাপ্তি ঘটল। ভাটজির ডেরায় রাতটা কাটিয়ে পরদিন সকালবেলা দু'কিলোমিটার হেঁটে উনিয়ানা এসে বাস ধরে সোজা হরিদ্বার।

যাঁরা মন্দানি উপত্যকায় অভিযান করার কথা ভাববেন তাঁরা চাইলে আমাদের গাইড ঈশ্বরীপ্রসাদ ভাট (০৯৫৬৮৩-৭১৫৮৬)-এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।

একনজরে ছয় ভ্রমণ

✓ পউরি ✓ গুরুদোংমার ✓ গণপতিপুলে ✓ বারগি ✓ পাওয়াগড় ✓ নন্দী হিলস

	পউরি	গুরুদোংমার	গণপতিপুলে
কেন যাবেন	গাড়োয়াল হিমালয়ে ১,৮১৪ মিটার উচ্চতায় ওক, দেওদার ও পাইন গাছে ছাওয়া পাহাড়ি শহর পউরি। মূল শহর থেকে ২ কিলোমিটার দূরে কাণ্ডোলিয়া দেবমন্দির। এখান থেকে বন্দরপুচ্ছ, স্বর্গারোহিণী, থলয়সাগর, চৌখাম্বা, হাতিপর্বত, ত্রিশূল, নন্দাদেবীর রূপ দেখে চোখ জুড়িয়ে যাবে। পাখির চোখে পউরি শহরের দৃশ্যাবলি দেখে মুগ্ধ হতে হবে। দেখে আসতে পারেন ৩ কিলোমিটার দূরে কল্পেশ্বর মহাদেবের মন্দির। এখান থেকেও হিমালয়ের শোভা দেখে মন ভরে যাবে।	উত্তর সিকিমের ১৭,৮০০ ফুট উচ্চতায় গুরুদোংমার হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের কাছে অত্যন্ত পবিত্র এক সরোবর। সরোবরের জলে তুষারাবৃত পাহাড়ের প্রতিফলন মুগ্ধ করে। স্বচ্ছ জলে ভেসে বেড়ায় প্রচুর পরিযায়ী পাখি। সরোবরের জলের রং কোথাও নীলচে, কোথাও বা দুধসাদা। লাচেন থেকে খুব ভোরে বেরিয়ে গুরুদোংমার দেখে দুপুরের মধ্যে ফিরে আসা উচিত হবে। গুরুদোংমার ভ্রমণের জন্য অনুমতির প্রয়োজন হয়। পরিচয়পত্রের জেরক্স ও দু'কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি নিয়ে আবেদন করতে হয়। গ্যাংটকের হোটেলে বলে অনুমতি যোগাড় করে নিতে পারেন।	মহারাষ্ট্রের রত্নগিরি জেলার মনোরম সাগরবেলা গণপতিপুলে। বেলাভূমি জুড়ে বিস্তৃত ঝাউবনের সারি। সাগরবেলার ধারেই রয়েছে গণপতি মন্দির। জোয়ারের সময় সাগরের ঢেউ চলে আসে মন্দিরের একদম সামনে। মন্দিরের পিছনে অনুচ্চ টিলা। গণপতিপুলে সাগরবেলা সমুদ্রস্নানের পক্ষে আদর্শ। ঘুরে আসতে পারেন ২০ কিলোমিটার দূরবর্তী জয়গড় কেল্লা। জয়গড় যাওয়ার পথে দেখে নিতে পারেন পাহাড়ের কোলে কাহ্লাটেশ্বর মন্দির। মন্দিরের নীচে অশান্ত আরবসাগর। জয়গড় কেল্লা থেকেই দেখা যায় আরবসাগরের বুকে সঙ্গমেশ্বর নদীর সঙ্গম।
কীভাবে যাবেন	পউরির নিকটতম রেলস্টেশন কোটদ্বার। হাওড়া থেকে কোটদ্বার যায় ১৩০০৯ দুন এক্সপ্রেস, ট্রেনটি প্রতিদিন রাত ৮টা ৩৫ মিনিটে হাওড়া থেকে ছেড়ে তৃতীয়দিন ভোর ৫টা ৫৫ মিনিটে কোটদ্বার পৌঁছয়। কোটদ্বার থেকে পউরির দূরত্ব ১০৮ কিলোমিটার। পথ গিয়েছে অপর শৈলশহর ল্যান্সডাউন হয়ে। কোটদ্বার থেকে ল্যান্সডাউনের দূরত্ব ৩৭ কিলোমিটার, ল্যান্সডাউন থেকে পউরি ৭১ কিলোমিটার।	শিয়ালদা থেকে নিউ জলপাইগুড়ি যায় ১২৩৪৩ দার্জিলিং মেল, ১৫৬৫৭ কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস, ১৩১৪৯ কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস, ১৩১৪১ তিস্তাতোর্সা এক্সপ্রেস, ১৩১৪৭ উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস ছাড়াও নানা ট্রেন। নিউ জলপাইগুড়ি থেকে গাড়িতে বা শিলিগুড়ি থেকে বাসে পৌঁছন গ্যাংটক। গ্যাংটক থেকে প্যাকেজ ট্যুরেই দেখে আসতে হবে গুরুদোংমার। গ্যাংটক থেকে গুরুদোংমার ১৮৬ কিলোমিটার।	গণপতিপুলে যেতে হলে মুম্বই, রত্নগিরি হয়ে যেতে হবে। হাওড়া থেকে মুম্বই যায় ১২৮৬০ গীতাঞ্জলি এক্সপ্রেস, ১২৮১০ মুম্বই মেল, ১২৩২১ মুম্বই মেল। মুম্বই সি এস টি থেকে রত্নগিরি যায় ১০১০৩ মান্ডভি এক্সপ্রেস, ১২০৫১ জনশতাব্দী এক্সপ্রেস, ১০১১১ কোঙ্কনকন্যা এক্সপ্রেস। রত্নগিরি থেকে গণপতিপুলের দূরত্ব ৪৫ কিলোমিটার। মুম্বই থেকে সরাসরি বাসেও গণপতিপুলে পৌঁছতে পরেন। দূরত্ব ৩৭৫ কিলোমিটার।
কোথায় থাকবেন	গাড়োয়াল মণ্ডল বিকাশ নিগমের ট্যুরিস্ট রেস্টহাউস (☎০১৩৬৮-২২২৩৫৯) সাধারণ দ্বিশয্যা ঘরের ভাড়া ৪৫০ টাকা, ইকনমি ঘরের ভাড়া ৭০০ টাকা, ডিলাক্স ঘরের ভাড়া ৯০০ টাকা, সুপার ডিলাক্স ঘরের ভাড়া ১,৫০০ টাকা (১ মে থেকে ভাড়া বেড়ে যাবে)। প্রাইভেট হোটেল: হোটেল সান এন স্নো, ভাড়া ৬০০-১,২০০ টাকা। হোটেল বিস্ট, ভাড়া ৬০০-৮৫০ টাকা। কলকাতা বুকিং: ☎৯৪৩৩৮-১৩৬৭৮। হোটেল শিবালিক (কলকাতা বুকিং: ☎৯৮০৪৯-৭৯৪১৪), ভাড়া ৭৫০-১,০৫০ টাকা। মুমুখ্যু রিসর্ট (০৯৮১১৫-৫৬০১৫), ভাড়া ২,৯৫৫-৩,৩৫৫ টাকা।	গ্যাংটকে রয়েছে প্রচুর বেসরকারি হোটেল। হোটেল ওরিয়েন্টাল (☎২২১১৮০/৮১), ভাড়া ২,৮০০-৩,৫৫০ টাকা। হোটেল তাশি ডেলেক (☎২০২৯৯১), ভাড়া ৩,৩৭৫-৫,৭৫০ টাকা। কাঞ্চন রেসিডেন্সি, ভাড়া ৬০০-১,২০০ টাকা। মাউন্ট জোপুনো, ভাড়া ১,২০০-১,৫০০ টাকা, (কলকাতা বুকিং: ☎৯৮৩৬৪-৬৪৬৩২)। সানি গেস্টহাউস, ভাড়া ১,৫০০-২,৮০০ টাকা (কলকাতা বুকিং: ☎২২১২-৪০৯০)। হোটেল উডল্যান্ড (কলকাতা বুকিং: ☎৯৫৪৭৩-০৮৪৪৬), ভাড়া ৮০০-১,২০০ টাকা। হোটেল জামদেন (☎২০৪৯৯৭), ভাড়া ৮০০-১,৫০০ টাকা।	মহারাষ্ট্র পর্যটনের হলিডে রিসর্ট (☎০২৩৫৭২-৩৫২৪৮), দ্বিশয্যা ঘরের ভাড়া ১,৭০০ টাকা থেকে শুরু। প্রাইভেট হোটেল: হোটেল দুরভাঙ্কুর (☎২৩৫৭৬৪), ভাড়া ১,৪০০-১,৬০০ টাকা। হোটেল শ্রীসাগর (কলকাতা বুকিং: ☎৩২৬১-৮৫৫৩), ভাড়া ১,২০০-২,৪০০ টাকা। হোটেল ল্যান্ডমার্ক (☎০৯৮২০২-৪০০২৪), ভাড়া ৩,০০০-৪,০০০ টাকা। হোটেল কৃষ্ণা সি ভিউ (☎২৩৫৬৪৭/৭৪৭), ভাড়া ১,৫০০ টাকা থেকে শুরু। যোগাযোগ গেস্ট হাউস (কলকাতা বুকিং: ☎৯৮৩০০-৪৯৮৮৭), ভাড়া ৮০০-১,২০০ টাকা।
জরুরি ঠিকানা	বিশদ তথ্যের জন্য যোগাযোগ: গাড়োয়াল মণ্ডল বিকাশ নিগম মার্শাল হাউস, রুম নম্বর-২২৪, সেকেন্ড ফ্লোর ৩৩/১, এন এস রোড কলকাতা-৭০০০০১ ☎২২৩১-৫৫৫৪ **www.gmvnl.com** পউরির এস টি ডি কোড: ০১৩৬৮	বিশদ তথ্যের জন্য যোগাযোগ: সিকিম পর্যটন সিকিম কমার্স হাউস ৪/১, মিডলটন স্ট্রিট কলকাতা-৭০০ ০৭১ ☎২২৮১-৭৯০৫/৫৩২৮ **www.sikkim.gov.in** গ্যাংটকের এস টি ডি কোড: ০৩৫৯২	বিশদ তথ্যের জন্য যোগাযোগ: মহারাষ্ট্র পর্যটন উন্নয়ন নিগম এক্সপ্রেস টাওয়ার, দশম তল, নরিম্যান পয়েন্ট মুম্বই-৪০০০২১, ☎(০২২) ২২০৪-৪০৪০, **www.maharash-tratourism.gov.in** গণপতিপুলের এস টি ডি কোড: ০২৩৫৭।

	বারগি	পাওয়াগড়	নন্দী হিলস
কেন যাবেন	নর্মদার বুকে মনোরম পরিবেশে গড়ে উঠেছে বারগি জলাধার। জব্বলপুর থেকে দূরত্ব ৪০ কিলোমিটার। ১৯৭৪ সালে তৈরি বারগি জলাধারের ধারে দুয়েকদিন নিরিবিলিতে রাত্রিবাস করতে পারেন। এই জলাধারের জল থেকে বিদ্যুৎও তৈরি হয়। জলাধারের ধারে মধ্যপ্রদেশ পর্যটনের মৈকাল রিসর্টে দুটো দিন থাকতে ভালোই লাগবে। আবার মার্বেল নগরী জব্বলপুর থেকেও দিনে দিনে ঘুরে আসতে পারেন বারগি জলাধার।	শক্তিপীঠ ও ঐতিহাসিক শহর হিসেবে পাওয়াগড়ের প্রসিদ্ধি। পাওয়াগড় দুটি অংশে বিভক্ত, মাচি আর চম্পানের। এখানকার প্রধান দ্রষ্টব্য ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্য তালিকাভুক্ত জামি মসজিদ। এছাড়া দেখে নিতে পারেন প্রাচীন দুর্গ, ভোরামি মসজিদ, বড় তালাও, পরভিন মহল, নাগিদা মসজিদ, সেবন শাহ ভাভ। পাওয়াগড় ভ্রমণের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ রোপওয়ে চেপে কালিকামাতা মন্দির দর্শন করা। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা ৭৬২ মিটার। এই মন্দির ৫১ শক্তিপীঠের অন্যতম। পাহাড়ের ওপর থেকে চারপাশের দৃশ্য দেখে চোখ জুড়িয়ে যাবে। পাওয়াগড়ে যাওয়া যায় বছরভর।	বেঙ্গালুরু থেকে ৬২ কিলোমিটার দূরে নন্দী হিলস। গ্রীষ্মেও এখানে ঠান্ডার আমেজ পাওয়া যায়। এখানে দেখে নিতে পারেন টিপু সুলতানের গ্রীষ্মাবাস এবং পাহাড়ের পাদদেশে নন্দীশ্বর মন্দির। নন্দী হিলস থেকে অসাধারণ সূর্যাস্ত দেখা যায়। এখানে রয়েছে বেশ কয়েকটি ভিউপয়েন্ট। তবে এখানকার প্রধান আকর্ষণ টিপুস ড্রপ। কথিত আছে, টিপু'র রাজত্বকালে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিদের এখান থেকে খাদে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হত। কাছাকাছির মধ্যে দেখে নিতে পারেন অমৃত সরোবর, চবুতরা, নেহরু নিলয়। জ্যোৎস্না রাতে নন্দী পাহাড়ের রূপ দেখে চোখ জুড়িয়ে যাবে।
কীভাবে যাবেন	বারগির নিকটতম রেলস্টেশন জব্বলপুর। হাওড়া থেকে জব্বলপুর যায় ১২৩২১ মুম্বই মেল ভায়া এলাহাবাদ এবং ১১৪৪৮ শক্তিপুঞ্জ এক্সপ্রেস। জব্বলপুর থেকে বারগি যেতে পারেন বাসে বা গাড়িতে, দূরত্ব ৪০ কিলোমিটার।	কলকাতা থেকে পাওয়াগড় যেতে হলে হাওড়া থেকে ট্রেন ধরে নামতে হবে ভদোদরা। হাওড়া থেকে ভদোদরা যায় ১২৮৩৪ আমেদাবাদ এক্সপ্রেস, ১২৯০৬ ওখা এক্সপ্রেস, ১২৯৫০ সাঁতরাগাছি-পোরবন্দর কবিগুরু এক্সপ্রেস (রবি), ১২৯৩৮ গর্ভ এক্সপ্রেস (সোম)। ভদোদরা থেকে পাওয়াগড় যেতে পারেন বাসে বা গাড়িতে। এপথের দূরত্ব ৪৯ কিলোমিটার।	নন্দী হিলসের নিকটতম রেলস্টেশন বেঙ্গালুরু এবং যশোবন্তপুর। হাওড়া থেকে যশোবন্তপুর যায় ১২৮৬৩ যশোবন্তপুর এক্সপ্রেস এবং ১২২৪৫ যশোবন্তপুর দুরন্ত এক্সপ্রেস (মঙ্গল, বুধ, শুক্র, শনি, রবি)। যশোবন্তপুর থেকে বেঙ্গালুরুর দূরত্ব ৬ কিলোমিটার। বেঙ্গালুরু থেকে নন্দীহিলস ৬২ কিলোমিটার। এ'পথটুকু আসতে পারেন বাসে বা গাড়িতে। বাস পাবেন বেঙ্গালুরুর ম্যাজেস্টিক বাসস্ট্যান্ড থেকে।
কোথায় থাকবেন	বারগিতে রয়েছে মধ্যপ্রদেশ পর্যটনের মৈকাল রিসর্ট (কলকাতা বুকিং: ☎৩২৯৭-৯০০০), এ সি দ্বিশয্যা ঘরের ভাড়া ১,৯৯০ টাকা। জব্বলপুরে রয়েছে মধ্যপ্রদেশ পর্যটনের কালচুরি রেসিডেন্সি (কলকাতা বুকিং: ☎৩২৯৭-৯০০০), এ সি দ্বিশয্যা ঘরের ভাড়া ২,৭৯০ টাকা এবং এ সি ডিলাক্স ঘরের ভাড়া ২,৯৯০ টাকা। প্রাইভেট হোটেল: আরিহান্ত প্যালেস (কলকাতা বুকিং: ☎২২১২-৭৭১৫), ভাড়া ৮০০-১,২০০ টাকা। ব্লু মুন (কলকাতা বুকিং: ☎২২২৭-১৮৫০), ভাড়া ৮০০-২,৪০০ টাকা।	গুজরাট পর্যটনের হোটেল চম্পানের (কলকাতা বুকিং: ☎২২২৫-৪৩১৭), এ সি দ্বিশয্যা ঘরের ভাড়া ১,২০০ টাকা, সাধারণ দ্বিশয্যা ঘরের ভাড়া ৬০০ টাকা।	কর্নাটক পর্যটনের হোটেল পাইন টপ (☎০৮১৫৬২-৫০৯০৬) সাধারণ দ্বিশয্যা ঘরের ভাড়া ৫০০ টাকা।
জরুরি ঠিকানা	বিশদ তথ্যের জন্য যোগাযোগ: মধ্যপ্রদেশ পর্যটন চিত্রকূট বিল্ডিং, রুম নম্বর-৭, সিক্সথ ফ্লোর ২৩০এ, এ জে সি বোস রোড কলকাতা-৭০০০২০ ☎৩২৯৭-৯০০০ www.madhyapradeshtourism.com	বিশদ তথ্যের জন্য যোগাযোগ: গুজরাট পর্যটন ১৫, চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউ, ৫ম তল কলকাতা-৭০০ ০৭২ ☎(০৩৩) ২২২৫-৪৩১৭ www.gujarattourism.com	বিশদ তথ্যের জন্য যোগাযোগ: কর্নাটক পর্যটন নম্বর ৪৯, সেকেন্ড ফ্লোর খনিজ ভবন, রেসকোর্স রোড বেঙ্গালুরু-৫৬০০০১ ☎(০৮০) ২২২৭-৫৮৬৯ www.karnatakatourism.org

ভ্রমণবার্তা

প্যাকেজ ট্যুর

Welcome Tours & Travels

এবার পুজোয় অরুণাচল 21/10. কিন্নর 21/10. অন্ধ্র 21, 30/10. কুমায়ুন 21/10. ডুয়ার্স 21/10, 30/10, 1, 9, 16/12. হিমাচল 16/12, শিলং 30/10, 24/12. 9B Esplanade Row East, Dharmatalla Market, Kol-69, 91431-88094, 93332-10664. (কৃষ্ণনগর)।

Mercurry Tour Operator

● ভূস্বর্গ কাশ্মীরে নিজস্ব হোটেল সহ সমগ্র ভ্রমণ স্পটের হোটেল ও গাড়ি বুকিং-এর বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান। ● দেশ ও বিদেশের ভ্রমণ প্যাকেজ সহ সারা ভারতের হোটেল ও গাড়ি বুকিং করতে MTO Call: 84207-29018 & 91634-24988. www.mercurryyt.com

পরিযায়ী ট্যুরস এন ট্র্যাভেলস

নৈনিতাল ১৬/৪, ১২/৫, ২২/৫। ডুয়ার্স ২০/৪, ২/৫, ৪/৫, ১৮/৫। লাটাগুড়িতে Tuskar Den Forest Resort ও জলদাপাড়ায় tourist nest বুকিং করা হয়। সিকিম ২০/৪, ২৮/৪, ৪/৫, ১২/৫। উত্তর ভারত/হরিদ্বার ১৭/৪, ১২/৫, ২২/৫। হিমাচল প্রদেশ ৬/৪। উত্তর-পূর্ব ভারত ১২/৫, ২২/৫। সারা ভারত হোটেল বুকিংয়ের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান। 60 B, Chowringhee Rd., 4th Floor, Kol-20 (Near Rabindra Sadan Metro). (M): 99036-93756, 93310-37917. পূজা বুকিং শুরু।

SREEJANI TOURS & TRAVELS

কাশ্মীর বৈষ্ণোদেবী 19, 28/5. অরুণাচল 19, 26/5. কিন্নর 16/5, 28/5. কুমায়ুন 15/5, 27/5. গুয়াহাটি শিলং 16/5. হিমাচল 16/5. ডুয়ার্স 19, 26/5. 2417-4669, 94331-67495, 94328-96902.

কন্টিনেন্টাল-এর পুজোর প্যাকেজ

হিমাচল— Oct. 19, 23, 26, 31. নৈনিতাল— Oct. 15, 23, 25. রাজস্থান— Oct. 19, 20, 30, 31. Nov. 10 নেপাল— Oct. 20, 21, 23. Nov. 1, 2, 3. কেরালা— Oct. 15, 22, 29. Nov. 5. ভাইজ্যাগ-আরাকু— Oct. 20, 23, 25, 28, 31. Nov. 4, 10. 98315-27008, 98303-08705.

কুমায়ুনে একমাত্র বাঙালি ট্র্যাভেল এজেন্সি ও হোটেলিয়র

Nainital (2N), Jaggeswar (1N), Chaukori (1N), Munsiary (2N), Kausani (1N), Covering Almora, Patalbhubaneswar, Ranikhet, Baijnath, Bageshwar. Kol to Kol. Train-fare, fooding, Lodging. All sight seeing. DBR 9,500/- (2 sharing), DBR 8,500 (3 sharing) Child 7,300/- (5 to 10 yrs) Child 2,000/- (2 to 4 yrs). 18/5, 27/5, 19/10, 28/10, 22/12. সমগ্র কুমায়ুনে হোটেল, গাড়ি/ বাস ও Corbett সাফারি বুকিং করা হয়। SUNITI TOUR & TRAVELS, AD 287, Rabindra Pally, Kestopur, Kol-101 (M): 98301-10177, 98745-26617. www.sunititravels. com H. O. The Mall, Nainital, 05942-220402, (M) 98972-09933, 94519-45541. web: www.suniti travels.com email:little_sparrow88@yahoo.com

GLACIER-এর Summer Package (Govt. Regd.)

নেপাল-কাঠমান্ডু, পোখরা, চিতওয়ান, নাগারকোটি 10N (21/4, 5/5, 19/5) কাশ্মীর সঙ্গে বৈষ্ণোদেবী 14N (5/5, 19/5) গোয়া 7N প্রতিদিন। ভুটান-ফুন্টসিলিং, থিম্পু, পারো 9N (5/5, 19/5) Ph: 93316-13734/92308-48848. 286, B. B. Ganguly Street. Kol-12.

প্যাকেজ ট্যুর

Comfort Tours-এর সঙ্গে

সিমলা মানালি 17/5 কাশ্মীর বৈষ্ণোদেবী 5, 23/5, 30/5 পুরী 24/4, 26/5. সারা ভারত হোটেল বুকিং। পুজোর প্যাকেজ বুকিং চলছে। Rani Kuthi, Kolkata-40. 2499-7779, 90512-22808, 94333-52864. mail:comfort-@comforttours andtravels.com.

Traverse Holidays

ট্র্যাভার্সের সঙ্গে পূর্ণিমার রাতে কৈলাস মানস সরোবর যাত্রা 20/2. 14 রাত 15 দিন 75,000/- (গ্রুপে ছাড়)। 28/6, 28/7, 2/8, 26/8 (M): 99031-34347, 98302-47883. www.traverse holidays.com, info@traverseholidays.com

ট্যুর কর্পোরেশনে

কাশ্মীর বৈষ্ণোদেবী/সিমলা/কিন্নর 16, 29/5, 10/6, 16/6, 14/7, 15/8. কামাক্ষা শিলং/হরিদ্বার মুসৌরি/আরাকু 20, 27/6, 15/7, 14/8. রাজস্থান/কেরালা/মুম্বই গোয়া 14/8, 3, 19/9. আন্দামান প্রতি সপ্তাহে পুজোর বুকিং শুরু 24/4. 156A, লেনিন সরণি। 2215-8910/94333-59577.

ভবিষ্য ট্যুরস অ্যান্ড ট্র্যাভেলস

আমাদের প্যাকেজ কাশ্মীর 29/4, 25/5. হিমাচল 20/4, 23/5. নৈনিতাল 29/4, 23/5. কেদারবদ্রী 29/5, 16/6. কিন্নর-কল্পা-সাংলা 24/5, 7/6. পুরী 20/5. 4 জন হলেই যে-কোনও দিন আন্দামান, গ্যাংটক, পেলিং 21/4, 24, 30/5 (পুরী হলিডে হোম) 92306-16775.

অমরনাথ যাত্রা-2012

অমরনাথ হাঁটা- 9,750/- (হেলিকপ্টারে) -18,500/- (3, 10, 17/7), পুজোতে বৈষ্ণোদেবী/ কাশ্মীর- 11750/- (20, 30/10), ভাইজ্যাক-আরাকু- 5,500/- (23, 26/10), সিমলা-মানালি- 8,750/- (30/10) বুকিং 15/6 পর্যন্ত। সীমিত আসন। N. I. T. T.-91633-03132.

রানার ট্রাভেলস

পুরী, দীঘা, দার্জিলিং-এ হলিডে হোম। কুমায়ুন ও গাড়োয়াল, হরিদ্বার, মুসৌরি, হৃষীকেশ, যোশিমঠ, গৌরীকুণ্ড, কেদারবদ্রী, নৈনিতাল, কৌশানি, আলমোড়া, মুন্সিয়ারি, চৌকরি, চাম্বা, দেরাদুন প্যাকেজ: 15/4 16/5, 16/6, 20/10, 24/11, 21/12. 2230-5626/98310-18293.

রানার ট্রাভেলস

পুরী, দীঘা, দার্জিলিং-এ হলিডে হোম। গ্রীষ্মের হোটেল/প্যাকেজ: দার্জিলিং, কালিম্পং, লাভা, রিশপ, ডুয়ার্স, গ্যাংটক, পেলিং, ইউমথাং, গুয়াহাটি, শিলং, সিমলা, আগ্রা, কাশ্মীর, গোয়া, ভাইজ্যাগ, গোপালপুর, মন্দারমণি প্যাকেজ। 15/4 16/5, 18/10. 2230-5626/98310-18293.

Season 4
Your Trusted Humsafar

1. Silk Route (Any day) covering Pedong, Rishikhola, Aritar, Zuluk & Gangtok. 2. Virgin Darjeeling (Anyday) Covering Sangser, Selerigaon & Pedong. 3. Offbeat Darjeeling (A. d) Covering Bagora, Darjeeling and Gurashey. All Over India Govt. & Pvt. Hotel Booking: 98308-77017/4008-5690.

প্যাকেজ ট্যুর

Daffodils Travels

পুরী, Darjeeling, গ্যাংটক, পেলিং, ডুয়ার্স, দিঘা, Simla, Manali সমগ্র কাশ্মীর তথা ALL OVER INDIA HOTEL প্যাকেজ TOUR ও গাড়ি। কাশ্মীর প্যাকেজ 23/3/12, 5/4/12. 98302-86353/98300-41383.

কাশ্মীর নিয়ে চিন্তিত?

কন্টিনেন্টাল ট্র্যাভেলসের ব্যবস্থাপনায় পুজোয় প্রতিদিন ছোট-বড় গ্রুপে (কমপক্ষে চারজন) কাশ্মীর প্যাকেজ। জম্মু থেকে জম্মু স্ট্যান্ডার্ড থাকা-খাওয়া-সাইটসিয়িং সহ দিনপ্রতি খরচ ১,২৫০ টাকা মাথাপিছু। 98315-27008, 98303-08705, 98311-25446.

LINKAGE-ANDAMAN

আপনার আন্দামান ভ্রমণে (LTC/NORMAL) সেরা পরিষেবা পেতে Linkage পোর্টব্লেয়ার, হ্যাভলক, বারাটাং, ডিগলিপুর, রঙ্গত, মায়াবন্দর, জলিবয়, Three Island, Tour Programme। হোটেল ও গাড়ি বুকিংয়ের জন্য : 2265-7999, 2227-6685, 2226-4661, 98301-52169.

LINKAGE-SIKKIM

আপনার সিকিম ভ্রমণের বিশ্বস্ত সঙ্গী। কালুক, বিরুথাং, বোরং, উত্তরে, ওখরে, ভার্সে, সিল্করুট প্যাকেজ, আরিতার, লিংথাম, জুলুক, নাথাং ভ্যালি, কুপুপ। লাচেন, লাচুং, ইউমথাং, গুরুডোংমার, প্যাকেজ। হোটেল, গাড়ি ও প্যাকেজ বুকিংয়ের জন্য: 2227-6685, 98301-52169.

ডুয়ার্সের যে-কোনও জঙ্গলে

গরুমারা, জলদাপাড়া, চিলাপাতা বক্সা, জয়ন্তী, রায়মাটাং, ধূপঝোরা— ট্র্যাভার্স ট্রেকস অ্যান্ড ট্যুরস, ৯০৫১০-৩২১৯১, ৬৪১৫-২৪৯৬। ভুটান স্পেশ্যাল প্যাকেজ। traversetreks-ntours@gmail.com পুরী ও শান্তিনিকেতনে হোটেল বুকিং।

Traverse Holidays

ট্র্যাভার্সের সঙ্গে 'Old Silk Route'-এ। কোলাখাম, ঋষিখোলা, আরিতার লেক, জুলুক, কুপুপ, পুরনো বাবা মন্দির, ছাঙ্গু, গ্যাংটক— সঙ্গে সিংথাম, ইয়াং ইয়াং, শোলোপক, নামচি, রাবংলা, বোরং। 34, Rifle Range Rd, Kol-19. 99031-34347, 98302-47883.

Glacier-এর সঙ্গে শুধু জঙ্গলে Govt. Regd.

মানস ন্যাশনাল পার্ক, কাজিরাঙা ন্যাশনাল পার্ক, সাতকোশিয়া, কুলডিহা, সুন্দরবন ও ডুয়ার্সের গরুমারা, জলদাপাড়া, চাপড়ামারি, চিলাপাতা, বক্সা, জয়ন্তি, ধূপঝোড়া অ্যালিফ্যান্ট ক্যাম্প, রামসাহি রাইনো ক্যাম্প। 94333-05726/93316-13734, 92308-48848.

কনকাঞ্জলি ট্যুরিজম

মধ্যপ্রদেশ, কুমায়ুন, হরিদ্বার, দিল্লি, আগ্রা, বেনারস, হিমাচল, কাশ্মীর, গ্যাংটক, ডুয়ার্স, পুরী, দিঘা, মন্দারমণি, চাঁদিপুর, বকখালি, গোপালপুরের সঙ্গে অন্ধ্রপ্রদেশ, রাজস্থান, আন্দামান ও অরুণাচল হোটেল ও প্যাকেজ। 98304-32868. www.kanakanjalitourism.com, 7, B. B. Ganguly St.

GANGTOK, PELLING, YUMTHANG

Rabangla, Ringchingpong, Uttarey, Kolakham, Darap and North Sikkim Packages: 2262-1849/98308-50105. www.hotelatpuri.com

Voyagers Club TOURS

চলুন বেড়াই বিশ্ব দেখি!!

১৬ দিনে ইউরোপের ৯টি দেশ
লন্ডন, আমস্টারডাম, ব্রাসেলস, প্যারিস, ব্লাক ফরেস্ট, এঞ্জেল বার্গ, লুসার্ন, রাইন ফল্স, ভেনিস, পিসা, ফ্লোরেন্স, রোম, ইন্সব্রুক ও ভ্যাটিকান। ১৪/৫,১৯/৫,২৪/৬,২১/১০

চাইলে ১২ দিনে ইউরোপের ৬টি দেশ
১৯/৫,১৯/৮,১৬/৯,৩১/১০

১২ দিনে স্পেন পর্তুগাল
মাদ্রিদ, আভিলা, সালামাঙ্কা, মেরিদা, সেভিলা, কোস্টা ডেলসল, অ্যালজেসিরাস, ফিউটা, গ্রানাডা, কোরিয়া, ফাতিমা, লিসবন। ২/৯

১২ দিনে সেন্ট্রাল ইউরোপ
প্রাগ, ভিয়েনা, ব্রাতিস্লাভিয়া, বুদাপেস্ট, ক্র্যাকো, ড্রেসদেন, বার্লিন, হ্যামবার্গ। ২৫/৯

১০ দিনে অস্ট্রেলিয়া
সিডনি, কেরনস, ব্রিসবেন, গোল্ড কোস্ট ৯/৯

চাইলে অতিরিক্ত ৭দিনে নিউজিল্যান্ড

১০ দিনে জাপান হাওয়াই
টোকিও, কিওটো, হিরোসিমা ও হনলুলু। ২২/৯

৭ দিনে কেনিয়ার জলে জঙ্গলে
মাউন্ট কেনিয়া, অ্যাবারডেয়ার, লেকনাকুরু, আথোসেলি, মাসাইমারা ও নাইরোবি। ১৪/৯,৫/১১

১০ দিনে থাই মালয় সিঙ্গাপুর
ব্যাঙ্কক, পাটায়া, কুয়ালালামপুর, জেনটিং, পুত্রামায়া ও সিঙ্গাপুর। প্রতিমাসে

১০ দিনে পিরামিডের মিশর
৪ দিন নীল নদে ক্রুজ, কায়রো, লাক্সর, কারনাক, কমবো, এডফু, ফিলে, সাক্কারা, আলেকজান্দ্রিয়া,আবুসিমল।
২১/৪,২২/৯,২৩/১০,৩,২৪/১১,২২/১২

৯ দিনে প্রাচীন সভ্যতার চীন
কুনমিং, জিয়ান, বেজিং, সাংহাই ও সুঝাও। প্রতিমাসে

বছর শুরু ভয়জার্সের সাথে ঃ
- সদস্য হওয়ার সুযোগ
- ১২ কিস্তিতে টাকা জমিয়ে ১৩-র কিস্তি প্যাকেজ মূল্যে ছাড়

ভয়জার্সের বৈশাখী আড্ডা ২রা বৈশাখ (১৫ই এপ্রিল) রবিবার, ৩-৭টায় 'ভবানীপুর মল্লিক বাড়ী' ২৩, মোহিনী মোহন রোড-২০, সুহৃদ, ভ্রমণার্থী বন্ধুদের গানে কবিতায় আড্ডায় মাতিয়ে দেওয়ার আমন্ত্রণ।

52/1, Rafi Ahmed Kidwai Road, Kol-16
4A, Anil Roy Road, Kol-29
BD-2, Sector-1, Salt Lake, Kol-64
IATA
(R A K Rd. 22171460 / 2535 / 7077)
(Salt Lake: 32977364, 40670209) (A R Rd.:24659555 / 9500)

ভ্রমণবার্তা

প্যাকেজ ট্যুর

Itinerary Planner

For Gangtok, Ravangla, Pelling, Rinchenpong, Kaluk, Juluk, Uttarey, Hilley-Versay, North Sikkim, Darjeeling, Kalimpong, Lava, Loleygaon, Rishyap, Dooars, Bhutan, Himachal, Uttarakhand and Kerala-Hotel Booking and Family Package available. Contact: 98303 06159/(033)2486 0583. www.itineraryplanner.net

গ্রিন ভ্যালি

কৈলাশ মানস গাড়িতে 29/5, 27/6, 27/7 & 25/8. গ্রুপে চলুন চারধাম, কাশ্মীর, মানালি, পিণ্ডারি, সান্দাকফু, ভুটান ও আন্দামান। হোটেল বুকিং সর্বত্র। 94330-95271, 98369-54365.

CRISSCROSS TOURS & TREKS

ভুটান-নেপাল-দার্জিলিং-সিকিম-ডুয়ার্স-এ মনোরম নিশ্চিন্ত প্যাকেজ ট্যুর। প্যাকেজ ট্যুর আয়োজনে আমরা একটি ব্যতিক্রম— কারণ এই সংস্থার সঙ্গে যুক্ত সবার জন্ম-বড় হওয়া-কর্মস্থল দার্জিলিং ও নেপাল, তাই আমরাই একমাত্র পারি স্বচ্ছন্দে আপনার বাজেট ও ইচ্ছা অনুযায়ী হোটেল থেকে গাড়ি— সমস্ত রকম বুকিং করে দিতে। এছাড়াও আছে পাহাড় দর্শন/ ভ্রমণের উড়ান, বাঞ্জি জাম্প, র‍্যাফটিং নেপালে। ৩৪, রাইফেল রেঞ্জ রোড, কলকাতা-১৯। Phone: 99037-84835. Email: crisscrosstravels @gmail.com

CRISSCROSS TOURS & TREKS

একা বা সপরিবার ট্রেকিংয়ের অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা পেতে চলুন.. অন্নপূর্ণা বেস ক্যাম্প ট্রেক, ২ রাত পোখারা, সর্বমোট ১৩ রাত/১৪ দিন (কলকাতা থেকে যাত্রা শুরু করে ফিরে আসা পর্যন্ত)। কলকাতা থেকে যাত্রা শুরু ৭ মে, ২০১২ আর ২৬ অক্টোবর। সরাসরি কথা বলতে সোজা চলে আসুন আমাদের দপ্তরে— আমরা গল্প করতে ভালোবাসি। ৩৪, রাইফেল রেঞ্জ রোড, কলকাতা-১৯। Phone: 99037-84835. Email: crisscrosstravels @gmail.com

অনুপমা ট্যুর অ্যান্ড ট্র্যাভেলস, সোনারপুর

গ্রীষ্ম ও পূজা ভ্রমণসূচি: ২০১২ সিকিম-২২/৫, নেপাল-২৫/৫, ২৬/১০ ভূটান-ডুয়ার্স-২৩/১০ গুয়াহাটি-শিলং ১৮/১০ কাশ্মীর-বৈষ্ণোদেবী-৬/৬, ১৬ এবং ১৭/১০, ২৫/১০, ১১/১১ কিন্নর-কল্পা-১/১১ গুজরাট ২৩/১০ রাজস্থান-২৩/১০, ২২/১১ মুম্বই-গোয়া-২৩/১২। হোটেল ও গাড়ি বুকিং সমগ্র ভারতে: নিজস্ব হোটেল: দিঘা, পুরী এবং গ্যাংটক, দার্জিলিং। ফোন: ০৯১৬৩৯-৭৪৬৪০, ০৯৪৩২০-১৪৫৫৭। Website: www.anupamatravels.com E-mail: anupamatours@gmail.com

কৈলাস-মানস দর্শন ২০১২

কম খরচে কাঠমাণ্ডু থেকে মে-সেপ্টেম্বরের সব পূর্ণিমাতে বাসে/ল্যান্ডক্রুজারে/হেলিকপ্টারে এবং 'ভিতর পরিক্রমা' বুকিং আগে আসার ভিত্তিতে। GOOD BUSINESS TERMS FOR TRAVEL AGENCIES. Contact: EMC, A-9/107, KALYANI-741235, Cell: 80133-85522.

LINKAGE-DARJEELING AND DOOARS

দার্জিলিং, কালিম্পং, লাভা, লোলেগাঁও, রিশপ, ফালাকাটা, পেডং, সিলারি, ঋষি, মূর্তি, ঝালং, বিন্দু, গোরুমারা, লাটাগুড়ি, সুলতালেখোলা, জলদাপাড়া, জয়ন্তী, রাজাভাতখাওয়া। হোটেল গাড়ি ও প্যাকেজ বুকিং: 2227-6685, 2265-7999, 2226-4661, 98301-52169.

প্যাকেজ ট্যুর

শান্তিনিকেতন ট্যুরস অ্যান্ড ট্র্যাভেলস
উত্তরবঙ্গ ও সিকিমের সেরা ঠিকানা

দার্জিলিং, লাভা, লোলেগাঁও, রিশপ, চারখোল, পেডং, বিন্দু, ঝালং, মূর্তি, লাটাগুড়ি সহ ডুয়ার্স। গ্যাংটক, পেলিং, রিনচেনপং, উত্তরে সহ সারা ভারতের হোটেল বুকিং। প্রত্যহ ইউমথাং ও গুরুদোংমার প্যাকেজ 1,500/- থেকে 4,500/-, সুন্দরবন 1N/2D@ 2,500/-, 2N3D@3,500/-, ডিলাক্স প্যাকেজ 2N/3D@ 4,500/-. 98305-29628/99030-64928. শর্তাবলি প্রযোজ্য।

OLD SILK ROUTE

পাহাড়ি, জঙ্গল, বরফ, নদী, কাঞ্চনজঙ্ঘা সকল সৌন্দর্যের মেলবন্ধন। রেশি, আরিটার, জুলুক, থাম্বি, নাথাং, এলিফ্যান্ট লেক, কুপুপ, সিলারিগাঁও। আপনার পছন্দমতো দিনে আপনার সঙ্গে। সংস্থাটি সরকার-স্বীকৃত। Glacier Travels, 286, B. B. Ganguly St, Kol-12. 94333-05726.

Fortuneer Tours & Travels

এবার পুজোয় কাশ্মীর, হিমাচল, লে-লাদাখ, কেরালা, দক্ষিণ ভারত, নেপাল, অরুণাচল প্যাকেজ। বুকিং শুরু হয়ে গিয়েছে। প্রতিদিন সুন্দরবন, দার্জিলিং, আন্দামান, সিকিম, ভাইজ্যাক-আরাকু প্যাকেজ। AC-4, প্রফুল্লকানন, কেষ্টপুর, কোল-১০১। (033) 6536-0188/91634-40633.

SYLVAN TOURS & TRAVELS

গ্রীষ্মের প্যাকেজ

সিকিম 18/5 নেপাল 26/4, 21/5 কাশ্মীর 20/4, 18/5 সিমলা মানালি 18/5. সারা ভারত হোটেল ও প্যাকেজ, গাড়ি বুকিং: Call Sujit: 98301-56212, 94334-09706. E-mail: sylvan_tours @rediffmail.com

নিগম ট্র্যাভেল এজেন্সি

জম্মু, কাশ্মীর, হিমাচল, উত্তরাখণ্ড (গাড়োয়াল ও কুমায়ুন), রডোডেনড্রন, স্যাংচুয়ারি ও সিঙ্করুট সহ সমগ্র সিকিম, সান্দাকফু, ফালুট ও সমগ্র ডুয়ার্স। ৮-১০ জনের জন্য ইকোনমি বাজেটে যে-কোনও প্যাকেজ যে-কোনওদিন। Ph: 94333-25552 Email: nigamtravel72@gmail.com

হোটেল রিসর্ট

Eastern Tourism

দার্জিলিং, ডুয়ার্স রিশপ, গুয়াহাটি, রাবংলা, শিলং, গ্যাংটক, পেলিং, কাশ্মির, সিমলা-মানালি, পুরী, শঙ্করপুর, তাজপুর, দিঘা ও মন্দারমণির সমস্ত— সর্বত্র হোটেল বুকিং। সুন্দরবন প্যাকেজ: 91431-50273. www.easterntourism.net, Autho. Agent. Jharkhand Tourism & Orissa Tourism.

হোটেল কবীর (ডাললেক, শ্রীনগর)

কাশ্মীরের ডাল লেকের সন্নিকটে মনোরম পরিবেশে ৪৫ রুম বিশিষ্ট এই হোটেল। বাঙালি পরিচালিত বাঙালি খাবার। গুলমার্গ, শোনমার্গ যেতে হোটেল ম্যানেজার সাব্বির ন্যায্য মূল্যে সবরকম ব্যবস্থা করে দেন। বিমানে যাতায়াতকারীদের আনার ব্যবস্থা আছে। 98311-25446,, 98303-08705.

ভ্রমণবার্তা

হোটেল রিসর্ট

LINKAGE-NEPAL & BHUTAN

নেপালে-বীরগঞ্জ, কাঠমান্ডু, পোখরা, চিতওয়ান, নাগরকোট, দামন, মক্তিনাথ এবং ভুটানে-ফুন্টশোলিং, থিম্পু, পারো, পুনাখা সর্বত্র 1 Star-5 Star সব মানের হোটেল বুকিং, গাড়ি ও প্যাকেজের জন্য যোগাযোগ : 2265-7999/2227-6685, 2226-4661, 98301-52169.

LINKAGE-LADAKH

লাদাখ ভ্রমণে বহু অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আপনার সেরা গাইড। LINKAGE। লে, প্যাংগং, সোমরিরি, নুব্রা প্রতিটি জায়গায় আপনার বাজেট অনুযায়ী হোটেল, Tent, Resort, গাড়ি। Exclusive Package। বুকিংয়ের জন্য : 2266-7999, 2227-6685, 2226-4661, 98301-52169.

Citi Safari Tours Pvt. Ltd.

দেশ/বিদেশের Wild life, adventure & tourism, Hotel booking Group & Tailormade Package-এর বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান। গড়িয়াহাট জং, যশোদা ভবন। 167N, R. V. Avenue, Kol-19. 2460-6101, 90381-11199. www.citi travels.net citisafari@cititrvl.com

Dream Holidays

নিজস্ব রিসর্ট— দি ওয়াইল্ড ফ্লাওয়ার রিট্রিট (বোরং, দক্ষিণ সিকিম)। হোটেল রিনচেনপং নেস্ট (রিনচেনপং)। Dream Holidays, কমলছায়া Complex, কল্যাণপুর রোড, বারুইপুর, কাছারিবাজার। Kol-144. 98307-05512. holidays_d@yahoo.com সারা ভারতের হোটেল বুকিং করা হয়।

Kolkata Guest House (ভাইজ্যাগ)

ভাইজ্যাগের রামকৃষ্ণ বিচের থেকে হাঁটাপথে মাত্র ১ মিনিটের পথ। হোটেলে খাওয়াদাওয়াতে পুরোপুরি বাঙালিয়ানা। রুমভাড়া ৭০০-১,০০০ টাকা। আরাকু, ঋষিকোন্ডা বিচ সহ ভাইজ্যাগের অন্যান্য জায়গায় ঘোরার জন্য আপনি গাড়িও পাবেন এখানে। 98311-25446, 98303-08705।

Linkage–Himachal, Kashmir

সিমলা, মানালি, ধরমশালা, নাভি, ডালহৌসি, খাজিয়ার, সারাহান, সাংলা, ছিটকুল, কল্পা, নাকো, তাবো, কাজা, কেলং, জম্মু, কাটরা, শ্রীনগর, পহেলগাঁও, গুলমার্গ, শোনমার্গ হোটেল, গাড়ি, প্যাকেজ বুকিংয়ের জন্য: 2227-6685, 2265-7999, 2226-4661, 98301-52169.

HOTEL ZODIAC, DARJEELIGN

Colour TV, Gyser, Carpet, Restourant, with Lava, Loleygaon, Rishop, Kalimpong hotel booking & Packages: 2262-1849/ 98308-52068. www.hotelatpuri.com

Swaraj Tour & Travels

দার্জিলিংয়ে নিজস্ব হোটেল: 'হোটেল চয়েস', শিলং-এ Naimei Guest House। এছাড়া গ্যাংটক, পেলিং, রাবংলা সহ সমগ্র সিকিম, ডুয়ার্স, হিমাচল, কুমায়ুন, কাশ্মীর, লে-লাদাখ, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, অসম সহ অরুণাচল, মেঘালয়, ত্রিপুরা হোটেল ও গাড়ি বুকিংয়ের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান। ভুটান ও নেপালের আকর্ষণীয় প্যাকেজ: কাছে-দূরে— পুরী, দিঘা, মন্দারমণি, তাজপুর অথবা সুন্দরবন, চাঁদিপুর, গোপালপুর। 7A, Rani Rashmoni Road, Kol-13, 1st Floor, Room No-110, 94330-54015, 98310-84798 & 033-3020-7220.

হোটেল রিসর্ট

Linkage– কুমায়ুন ও গাড়োয়াল

নৈনিতাল, আলমোড়া, রানিখেত, করবেট, বিনসর, কৌশানি, পিথোরাগড়, চৌকরি, লোহাঘাট, মুন্সিয়ারি, হরিদ্বার, হৃষীকেশ, কেদারনাথ, বদ্রীনাথ, গুপ্তকাশী, সীতাপুর, গৌরীকুণ্ড, রুদ্রপ্রয়াগ, উখিমঠ, চোপতা, দেবপ্রয়াগ। হোটেল, গাড়ি, প্যাকেজ বুকিংয়ের জন্য: 2227-6685, 2265-7999.

NORTH EAST TRAVEL

OFFBEAT- HONEYMOON JUNGLE-ECO TOUR. 11E, DOVER LANE, KOLKATA- 29. (033)4004-5082/94745-94446.

গরমের ছুটিতে রিশপ লাভা, লোলেগাঁও, কোলাখাম, রেশি, চারখোল, কালুক, হি-বারমিওক, রিনচেনপং, ওখরে, উত্তরে, পেলিং, কানহা, বান্ধবগড়, তাড়োবা, গরুমারাহলং। ইয়ুমথাং, গ্যাংটক, শিলং, চেরাপুঞ্জি, মাওলিনন। কাজিরাঙা, কল্পা, কিন্নর, মানালি, কাশ্মীর, হানিমুনে কেরল, সিকিম, উত্তরবঙ্গের যে-কোনও জায়গা। হোটেল বুকিং ও প্যাকেজ ট্যুর। যোগাযোগ: ১১ ডোভার লেন, ফোন: 4004-5082/94745-94446.

ভিক্টোরিয়া প্যালেস (শ্রীনগর)

ডাল লেকের কাছে কাশ্মীরি ঘরানার বাগানসমেত ১৫ রুমবিশিষ্ট বাঙালি পরিচালিত হোটেল। রুমে টি ভি গিজার কার্পেট ছাড়া বিশেষত্ব হল বাঙালি খাবার। গুলমার্গ, শোনমার্গ, পহেলগাঁও, পাটনিটপ, জম্মু, কাটরাতেও হোটেল ও গাড়ি বুকিংয়ের সুবিধা। 98311-25446, 98303-08705

কনকাঞ্জলি ট্যুরিজম

নিজস্ব হোটেল নিউদিঘা Sonali bela guest house, গ্যাংটক Cannon lodge. শিলং Payel Hotel, কাজিরাঙা Santi Lodge. সারা ভারতের হোটেল, টেলরমেড প্যাকেজ। 98304-32868, www.kanakanjalitourism.com, 7 B. B. Ganguly St. (Near Lalbazar Xing).

HOTEL MUKTANGAN চাঁদিপুর

চাঁদিপুরে সি-বিচের ওপর হোটেল মুক্তাঙ্গন। অ্যাটাচড বাথ, জেনারেটর, কালার টিভি রেস্টুরেন্ট সহ। Non AC ও AC Room. Dormatory-র ব্যবস্থা আছে। চাঁদিপুর: (06782) 270027, (M) 098617-81083. কলকাতা- (033) 6533-0194/95, 99034-30911.

SUNDERBON TIGER SAFARI

নজর বিলাসবহুল রিসর্টে, বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে ১ রাত ও ২ রাতের প্যাকেজ। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা কাটান। যে-কোনও দিন ন্যূনতম ৮ জনে। 83A, Satish Mukherjee Rd, Kol-26. 98744-59647/98744-59648. www.sundarban tigersafari.com,

AAKRIT TOURISM

SONTOSHPUR MUKUNDAPUR

কাশ্মীর, লে, লাদাখ, সিমলা, কুলু, মানালি, কিন্নর-কল্পা, উত্তর ভারত, হরিদ্বার, কেদার-বদ্রী, অরুণাচল প্রদেশ, দক্ষিণ ভারত, গুয়াহাটি, কাজিরাঙা, শিলং, হায়দ্রাবাদ, ভাইজ্যাগ, আরাকু, রাজস্থান, কেরালা, কর্নাটক, তামিলনাড়ু, মুম্বই, গোয়া, অজন্তা, ইলোরা, নেপাল, আন্দামান, দার্জিলিং ডুয়ার্স ও সুন্দরবন সহ সমগ্র ভারতে প্যাকেজ ট্যুর করা হয়। Contact No :- 94333-44644, 94333-44944, 89022-22202. Email:-aakrittourism@gmail.com

Himachal Pradesh Helpline Tourism

লে-লাদাখ প্যাকেজ: 12 রাত্রি 13 দিন @ 20,000/-

কিন্নর-লাহুল-স্পিতি: 12 রাত্রি 13 দিন @ 11,000/-

ফ্যামিলি প্যাকেজ

(ন্যূনতম ৮ জন যে-কোনও দিন)

- ☐ সিমলা-মানালি—6 রাত্রি 7 দিন 7500/- @
- ☐ সিমলা-কিন্নর-মানালি—11 রাত্রি 12 দিন 9500/- @
- ☐ সিমলা-ধরমশালা-ডালহৌসি—11 রাত্রি 12 দিন 10,500/- @
- ☐ অমৃতসর-বৈষ্ণোদেবী-কাশ্মীর— 9 রাত্রি 10 দিন 9500/- @

সিমলা, কুলু, মানালি, কিন্নর-মানালি, সিমলা, মানালি, ধরমশালা, ডালহৌসি হলিডে হোম, সিমলা কালীবাড়ি—

Enquiry Cont. No. - 98166-66660

10, ম্যাল রোড, সিমলা, H P.
Ph: 0177-2802676, (M) 098160 26770
কলকাতা: "E-mail", 6, C R Avenue, 1st Floor, Room No-104, Kol-72
Ph: 32469887, 64597052
(M) 9748756954 / 9836584017

কল্যাণী ট্যুরস্ অ্যান্ড ট্রাভেলস্

13, Mahatma Gandhi Road, Kol-9
Ph: 2360-7293/8006 94337 25778

জম্মু কাশ্মীর
কাটরা, জম্মু, শ্রীনগর, লাদাখ, পহেলগাঁও, কার্গিল

হিমাচলপ্রদেশ
সিমলা, কুলু, মানালি, খাজিয়ার, ডালহৌসি, ধরমশালা, অমৃতসর

উত্তর ভারত
বেনারস, আগ্রা, হরিদ্বার, দেরাদুন, মুসৌরি, যোশিমঠ, কেদারনাথ, বদ্রীনাথ

কেরালা
ত্রিবান্দ্রম, কোভালম, অবরাল, কোচিন, মুন্নার, পেরিয়র, কোট্টায়াম

গোয়া
পানাজি, কোলভা, কালঙ্গুটে, কোলমার, মীরামার

রাজস্থান
জয়পুর, বিকানীর, যোধপুর, জয়সলমীর, মাউন্ট আবু, চিতোরগড়, উদয়পুর,

অন্ধ্রপ্রদেশ
ভাইজ্যাক, আরাকু, তিরুপতি, হায়দ্রাবাদ, জগদ্দলপুর

কুমায়ুন
নৈনিতাল, আলমোড়া, কৌশানি, রাণিক্ষেত, মুন্সিয়ারি, চৌকরি

মধ্যপ্রদেশ
খাজুরাহো, বান্ধবগড়, অমরকন্টক, ইন্দোর, উজ্জয়িনী, কানহা, ভোপাল, পাঁচমারি, জব্বলপুর

দক্ষিণ ভারত
চেন্নাই, মাদুরাই, উটি, কোদাইকানাল, কন্যাকুমারী, পন্ডিচেরী, মহীশূর, ব্যাঙ্গালোর

ওড়িশা
পুরী, চাঁদিপুর, গোপালপুর, পঞ্চলিঙ্গেশ্বর, তপ্তপানি

পশ্চিমবঙ্গ
দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, হলং, ডুয়ার্স, লাভা, লোলেগাঁও, বকখালি, সুন্দরবন, দীঘা, তাজপুর ও মন্দারমণি

নেপাল/ভুটান কাঠমান্ডু, পোখরা, চিতোয়ান, নাগরাকোট, বীরগঞ্জ, ফুন্টসোলিং

আসাম/অরুণাচল গুয়াহাটি, তেজপুর, ভালুকপঙ, কাজিরাঙা, শিলং, বমডিলা, দিরাং, তাওয়াং

সিকিম গ্যাংটক, পেলিং, রাবংলা, ইয়ুমথাং

KALYANI LODGE TARAPITH
Ph: 03461-253454
A/C. N.A/C.
500/- TO 900/-

হাওড়া
61/1, Deshpran Sashmal Road, Kadamtala, Howrah

পূজা
ট্যুরস অ্যান্ড ট্র্যাভেলস

কলকাতা
5, B B Ganguly Street, opp-President Opticals Ground Floor

www.pujatours.com
E-mail: pujatour@gmail.com
Ph: 98312 50385, 92313 52117, 6500-5106, 6567-9337

দুর্গাপুজোয় পূজার নিজস্ব স্পেশ্যাল কাশ্মীর ধামাকা

- **কাশ্মীর** 11 Days মাত্র 8,000/-
- **অমৃতসর সহ কাশ্মীর বৈষ্ণোদেবী** 14 Days মাত্র 10,500/-
  Date: 20/10, 22/10, 27/10, 30/10.

দুর্গাপুজোয় পূজার নিজস্ব স্পেশ্যাল প্যাকেজ

- **সাংলা, কল্পা** 12 Days মাত্র 9,500/-
  Date: 20/10, 28/10, 30/10.
- **রাজস্থান** 15 Days মাত্র 11,500/-
  Date: 20/10, 25/10, 30/10.
- **সমগ্র ডুয়ার্স** 6 Days মাত্র 5,000/-
  Date: 20/10, 23/10, 26/10, 30/10.

সারা ভারতে হোটেল ও রিসর্টস বুকিং মাত্র 500 থেকে 5000/-

ANY DAY ANDAMAN PACKAGE	CHEAPEST AIR TICKET BOOKING FACILITIES	ইয়ুমথাং গুরুদোংমার গ্যাংটক থেকে প্রত্যহ	পুরী দীঘা বুকিংয়ের বৃহৎ প্রতিষ্ঠান

Roofers Tourism Ltd.

নিজস্ব হোটেল

গ্যাংটক— হোটেল লাকার
দার্জিলিং— হোটেল বেলভিউ, ম্যাল
দীঘা— রুফার্স পার্ল, রোজানা গেস্টহাউস
মন্দারমণি— হীরক জয়ন্তী
তাজপুর— ব্লু লেগুন বিচ রিসর্ট
পিয়ালী— পিয়ালী আইল্যান্ড ট্যুরিস্ট লজ

প্যাকেজ

- ৩ রাত্রি ৪ দিন গ্যাংটক ৬০০০
- ৩ রাত্রি ৪ দিন দার্জিলিং ৬৫০০
- ৫ রাত্রি ৬ দিন সিল্করুট ৮০০০

NJP to NJP

এছাড়াও রয়েছে জানা অজানা Weekend spot

আমাদের ব্যবস্থাপনায় ঘুরে আসুন— **Dooars**, Darjeeling, **Silk route**, Sikkim, অজানা উত্তরবঙ্গ, কাশ্মীর, হিমাচল, গাড়োয়াল, কুমায়ুন তৎসহ সারা ভারতের হোটেল ও গাড়ি বুকিং।

33, Dr. Sundari Mohan Avenue, Kolkata-14.
Cont: (033) 2284-1066, 6499-1539, 9163835522, 9163835577, 8017607805, 9681147011

ভ্রমণবার্তা

হোটেল রিসর্ট

JELEP LA RESORT

Just 3 hrs drive from Siliguri, Pedong, a place with a combination of nature, culture & history where Kanchanjunga is at its best. Cont. jeleplaresort@hotmail.com, 90510-13713.

দিগন্ত ট্যুরস অ্যান্ড ট্র্যাভেলস (কেষ্টপুর)

দার্জিলিং, গ্যাংটক, পেলিং, লোলেগাঁও ও দিঘায় বাঙালি পরিচালিত নিজস্ব হোটেল। এছাড়া ভাইজ্যাগ/ হরিদ্বার/ রাজস্থান/ হিমাচল/ উত্তরপ্রদেশ/ তামিলনাড়ু/ কর্নাটক/ কেরালা/ মহারাষ্ট্র/ মধ্যপ্রদেশ/ কুমায়ুন/ শিলং/ গুয়াহাটি/ কাশ্মীর/ আন্দামান/ গোয়া ও পুরীতে— হোটেল, গাড়ি, প্যাকেজ ট্যুর বুকিং। সুন্দরবন প্যাকেজ। AA-33/3, Profulla Kanan (W), Kestopur, Kol-101 (Opp. S D Tower), 98049-79414/98301-33511. (033)2576-9045 E-mail: digantatour@gmail.com

গোবিন্দ রিসর্ট (পুরী)

পুরীর সমুদ্র থেকে ১ মিনিট দূরে, মার্বেলে মোড়া, বাঙালি খাবার সঙ্গে কর্মীদের আতিথেয়তা। ডবল বেড 700/- – 850/-, A. C. 1,500/-, Colour T.V, Balcony, Kol Booking-club destiny, 2228-3246, 98044-00261, 98310-39240, 98744-22811.

Eastern Travel Corporation

হোটেল বুকিং: দার্জিলিং, লাভা-লোলেগাঁও, গ্যাংটক, পেলিং, হরিদ্বার, মুসৌরি, দেরাদুন, সিমলা-মানালি, কাশ্মীর, দিল্লি, ডালহৌসি, ধরমশালা, আগ্রা, নৈনিতাল। কাছেপিঠে- পুরী, দিঘা, শঙ্করপুর, মন্দারমণি, তারাপীঠ, বকখালি, গাদিয়াড়া, দেওঘর ও সারা ভারতে। Ph: 2210-1822/98315-53609.

বশিষ্ঠ ট্র্যাভেলস (হরিদ্বার)

হরিদ্বারে বাঙালি প্রতিষ্ঠান। এখানে তাপস সরকারের পরিচালনায় বিভিন্ন বাজেটের হোটেল ও ধর্মশালা বুকিং পাবেন। গাড়োয়ালের বিভিন্ন স্থানে যেতে ছোট-বড় সবরকমের গাড়ির বন্দোবস্ত আছে। 096392-45542 (হরিদ্বার), 9903525040/9830308705.033-2212-9788.

HIUEN-TSUNG TOURS & TRAVELS

ডুয়ার্স-লাভা-কোলাখাম-পেলিং-সিমলা-কিন্নর-মানালি-কল্পা নৈনিতাল-চকৌরি-মুন্সিয়ারি-কৌশানি, আন্দামান-সুন্দরবন। হোটেল-গাড়ি ও প্যাকেজ। PH: 6500-6254, Mob: 98300-69148, 98304-40760, 309, B. B. Ganguly St. (Inside Optical), Kol-12

ডিলাইট ট্যুরস অ্যান্ড ট্র্যাভেলস

গ্রুপ অফ হোটেলস– নিউ দিঘায় 'সি বার্ড', ওল্ড দিঘায় 'বেলানিবাস', শঙ্করপুরে 'বেলানিবাস', তাজপুরে 'লেকভিউ', মন্দারমণিতে 'হোটেল মেঘা', গালুডিতে 'গালুডি রিসর্ট' ও সারা ভারতের হোটেল বুকিং 98305-23588/(033) 2231-1504, ধর্মতলা মার্কেট (Room No. 13) Kol-69.

SREEJANI TOURS & TRAVELS

জম্মু, শ্রীনগর, কাটরা, সিমলা, মানালি, হরিদ্বার, দিল্লি, আগ্রা, নৈনিতাল, কৌশানি, দার্জিলিং, গ্যাংটক, লাভা, লোলেগাঁও, রিশপ, পুরী, দিঘা, মন্দারমণি, ব্যাঙ্গালোর, মহীশূর, উটি সহ সারা ভারত হোটেল বুকিং। 2417-4669, 94331-67495, 94328-96902.

হোটেল রিসর্ট

হোটেল দার্জিলিং প্যালেস (দার্জিলিং)

দার্জিলিংয়ে ম্যালের সন্নিকটে এই হোটেলটি বাঙালি পরিচালিত বাঙালি খাবার। অত্যাধুনিক সব সুবিধাযুক্ত হোটেলে ২৪ ঘণ্টা আপনি জল সরবরাহ পাবেন। ঘরভাড়া ১,২০০-১,৮০০ টাকা। এরই আরেকটি হোটেল Sandurp, ভাড়া ৮০০ থেকে ১,০০০ টাকা মাত্র। 9830308705, 98311-25446.

DELIGHT HOTELS PVT. LTD.

গ্যাংটক ও লাচুং-এ নিজস্ব হোটেল। আতিথেয়তা ও বাঙালি রেস্টুরেন্ট। M. G. Marg-এর ওপর। Ph: (03592) 202384, 85999-99083/ 81016-22321. web:www.dlighthotels.com

Fortuneer Tours & Travels

শ্রীনগর, কাটরা, পহেলগাঁও, সিমলা, ডালহৌসি, মানালি, ধরমশালা, দেরাদুন, মুসৌরি, লখনউ, নৈনিতাল, ব্যাঙ্গালোর, মহীশূর, উটি। আর কাছে পিঠে– দীঘা, পুরী, মন্দারমণি, চাঁদিপুর, বকখালি হোটেল বুকিং। AC-4, প্রফুল্লকানন, কেষ্টপুর, কোল-০১। (033) 6536-0188/91634-40633.

DEEP RESORT, PURI

A. C. Deluxe Rooms, Sea facing, Restourant, Conference Hall-with Gopalpur Hotel booking: 2262-2820/99033-11361. www.hotelatpuri.com

পুরী

হোটেল পার্ক বিচ রিসর্ট, হোটেল পার্ক, হোটেল সাগরসন্ধ্যা, হোটেল তারাকুঞ্জ এ সি/নন এ সি রুম সহ সারা ভারতের হোটেল ও গাড়ি বুকিং করা হয়। চন্দননগর অফিস-2685-7196/98302-86353/98300-41383.

ক্লাসিক ট্যুরিজম

সুকান্ত ভট্টাচার্যের পরিচালনায় নানাবিধ প্যাকেজ ও হোটেল। দঃ ভারত, উঃ ভারত, গোয়া-মহারাষ্ট্র, হিমাচল, কুমায়ুন, নেপাল, মেঘালয়, অরুণাচল, সিকিম, ডুয়ার্স, লে-লাদাখ, অমরনাথ, আন্দামান, সুন্দরবন। Ph: 2227-1850/2725-8860, 94331- 86406. info@classictourism.com

Amazing India Tours & Travels

পুরী, দীঘা, দার্জিলিং, জলদাপাড়া, ডুয়ার্স, গ্যাংটক, পেলিং, রাবংলা, শান্তিনিকেতন, ঘাটশিলা, গুয়াহাটি, শিলং, কাজিরাঙা, সমগ্র হিমাচল, মুসৌরি, হরিদ্বার, জম্মু, কাটরা, পহেলগাঁও, গুলমার্গ, শ্রীনগর ও অন্যত্র হোটেল/ গাড়ি বুকিং করা হয়। 4, N. S. Rd., Kol-1, 94323-86388/94328-60363.

PANCHAK RESORT

লাটাগুড়িতে নিজস্ব কটেজ। বাঙালি খাবারের আস্বাদ, মনোরম পরিবেশ। গাড়ির ব্যবস্থাও করা হয়। এলিফ্যান্ট রাইডিং, বনবাংলো বুকিং। সঙ্গে গ্যাংটক, পেলিং, ইউমথাং সহ সমগ্র সিকিমের হোটেল, গাড়ি বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ: 97330-64334.

হাবিব গেস্টহাউস, শ্রীনগর | নেহরু পার্ক

ডাললেকে বাঙালি পরিচালিত হোটেল। বাঙালি খাবারের সুব্যবস্থা আছে। আমাদের অন্যান্য হোটেল— প্রেস (জম্মু) লিডার প্যালেস (পহেলগাঁও)। হোটেল ডিপ্লোম্যাট (শ্রীনগর), কাশী বিশ্বনাথ, হীরা হেরিটেজ (কাটরা)। তমাল পোদ্দার (M): 98313-60282, বাপ্পা অধিকারী 98303-84279.

ভ্রমণবার্তা

হোটেল রিসর্ট

Welcome Tours & Travels

কাশ্মীর, হিমাচল, কুমায়ুন, গাড়োয়াল সহ সমগ্র ভারতের হোটেল ও গাড়ি বুকিং করা হয়। সারাবছর Sea Package- দিঘা, পুরী, মন্দারমণি, জুনপুট, তাজপুর, শংকরপুর, উদয়পুর। যে-কোনও আন্দামান, ডুয়ার্স। সিকিম ও দার্জিলিং-এর নতুন নতুন স্পট। 9B, Esplanade Row East, Dharmotalla Market, Shop No. 42, Kol-69. 91431-88094, 93332-10664 (কৃষ্ণনগর)। email: nandysourabh@yahoo.in

হোটেল কাঞ্চনজঙ্ঘা-পেলিং

আপার পেলিং হেলিপ্যাড গ্রাউন্ডের কাছে বাঙালি পরিচালিত হোটেল কাঞ্চনজঙ্ঘা। ঘরে বসে কাঞ্চনজঙ্ঘাকে অনুভব করুন। উপভোগ করুন বাঙালি আতিথেয়তা। রুম ভাড়া ৮৫০ থেকে শুরু। পেলিং থেকে অন্য জায়গায় থাকা ও sight seene করা হয়। 93397-30148.

LINKAGE-WEEKEND

ছোট্ট ছুটিতে কলকাতার কাছেই গেঁওখালিতে নদীতীরে ত্রিবেণীসঙ্গমে ট্যুরিস্ট কমপ্লেক্স। তাছাড়াও কলকাতার একদম কাছে (দেড়ঘণ্টার দূরত্বে) PACIFIC RESORT LAKE, Swimming Pool, AC Room সহ। বুকিং: 2265-7999, 2227-6685, 98301-52169.

সোনালি ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেলস

সিমলা, কুলু, মানালি, ডালহৌসি, খাজিয়ার, ধরমশালা, কল্পা, সাংলা, সারাহান হোটেল ও গাড়ি। Ph: 2262-2820, 99033-11361. www.sonalitourntravels.com

হিন্দুস্থান গেস্টহাউস ও রৌনক হোটেল

দার্জিলিং ম্যালের কাছে হিন্দুস্থান গেস্টহাউস এবং ক্লাব স্ট্যান্ড থেকে ওঠার পথে রৌনক হোটেল। লোলেগাঁওতে হোটেল লালিগুরাস ও রিশপে সোনাখাঁড়ি ও Eco Resort. 700/- থেকে শুরু। কোল বুকিং: 2228-3246, 89026-76740, 98044-00261.

ট্যুরিস্ট কর্ণার

গ্যাংটক, পেলিং, রাবংলা, ইউমথাং, দার্জিলিং, মিরিক, কালিম্পং, রিশপ, রিনচেনপং, সমগ্র ডুয়ার্স, কুমায়ুন, কিন্নরসহ হিমাচল, অমৃতসর, দিল্লি, হরিদ্বার, বেনারস, গোয়া, মুম্বই, তারাপীঠ, দিঘা, মন্দারমণি, শান্তিনিকেতন, চাঁদিপুর, পুরী। Ph: (033) 3293-5255, 98302-58931.

পশ্চিমবঙ্গের Araku Valley

মনোকামনা পূর্ণ করতে এবং প্রকৃতির সান্নিধ্য নিবিড়ভাবে পেতে পাহাড়-জঙ্গল লেক নদী ঘেরা 'মহাতীর্থ বিহারীনাথ' চলুন। কলকাতা থেকে 4 ঘণ্টা। বিহারীনাথ ট্যুরিস্ট পয়েন্ট। Ph: (033) 6954-7111, 80172-02499.

মা তারা ট্রাভেলস

রিশপ, লাভা, লোলেগাঁও, ঋষি, সিলেরি, জুলুক, টুকলাভ্যালি, কুপুপ প্যাকেজ (NJP to NJP)। দার্জিলিং, গ্যাংটক, পেলিং, দিঘা, পুরী, মন্দারমণি, হরিদ্বার, দেরাদুন, সিমলা, ডালহৌসি, শ্রীনগর হোটেল বুকিং। 97484-21804, 90887-53700. সারা ভারতের হোটেল বুকিং করা হয়।

হোটেল রিসর্ট

T. T. M. I. GROUP OF HOTELS

● পুরীর স্বর্গদ্বারে— সিগাল ● গোপালপুর— সিপার্ল ● মন্দারমণি— সানা বিচ রিসর্ট ● RK/ ঋষিকোন্ডা— জাবেলি বিচ ও সাইপ্রিয়া বিচ রিসর্ট ও আরাকু জগদলপুর ● Pvt. & Govt. Hotels— গোয়া, তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্নাটক, কেরালা, আন্দামান, রাজস্থান, কাশ্মীর, হিমাচল, উত্তরাঞ্চল, সিকিম, নর্থ-ইস্ট ও পশ্চিমবঙ্গ-ডুয়ার্স। ● Online Over 40,000 Hotels Worldwide বুকিং। সমগ্র ভারত, নেপাল, ভুটান— কোথায় থাকবেন, কী দেখবেন, কীভাবে যাবেন বিস্তারিত জানতে www.ttmi2.com ● T.T.M.I. (পঃ বঃ ট্যুরিজম দ্বারা অনুমোদিত) 033-2264-2051, 2249-2716, 3295-3360, 93319-11437.

চেনা পাহাড়ের অচেনা ঠিকানা

নিজস্ব হোটেল: দার্জিলিং জেলায়-তিনচুলে-তিনচুলে রিট্রিট (৭৫০-৯০০)। সিলারিগাঁও-ওয়াইবা রিসর্ট, রিশপ-ব্লুস্কাই হোটেল (৭৫০-৯০০)। সিকিমে: প্লিক রুটে-পদমচেন, জুলুক, লুংথুং-চুংচুং হোটেল। www.skyhigh-resorts.com, 9836020731, 9836739437, 9830078453.

পাহাড়ে বেড়ানোর নতুন ঠিকানা

দার্জিলিং জেলায়: কোলাখাম– গেস্টহাউস (১,৫০০-১,৮০০), চারখোল– ব্লু-পাইন রিট্রিট (১,২৫০-১,৮৫০), তিনচুলে– গুরং গেস্টহাউস (১,২০০-১,৫০০), ছোটা মাংগোয়া– গেস্টহাউস (১,৫০০-২,৫০০), বড়া মাংগোয়া– গেস্টহাউস (১,২০০-২,০০০), সিলারিগাঁও– গেস্টহাউস (৮০০-১,২০০), ডেলো– ডেলো ট্যুরিস্ট লজ (১,৫০০-৩,৫০০), কালিম্পংয়ের ১৪ মাইলে– সানসির গেস্টহাউস (4 bed) ১,৬০০। সিকিমে: লিংটাম– সিক্করুট রিসর্ট ১,০০০, জুলুক– ডেলো মেয়ার রিসর্ট (৮০০-১,২০০), হি-বার্মিওক– সিঙ্গালিলা রিসর্ট (১,০০০-১,২০০)। 98311-25446, 98303-08705।

মুখার্জি ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেলস (স্থাপিত ১৯৮৪)

প্রীয়ে কাশ্মীর ২৯/৪, ২১/৫ সিমলা ২২/৪, ১/৫, ১৬/৫ কিন্নর-কুমায়ুন ২৫/৯, আসাম-শিলং-দার্জিলিং-গ্যাংটক মে/জুন। বিদেশ ভ্রমণের সুব্যবস্থা আছে। জেলাভিত্তিক কমিশন এজেন্ট প্রয়োজন। ফোন: 98316-29539/ 9903861535/ 89024-77271. email - info@mukherjeetoursand travels.in (খড়দহ)।

ডুয়ার্সের রানি 'জয়ন্তী' নদী পাহাড়ের কোলে
ROVERS INN JAYANTI

Call: 94340-14233, 94347-54349, 97349-03177, 77972-34652, 97341-72815, . Mail: parthasr69@gmail.com WEB: www.roversinnjayanti.com

বিদেশ ট্যুর

SYLVAN TOURS & TRAVELS

ব্যাংকক পাট্টায়া 4N/5D@Rs24,500/-, 17/4, 23/5 ব্যাংকক পাট্টায়া ফুকেট 6N/7D@Rs. 32,990, 17/4, 23/5 মালয়েশিয়া সিঙ্গাপুর 5N/6D@Rs. 42,990/-, 20/5. Call Sujit: 94334-09706. sylvan_tours@rediffmail.com, t & c apply.

AFRICAL SAFARI (KENIA)

Masaimara, Nairobi, Ambosselli, Lake Nakaru. % Night/6 day/6 Night 7 day. dt. 18/5, 22/6, 11/7. Exclusive Family Package (F.I.T)-Any Day. Booking Linkage: 2227-6685/98301-52169. linkagetravels@rediffmail.com

Wandervogel adventures

ট্যেইলরমেড ভ্রমন Wandervogel এর সাথে।
সময়, বাজেট, গন্তব্য আপনার পছন্দের।
বাকি দায়িত্ব আমাদের।

এবার গরমের ছুটিতে এবং পূজোয় চলুন.....

পূর্ব আর উত্তর-পূর্বে
•অরুনাচল প্রদেশ •আসাম,
•ডুয়ার্স •সিকিম •মেঘালয়
•নাগাল্যান্ড •উত্তর বঙ্গ •ত্রিপুরা

অনবদ্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের খোঁজে
•মধ্যপ্রদেশ •কেরালা •রাজস্থান
•কর্নাটক •গুজরাট •তামিলনাড়ু
•আন্দামান •লাক্ষদ্বীপ
• অন্ধ্র প্রদেশ •ছত্তিশগড়

হিমালয়ে
•লাদাখ •কিন্নর-লাহুল-স্পিতি
•হিমাচল •কাশ্মীর •কুমায়ুন •গাড়োয়াল

জঙ্গলে
• কানহা • বান্ধবগড় • করবেট
• রনথম্বোর • তাড়োবা • পেঞ্চ
•কাবিনী •বন্দিপুর •কেওড়ি
•কাজিরাঙ্গ •মানস •ডিব্রুসাইখোয়া
•নামদাফা •মিশমি হিল্‌স
•ঈগল নেস্ট •সিঙ্গালিলা

বেড়ানোর নতুন ঠিকানায়
•জুলুক •প্যাংগোলাখা
•চটকপুর •চারখোল •সন্দকফু
•সিলেরিগাঁও •ঋষি •কোলাখাম

গ্রুপে যাওয়া লাদাখ - ৩/৮, ১৩/৯
অরুনাচল - ২১/১০

সরকারি অনুমোদন

Beautiful Bengal | WBFDCL | ORISSA TOURISM | Gujarat | JKTDC

Kolkata : 1/2C Ballygunge Place East, Kol-19
9831078347, 9007009061, 9007006794
Landline : 6548-4337
email : wildtoursindia@yahoo.com,
website : www.wandervogeladventures.com,
www.travelinbengal.com
• Burdwan • Tamluk

ধন্যবাদ

কোথাও বেড়াতে যাওয়ার আগে আমরা সবসময় 'ভ্রমণ' পত্রিকায় সেই জায়গার লেখা খুঁটিয়ে পড়ে নিই, কারণ এর নির্ভুল তথ্য, নিখুঁত বর্ণনা আর অসাধারণ সব ছবি থেকে জায়গাটি সম্বন্ধে একটা পূর্ণ ধারণা পাওয়া যায়। অনেক অচেনা জায়গার কথাও আমরা 'ভ্রমণ'-এ পাই। প্রতি মাসে 'ভ্রমণ' পড়ার পর আমরা খুব যত্ন করে গুছিয়ে রাখি, যাতে এইসব 'প্রয়োজনীয় তথ্য' ভবিষ্যতে আমরা কাজে লাগাতে পারি।

এত সুন্দর আর আন্তরিক 'ভ্রমণ'-পরামর্শ দেওয়ার জন্য 'ভ্রমণ'-এর সঙ্গে সংযুক্ত সকলকে ধন্যবাদ জানাই।

পারমিতা দে

গড়ফা পাটোয়ারি পাড়া, কলকাতা-৭৮

বেড়িয়ে এসে

পাঁচমারির চিঠি

'ভ্রমণ'-এ বহুবার পাঁচমারি নিয়ে লেখা হয়েছে। গত ২৮ সেপ্টেম্বর, রাত ১০টার বম্বে মেল পিপারিয়াতে পৌঁছে দিল পরদিন অর্থাৎ ২৯ সেপ্টেম্বর রাত ১০টায়। কুলির সাহায্যে স্টেশনের বাইরে এসে একটা অটোরিকশা ধরে পৌঁছে গেলাম হোটেল গীতাঞ্জলিতে। পরদিন সকাল ১০টায় প্রাতরাশ শেষ করে আগে থেকে ঠিক করা গাড়িতে আমরা রওনা হলাম পাঁচমারির উদ্দেশে। প্রায় দেড়ঘণ্টার পথ। রাস্তায় দেখে নিলাম দেনওয়া নদী। গাড়ি যত উচ্চতায় উঠতে লাগল, দুপাশের নয়নাভিরাম সৌন্দর্য তার রূপের ডালি তত মেলে ধরল আমাদের সামনে। সাতপুরা পর্বতমালায় সবুজ গভীর অরণ্যেঘেরা পাঁচমারির ধ্যানগম্ভীর, মৌন পরিবেশ মানুষকে আবিষ্ট করে রাখে।

প্রাগৈতিহাসিক গুহা, গুহাচিত্র, অসংখ্য ছোট-বড় জলপ্রপাত এবং অভয়ারণ্য সমৃদ্ধ করে রেখেছে এই অঞ্চলকে। পাঁচমারির দর্শনীয় স্থান একদিনে দেখে ওঠা কখনওই সম্ভব নয়।

প্রথম দিন সকাল ৭টার মধ্যে তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়ি জঙ্গলে প্রবেশের ছাড়পত্র ও গাইড ঠিক করতে। ঝরনা দেখতে বা প্রাগৈতিহাসিক গুহাচিত্র দেখতে জঙ্গলে প্রবেশ করতে হবে এবং তার জন্য গাইড নেওয়া বাধ্যতামূলক। গাইডসমেত জঙ্গলে প্রবেশের জন্য মোটামুটি ৫০০ টাকা চার্জ দিতে হয়। সবকিছু ঠিক করে প্রথমে চলে এলাম পাণ্ডবগুহা দেখতে। কথিত আছে যে অজ্ঞাতবাসকালে পঞ্চপাণ্ডব এই গুহাগুলিতে দিনযাপন করেন। অন্য মতে এইগুলি বৌদ্ধগুহা। গুহার পাদদেশে তৈরি বাগানটিও অতি সুন্দরভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। এখানে কিছু সময় কাটিয়ে চলে এলাম প্রায় সাড়ে ৩ কিলোমিটার দূরে অপ্সরাবিহার। অপ্সরাবিহার থেকে ১০ মিনিটের হাঁটাপথে রজতপ্রপাত।

পরবর্তী গন্তব্য মহাদেব ও গুপ্তমহাদেব। প্রায় ১০ কিলোমিটার রাস্তা অতিক্রম করে গাড়ি এসে দাঁড়ায়

পাঁচমারির জলপ্রপাত □ কাজল দত্ত (ফাইল চিত্র)

মহাদেবগুহার সামনে। অসংখ্য বাঁদরের উপদ্রব। মিনিটপাঁচেক হেঁটে পৌঁছে যাই গুপ্তমহাদেব। অতি সঙ্কীর্ণ পথে পাহাড়ের ফাটলের মধ্য দিয়ে পৌঁছতে হয় গুপ্তমহাদেবের অন্দরে। সঙ্গে অবশ্যই টর্চ রাখা উচিত, না হলে পূজারিজির টর্চের আলোতেই পথ চলতে হবে। তবে যাদের হার্টের সমস্যা আছে বা শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা আছে তারা বুঝে নিয়ে ভেতরে প্রবেশ করবেন। গুপ্তমহাদেব দর্শন শেষ করে আবার যে পথে আসা হয়েছিল সেই পথেই গাড়িস্ট্যান্ডের কাছেই মহাদেবগুহায় পৌঁছনো যায়। গুহার মধ্যে পাথরের ছাদ থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে জল পড়ে, একটা বড় চৌবাচ্চার আয়তনে জলাধার তৈরি হয়েছে, স্নান করা যায় বারোমাস। শিবরাত্রি উপলক্ষে খুব বড় উৎসব হয় এই অঞ্চলে। আশপাশে দেখে নেওয়া যেতে পারে মারাদেও গুহা ও পার্বতী গুহা। এবার ফেরার পালা পাঁচমারিতে। পথে দেখে নিলাম প্রিয়দর্শিনী পয়েন্ট। পাহাড়ের অপূর্ব নৈসর্গিক শোভা দেখে মুগ্ধ হয়ে যাই। দূরে চৌরাগড় পাহাড়ে চৌরাগড় শিবমন্দির। গুপ্তমহাদেব বাঁদিকে রেখে জঙ্গলের মধ্যে ১৩৬৫টি (মতান্তরে ১৪৬৫) সিঁড়ির ধাপ পেরিয়ে পৌঁছে যাওয়া যায় চৌরাগড়।

পরদিন ভোর সাড়ে ৬টায় গুপ্ত মহাদেব বাঁয়ে রেখে এগিয়ে চললাম চৌরাগড় পাহাড়ের পাদদেশের দিকে। প্রায় আধ ঘণ্টা চলার পর শুরু হল সিঁড়িভাঙার পালা। অসম্ভব চড়াই ভেঙে, বিশ্রাম নিয়ে প্রায় দু-ঘণ্টার চেষ্টায় অবশেষে পৌঁছলাম মন্দির প্রাঙ্গণে। এই মুহূর্তে বিভিন্ন আকারের ও ধরণের ১৬ লাখেরও বেশি ত্রিশূল জমা রয়েছে মন্দির প্রাঙ্গণে। মনস্কামনা পূর্ণ হলে এখানে ত্রিশূল পোঁতার প্রথা আছে। প্রায় দেড় ঘণ্টা পথ চলে অবশেষে ক্লান্ত শরীরে পৌঁছলাম গাড়িস্ট্যান্ডে। চা ও ম্যাগি সহযোগে জলখাবার খেয়ে পৌঁছে গেলাম পঞ্চবটি কটেজে। দুপুরে খেয়েদেয়ে ঘণ্টাতিনেক বিশ্রাম করে চললাম ধূপগড় পাহাড়ের মাথায় সানসেট দেখতে। জঙ্গলের মধ্য দিয়ে ১০ কিলোমিটার চলার পর প্রথমে পৌঁছলাম সানরাইজ পয়েন্টে। সেখান থেকে উল্টোপথে প্রায় ৭-৮ মিনিট হেঁটে পৌঁছলাম সান সেট পয়েন্টে। হাল্কা মেঘের মধ্য দিয়ে সূর্যাস্তের যে ছবি মনের ক্যামেরায় বন্দি করলাম তা কোনওদিনও পুরনো হবে না।

পরদিন আবার মিউজিয়ামের প্রাঙ্গণে অবস্থিত সরকারি অফিস থেকে ৫০০ টাকা জমা দিয়ে জঙ্গলে প্রবেশের অনুমতিপত্র ও গাইড ঠিক করে চললাম রক পেন্টিং দেখতে। পাঁচমারিকে পিছনে রেখে পুজিপারিয়ার পথে ৩-৪ কিলোমিটার এগিয়ে গাড়ি প্রবেশ করল জঙ্গলের ভেতরে। অসমান পাথুরে রাস্তায় আরও প্রায় চার কিলোমিটার ভেতরে একটা ফাঁকা জায়গায় এসে গাড়ি দাঁড়াল। মিনিট দুয়েক বনের ভেতর হেঁটে পৌঁছলাম মোরাদেও গুহায়। রক পেন্টিং-সমৃদ্ধ এই স্থান লোহার রেলিং দিয়ে ঘেরা। পাশেই গভীর খাদ। প্রধান সড়কের মুখে অম্বামায়ের মন্দির। মন্দির দর্শন করে প্রায় ৮ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে এসে গাড়ি থামল গভীর জঙ্গলের মধ্যে একটা সমতল পাথুরে জায়গায়। আমরা চলেছি রোম্যা কুণ্ডের পথে। পাঁচ টাকা দিয়ে লাঠি ভাড়া করে জঙ্গলের ভেতরে প্রাকৃতিক সিঁড়ি ভেঙে, একটা শীর্ণ জলের ধারা অনুসরণ করে, জঙ্গলের আরও গভীরে প্রায় দেড় কিলোমিটার উৎরাই পেরিয়ে যখন রোম্যা কুণ্ডের কাছে পৌঁছলাম, মনে হল যেন স্বর্গের বাগানে উপস্থিত হয়েছি। চারদিক নিস্তব্ধ, টলটলে জলে আপন মনে ঘুরে বেড়াচ্ছে নাম না জানা ছোট ছোট মাছ। সেদিনই দুপুরে প্রায় আড়াই ঘণ্টা বিশ্রামের পর আবার যাত্রা শুরু, চলে এলাম রাজেন্দ্রগিরি পর্বত শিখরে। ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের নামে এখানে একটি সুন্দর বাগান রয়েছে। এখান থেকেও সূর্যাস্তের ছবি অনন্যসাধারণ।

পরদিন আমাদের গন্তব্য জটাশঙ্কর মহাদেব গুহা। এখানে একটি সুন্দর লোককথা আছে। পুরাণের ভস্মাসুর অপ্রতিরোধ্য হওয়ার জন্য শংকর মহাদেবের কঠোর সাধনায় মগ্ন হলেন। সাধনায় প্রীত হয়ে দেবাদিদেব দুষ্ট অসুরকে বরদান করলেন, 'ভস্মাসুর যার মাথায় হাত রাখবে তার মাথাটি তখনই খসে পড়বে'। বর পেয়ে আহ্লাদিত ভস্মাসুর শিব ঠাকুরের মাথায় হাত দিয়ে পরখ করতে গেলেন যে সত্যিই ঠাকুরের মাথা খসে পড়ে কিনা। তাই দেখে শিবশম্ভু প্রাণের ভয়ে ছুটে পালাতে গেলেন। ঠাকুর ছোটেন, অসুরও ছোটে। অবশেষে পাঁচমারিতে এসে শিবঠাকুর নিজেকে বাঁচানোর জন্য প্রথমে বড় মহাদেব ও পরে গুপ্ত মহাদেবে লুকিয়ে রইলেন, পরে ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়ে চৌড়াগড় পাহাড়ে ত্রিশূল, নাগদ্বারীতে গলার সর্পহার ও জটাশঙ্করে মাথার জটা ও পরণের ছাল ত্যাগ করলেন যাতে ভস্মাসুর চিনে না ফেলতে পারে।

স্বর্ণাক্ষরে ভ্রমণকাহিনী

দেশে দেশে

প্রতাপকুমার রায়

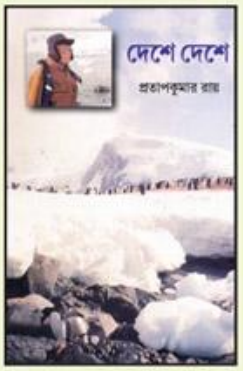

প্রখ্যাত ভ্রামণিকের ভ্রমণগাথা। ₹৭৫

'ভ্রমণ'-এর আজন্ম-সখা সদ্যপ্রয়াত প্রতাপকুমার রায়ের প্রয়াণে আমরা শোকাহত

দুচাকায় দুনিয়া

বিমল মুখার্জি

১৯২৬ সালে সাইকেলে পৃথিবী পর্যটনে বেরিয়েছিলেন প্রথম ভারতীয় ভূ-পর্যটক বিমল মুখার্জি। তাঁর সেই দুঃসাহসিক বিশ্বভ্রমণের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা।

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত

পঞ্চম মুদ্রণ। ₹১৫০

ইছামতীর মশা

শঙ্খ ঘোষ

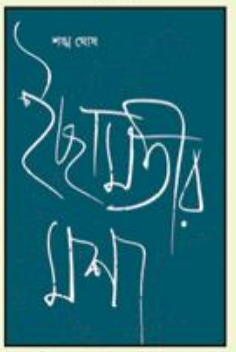

কবির দেখা কবির লেখা একগুচ্ছ অসাধারণ ভ্রমণকথার সংকলন।

পরিবর্ধিত নতুন সংস্করণ

₹১৫০

ভ্রমণের নবনীতা

নবনীতা দেব সেন

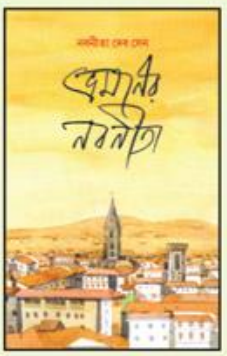

নানা মহাদেশের মাটির জলস্পর্শ আছে এ বইয়ে।

পরিবর্ধিত নতুন সংস্করণ

₹৯০

বন্ধুভরা বসুন্ধরা

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

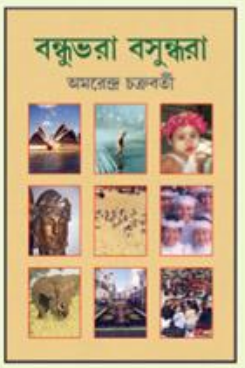

দেশে দেশে ঘুরে বেড়ানোর আন্তরিক আলেখ্য।
সঙ্গে রঙিন ছবি।
ম্যাপলিথো কাগজে ছাপা।

₹১৫০

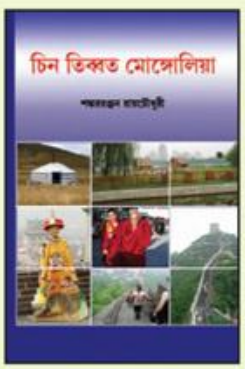

চিন তিব্বত মোঙ্গোলিয়া

শঙ্কররঞ্জন রায়চৌধুরী

চিন, তিব্বত আর মোঙ্গোলিয়া—
ভৌগোলিক রহস্যভরা তিন ভুবনে
বিচিত্র প্রকৃতি আর মানুষের জীবনস্রোতে
ভেসে বেড়ানোর পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা।

₹৬০

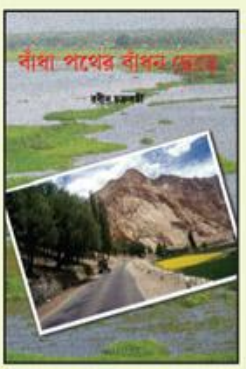

বাঁধা পথের বাঁধন ছেড়ে

রবীন চক্রবর্তী

উত্তর-পূর্ব ভারত আর লাদাখ ভ্রমণে আগ্রহীদের এ-বই পথ দেখাবে। সঙ্গে খুঁটিনাটি দরকারি তথ্য।

₹৬০

স্বর্ণাক্ষর

দে বুক স্টোর, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলি-৭৩, বলাকা বুক স্টল (কলেজ স্ট্রিট), স্টার মার্ক-এর সব দোকান ও অন্যান্য বইয়ের দোকানে আমাদের সব বই পাবেন।

Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd., 29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-19
Ph: 2283-2320 **Fax:** 2287-6448 **E-mail:** books@swarnakshar.in

অনলাইনেও পাবেন: www.clickforboi.in বা www.bengalibooksonline.com বা www.boimela.in

ছোট গাড়িস্ট্যান্ডে গাড়ি রেখে পায়ে-চলা পথ পেরিয়ে প্রায় ১০০ ফুট নীচে অবস্থিত জটাশঙ্কর গুহাতে পৌঁছলাম। লোহার সিঁড়ি তৈরি করে ব্যবস্থা হয়েছে নীচে নামার। স্ট্যালাগমাইট পাথরে বিভিন্ন আকৃতি রূপ নিয়েছে জটার, ওপর থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে জলধারা পড়ে চলেছে জটার ওপর। এখানে পুজো দিয়ে ফিরে এলাম বাসস্ট্যান্ডে। নন্দনবন রেস্টুরেন্টে লাঞ্চ করে চলে এলাম পাঁচমারি লেকের পারে। এখান থেকেই আমরা বিদায় জানালাম গাড়ির ড্রাইভার বিকাশ ও গাইড শাহজিকে।

পঞ্চমদিনে পাঁচমারিকে পিছনে ফেলে এগিয়ে চললাম কানহা জাতীয় উদ্যানের উদ্দেশে। সকলের জেনে রাখা ভালো যে একমাত্র বি এস এন এল ছাড়া অন্য কোনও ফোন পাঁচমারিতে অচল।

গৌতম দাশগুপ্ত

১৩৮-বি, কালীচরণ দত্ত রোড

বেহালা, কলকাতা-৭০০ ০৬১

Villa—the travellers stop

7A, Dacres Lane, 1st Floor, Kolkata-69. Ph: 2231-8019/ 98303 71744. www.villatourism.com

প্যাকেজ

● সিমলা, মানালি- 20/10, 23/10, 30/10 ● সিমলা, মানালি, ধরমশালা, ডালহৌসি, অমৃতসর- 20/10, 23/10, 30/10 ● কাশ্মীর- 20/10, 30/10 ● কিন্নর- 20/10, 23/10, 30/10 ● কেরালা- 20/10, 30/10 ● রাজস্থান- 19/10, 20/10, 27/10 ● উত্তর ভারত- 7/10, 18/11 ● মধ্যপ্রদেশ- 6/10, 15/11 ● লে-লাদাখ- 30/7, 9/8, 9/9

GUJARAT TOURISM **Gujarat authorised agent**

নিজস্ব হোটেল

● Hotel Pujara Shiraj— MANALI ● Lake View Resort— SANGLA, www.lakeviewsangla.com ● Royal Resort— KALPA www.royalresortkalpa.com

চন্দননগর-9830189778, চুঁচুড়া-9433813678, হাওড়া-9831642456

HOLY AMARNATH YATRA AND VAISHNO DEVI DARSHAN, 2012

Experience the Spiritual Bliss - Amarnath Yatra and Vaishno Devi Darshan with NIRVIKALPA

Amarnath Yatra & Mata Vaishno Devi Darshan With Srinagar 2012 is a complete and hassle-free tour package by NIRVIKALPA (Yoga and Travel Wing of Sri Ramakrishna Chaitanya Seva Pratisthan, Charitable Trust)

Yatra : 14 nights and 15 days

Your Tour Includes:

- Journey to Jammu in Sleeper Class and Return Journey in AC Three Tier.
- Accommodation in Delux Hotels
- Nice quality Bengali dishes Veg and Non-veg.
- Medical Assistance
- Special and Careful Arrangements for Women.

Contact Us

NIRVIKALPA Office: House No. BC 4/3, Taltala, Kolkata – 700059. West Bengal.

Mob. – 09062004440 / 09547921259

Website: www.yogaindiatravel.com

Email Us:

yoganirvikalpa@gmail.com

samidh01@gmail.com

বেড়িয়ে এসে

মাদিকেরী ভ্রমণ

বহু পুরনো 'ভ্রমণ'-এ প্রধান সম্পাদক অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর লেখা 'কুর্গের মারকারা' পড়ে কুর্গ ভ্রমণে আকৃষ্ট হই এবং ওই সংখ্যা থেকে ওই পাতাটি আলাদা করে সযত্নে রেখে দিই। আমরা ২১ অক্টোবর, ২০১১ তারিখ বিকেল ৪টে ১০ মিনিটে ০৮০০৩ মাইসোর স্পেশ্যালে যাত্রা করে ২৩ অক্টোবর মহীশূর স্টেশনে পৌঁছই।

২৭ অক্টোবর সকাল ৭টায় একটা ট্যাভেরা গাড়িতে করে মাদিকেরীর উদ্দেশে যাত্রা করি। দূরত্ব ১২১ কিলোমিটার। গাড়ি স্টেট হাইওয়ে-৮৮ ধরে এগিয়ে মাদিকেরী থেকে ৩৫ কিলোমিটার আগে বাইলাকুপ্পায় দাঁড়ায়। এটি ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম তিব্বতী বাসস্থান। এখানে বৌদ্ধ ইউনিভার্সিটি, গোল্ডেন টেম্পল, লামাদের ধর্মশিক্ষাস্থান ঘুরে কাবেরী নিসর্গধাম পৌঁছই। এটি একটি সুন্দর পিকনিক স্পট। পরের দ্রষ্টব্যস্থান মাদিকেরী থেকে ৪৮ কিলোমিটার দূরের কাবেরী নদীর উৎসস্থল থলকাবেরী। থলকাবেরীর ৮ কিলোমিটার আগে 'ভাগামণ্ডলা' কাহিকী, সুজ্যোতি ও কাবেরী নদীর সঙ্গমস্থল। নির্জন পথ। নারকেল, সুপারি, শাল, এলাচ, গোলমরিচ এবং কফিগাছের জঙ্গলের বুক চিরে সর্পিল পথ ধরে এক অজানা সৌন্দর্যের সন্ধানে এগিয়ে চলা। আলো-আঁধারি পথে মেঘ ও কুয়াশার খেলা। দূরে দেখা যায় সবুজ অরণ্যে ঢাকা পাহাড়ের ল্যান্ডস্কেপ ও সবুজেমোড়া উপত্যকা। 'ভাগামণ্ডলা' দর্শন সেরে চড়াইপথে পাকদণ্ডী বেয়ে এপাহাড় ওপাহাড় করে প্রায় সাড়ে চার হাজার ফুট উচ্চতায় থলকাবেরীতে পৌঁছই। একটি চৌবাচ্চা-ঘেরা জায়গায় নদীর উৎপত্তি। ফিরতি পথে মাদিকেরী রাজপ্রাসাদ, ফোর্ট ও রাজাসন দেখে নিই। রাজারা রাজাসনে বসে সূর্যাস্ত দেখতেন। মেঘ থাকায় সূর্যাস্ত দর্শন থেকে বঞ্চিত হলেও এখানে দাঁড়িয়ে যে প্রাকৃতিক শোভা দর্শন করি বহুকাল তা মনে থাকবে। এখান থেকে অ্যাবে ফলস দর্শনে চলি। গাড়ি থেকে নেমে বেশ কিছুটা পথ হেঁটে নীচে নামতে হয়। পাহাড় থেকে নেমে আসা ঝরনার গর্জন শোনা যায় দূর থেকে। ঝরনার জল যেখানে এসে পড়ছে তারই পাশে একটা ঝুলন্ত ব্রিজ ঝরনার সৌন্দর্যকে আরও বাড়িয়ে তোলে।

বিশ্বজিৎ দত্ত

১/৪৮, পোদ্দার নগর, যোধপুর পার্ক, কলকাতা-৬৮

বেড়িয়ে এসে

মহাপ্রস্থানের পথে

১৪ সেপ্টেম্বর, ২০১১, আমরা ১৫ জন সদস্য যাত্রা শুরু করলাম সতোপন্থতালের উদ্দেশে। সঙ্গে নিলাম 'ভ্রমণ ট্রেকিং' বইটা। হাওড়া থেকে ট্রেনে হরিদ্বার, সেখান থেকে বাসে যোশিমঠ। এখানে একটা দিন লেগে গেল ইনারলাইন পারমিট ও রেশন জোগাড় করতে। পরদিন সকালে জিপে করে বদ্রীনাথ পৌঁছতে দেরি হয়ে গেল, পথে দু-জায়গায় ধসের কারণে। অলকানন্দা নদীর তীরে অপরূপ প্রাকৃতিক শোভার মাঝখানে বদ্রীনাথ মন্দির। মন্দিরের পিছনে আকাশচুম্বী নীলকণ্ঠ শিখর— চিরতুষারাচ্ছন্ন। নদীর দুই পারে নর ও নারায়ণ পর্বত। মন্দিরে পুজো দিয়ে

সতোপন্থ তাল □ কাজি নাসির

ঘুরে এলাম ৩ কিলোমিটার দূরে চরণপাদুকা। পরদিন সকালে ধর্মশালার বারান্দায় দাঁড়িয়ে নীলকণ্ঠের চূড়ায় দেখি দিনের প্রথম আলো। আমাদের পথপ্রদর্শক থেভুন, কুকমেট, পোর্টার সহ মোট ১১ জনের দল এসে হাজির। সারাটি দিন কাটল আনাজপত্র কেনা, কেরোসিন জোগাড় করা, রেশন রি-প্যাকিং করা ইত্যাদি নানান কাজে। সদস্যদের মধ্যে কাজ ভাগ করে নেওয়া হল। ১৮ সেপ্টেম্বর আমাদের ট্রেক শুরু। নদীর ধার দিয়ে পথ। বদ্রীনাথ থেকে মানা অবধি পিচঢালা রাস্তা। ফৌজি ভাইদের ইনারলাইন পারমিট দেখিয়ে আমরা ৩ কিলোমিটার দূরে মানাগ্রামে এসে পৌঁছলাম। আজকের রাতটা আমরা মানার স্কুলবাড়িতে থাকব। কথিত এই মানাগ্রামে বসে ব্যাসদেব মহাভারত রচনা করেছিলেন। পাশেই গণেশ গুহা।

পরদিন সকালে হাঁটা শুরু করতে ৯টা বেজে গেল, এখান থেকে একটা পথ ডানদিকে চলে গিয়েছে তিব্বত সীমান্তের দিকে। আমরা ভীমপুল ছাড়িয়ে অলকানন্দা নদীর ওপর কাঠের পুল পেরিয়ে এগিয়ে চললাম। কথিত, পঞ্চপাণ্ডব এই পথেই স্বর্গারোহণ করেছিলেন। পথে মাতা মূর্তির মন্দির। পাথরের পাঁচিল ঘেরা জমির ধার দিয়ে কিছুটা যাওয়ার পর একটা ধস-এলাকা সাবধানে পেরতে হল। তারপর শুরু হয় বোল্ডারের রাজত্ব। বেশ কয়েকটা চড়াই-উতরাই পেরিয়ে আমরা পৌঁছই চামতোলি, ওপারে আমাদের মুখোমুখি বসুধারা জলপ্রপাত। ডানদিকে অলকানন্দার প্রবল উচ্ছ্বাস। এবারে পথ ঘুরে গিয়েছে বাঁদিকে। সামনে অপূর্ব রূপ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে নীলকণ্ঠ, এবড়োখেবড়ো পাথরের মধ্য দিয়ে চড়াই-উতরাই পথে উঠে এলাম ১২,৫০০ ফুট উচ্চতায় লক্ষ্মীবন। দূরত্ব ১২ কিলোমিটার। লক্ষ্মীদেবী এখানে তপস্যা করেছিলেন বলে এই নাম। আমাদের ৭টি তাঁবু খাটানোর কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে। আমরা বিশ্রাম নিচ্ছি কিন্তু পোর্টারদের বিশ্রাম নেই, তারা রান্নার কাজে লেগে পড়েছে। নদীর ধারে কিছুটা জায়গা জুড়ে ভূজগাছের বন ও কিছু ঝোপঝাড়। লক্ষ্মীবনের ঠিক মুখোমুখি অলকাপুরী। তার ওপরদিকে ঝুলে আছে ভাগুং হিমবাহ। ওটাই অলকানন্দার উৎস। মেঘদূত কাব্যের যক্ষের নির্বাসনের স্থান এই অলকাপুরী। এখান থেকে নির্গত জলের ধারা মিশেছে আরও ওপর থেকে আসা সতোপন্থ হিমবাহ ও ভাগীরথী হিমবাহের মিলিত ধারার সঙ্গে।

পরদিন সকালে লক্ষ্মীবন পেরিয়ে মিডিয়াল মোরেন ধরে ১ ঘণ্টার পথ বানধার। অলকাপুরীর হিমবাহের কাছে পৌঁছে বুঝতে পারি মহাপ্রস্থানের পথ বলতে কী বোঝায়। সামনেই বালাকুন শৃঙ্গ, বাঁদিকে নীলকণ্ঠ।

তার পাশে লম্বা গিরিশিরার ওপর মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে পার্বতীশৃঙ্গ। রোদের ছটায় সে যেন রুপালি রাংতা। চলার পথে দুপাশের গিরিখাতের গভীরতা বাড়ছে। অলকাপুরীর অন্দরমহলে যতই ঢুকছি, চৌখাম্বা ততই বিস্মিত করছে। চৌখাম্বার এ রূপ আগে কখনও দেখিনি। এবারে আমাদের পথ সতোপন্থ নালার বাঁদিক ঘেঁসে। সামনে বরফের রাজ্য। খাড়া অন্তহীন চড়াই। পায়ে পায়ে পৌঁছে গেলাম বলপার্টি। ক্রমে ক্রমে ভাংলুং গ্লেসিয়ার আমাদের পিছনে চলে গেল। আর ভাগীরথী হিমবাহ ডানে এসে গেল, পথচলার বিরাম নেই। সামনে বাঁদিকে সোজা উঠে গিয়েছে নীলকণ্ঠ পাহাড়। এটাই নীলকণ্ঠের বেসক্যাম্প। নীলকণ্ঠের গা থেকে ২০-২৫টা ঝরনা ওপর থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। এটাই সহস্রধারা। ওপারে বদ্রীনাথ। অর্থাৎ আমরা অর্ধচক্রাকারে ঘুরে এসেছি। অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে চলেছি। সবটাই বোল্ডার এলাকা। একটানা ২০ কিলোমিটার বোল্ডারের রাজত্ব পেরিয়ে এক তৃণভূমির মাঝে উঠে এলাম। তুষারাবৃত পর্বতচূড়া দিয়ে ঘেরা এই জায়গাটির নাম চক্রতীর্থ। সুন্দর ক্যাম্পিং গ্রাউন্ড। উচ্চতা ২৪,৫০০ ফুট। এই পবিত্র স্থানে দানব রাহু সমুদ্রমন্থনের পর দেবতাদের সঙ্গে বসে অমৃত খেয়ে ফেললে নারায়ণ তাঁর সুদর্শন চক্র দিয়ে রাহুর মাথা ধড় থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেন। রাতের খাওয়াদাওয়ার পর্ব চুকিয়ে তাঁবুর মধ্যে ঢুকে পড়ি। মাঝরাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। শীতে কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে এলাম তাঁবুর বাইরে। সে এক অপরূপ দৃশ্য। পূর্ণিমার চাঁদ অকৃপণ হাতে জ্যোৎস্না ঢেলে দিয়েছে চৌখাম্বার চূড়ায়। চারদিক নিস্তব্ধ। মুগ্ধ নয়নে চেয়ে থাকি অকল্পনীয় ওই সৌন্দর্যের দিকে। পরদিন শুরুতেই বেদম চড়াই। তারপরই পেরলাম এক বিপজ্জনক ঢাল। আলগা পাথর পড়ে আছে গ্লেসিয়ারের ওপর। পড়ে যাওয়ার ভয়, তাই হাত ধরাধরি করে পেরতে হয় কিছুটা জায়গা। হঠাৎ দেখি একটা কালো কুকুর আমাদের সামনে সামনে চলেছে। যেন ও-ই আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে মহাপ্রস্থানের পথে। একটা কুকুর সঙ্গে না থাকলে এই যাত্রা পূর্ণাঙ্গ হত না। বিপজ্জনক বোল্ডার জোন পেরিয়ে একসময় একটা রিজের মাথায় উঠে হঠাৎ যেন স্বর্গের দেখা পেলাম। রিজের মাথায় লাল-হলুদ পতাকা পতপত করে উড়ছে। একটানা ঢাল নেমে গিয়েছে সবুজ সতোপন্থতালের বুকে। ত্রিকোণ স্বচ্ছ জলের হ্রদ। ১৬,০০০ ফুট উচ্চতা, চারদিকে তুষারাবৃত গিরিশ্রেণীর প্রতিফলন সবুজ সতোপন্থ হ্রদে। প্রকৃতিদেবী যেন জলে তার রূপসজ্জা দেখছেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর তিন দেবতার তিন কোণে অধিষ্ঠান, স্থানীয় মানুষের বিশ্বাস এমনটাই। হঠাৎ দিগ্বিদিক কাঁপিয়ে বিরাট বরফের চাঁই ভেঙে পড়ল পার্বতীর গা থেকে। হিমানী সম্প্রপাত। অ্যাভালাঞ্চ। তালের ধারে পাথরের ওপর পাথর সাজিয়ে ছোট্ট একটা মন্দির। সেখানেই পুজো সেরে নিই। এখান থেকে ২ কিলোমিটার দূরে সূরজকুণ্ড ও সোমকুণ্ড। সামনের শৃঙ্গটি স্বর্গারোহিণী— মহাপ্রস্থানের পথের শেষ সীমা। ফিরে চলি বদ্রীনাথের দিকে। শেষবার ফিরে তাকাই, নর-নারায়ণের মাঝে নীলকণ্ঠ তখনও সোনালি মুকুট পরে দাঁড়িয়ে আছে।

অরাতি চৌধুরী

২২, সিমিবাবুর লেন, উত্তরপাড়া, হুগলি

Travellers Club & Holidays

One Stop Travel Shop

SUMMER COOL DESTIATION 2012

Arunachal with Bhalukpong, Bandila, Tawang and Kaziranga. 12 Day, 25-5-12

Sikkim with Aritar, Zuluk, Yumthang. 12 Day, 27-5-12

Nepal with Chiwan, Pokhra, Nagarkot. 10 Day, 27-5-12

Bhutan with Docars and Thimpu, Paro. 10 Day, 22-5-12

North-East with Assam, Shilong, Mizoram, Dumsora, Jumpai, Tripura to Kolkata By Air. 10 Day, 23-5-12

Leh-Ladakh with Srinagar, Kargil (Retun by Manali). 15 Day, 27-7, 17-8-12

Kashmir with Amarnath Yatra via Baltal. 14 Days, 25/7

Exotic Sangla with Himachal-Kinnar-Manili. 16 Day, 25-5-12

Kashmir with Amarnath yatra. 14 Day, 27-7-12

Kailash-Manassarovar Yatra (Ex-Kathmandu) (Visa extra). 16 Day, 28-5, 25-6, 25-7-12

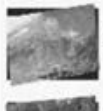
Muktinath Darshan. 7 Day, 7-5, 24-5-12

Bangladesh Yatra, Dhaka, Chittagong, Rangamati, Coxbazar. 18-4, 23-5-12

Monsoon Kerala, **Cochin**, Munnar, Periyar, Allepy, Varkala. 25-7-12

8C, LAL BAZAR STreet,
BIKANER BUILDING,
GROUND FLOOR, KOLKATA-700001
Tel : 033-31925400/ 9830665114/ 40670083
e-mail : travellersclub.kol@gmail.com

Travel in style with

TRAVEL TIPS

ঘুরে আসুন নিকটে ও দূরে—

দার্জিলিং, কালিম্পং, লাভা, লোলেগাঁও, রিশপ, পেডং ও ডুয়ার্স, গ্যাংটক, রাবংলা, বোরং, রিনচেনপং, ইয়ুমথাং (প্যাকেজ), শিলং, নৈনিতাল, আলমোড়া, কৌশানি, আগ্রা, হরিদ্বার, মুসৌরি, সিমলা, মানালি, ধরমশালা, ডালহৌসি, চাম্বা, রাজস্থান, কেরালা, মধ্যপ্রদেশ, কাশ্মীর ও ভুটান।

সপ্তাহান্তে ঘুরে আসুন

দিঘা, ফ্রেজারগঞ্জ, শঙ্করপুর, জুনপুট, মন্দারমণি, তাজপুর, বিষ্ণুপুর, মুকুটমণিপুর, শান্তিনিকেতন, মুর্শিদাবাদ, চাঁদিপুর, পঞ্চলিঙ্গেশ্বর, গোপালপুর, পুরী, দেওঘর, রাঁচি, ভাইজ্যাগ, ঘাটশিলা, গালুডি, দলমা ও বেতলা।

: Facilities :

●Hotel Booking ●Family Packages
●Educational Excursion ● Air Tickets
● Travel Library ●Travel Club.

'আধুনিক মুসাফির'-এর গ্রাহক হোন। | পথের খোঁজ-এর সদস্যপদ গ্রহণ করুন।

RAJASTHAN

A. AGRA-JAIPUR-JODHPUR.
(16 DAYS) ON-23rd OCT, 2012

B. JAIPUR-JODHPUR.
(14 DAYS) ON-31st OCT, 2012

MADHYA PRADESH

(TAILOR MADE PACKAGES ACCORDING TO TOUR ITINERARY)

UTTARAKHAND

A. NDLS-HARIDWAR-DEHRADUN-MUSSOOREE-NDLS.
(9 DAYS) ON-02nd NOV, 2012

B. NDLS-NAINITAL-ALMORA-KAUSANI-NDLS.
(10 DAYS) ON-02nd NOV, 2012

ODISHA

GOPALPUR-CHILKA-PURI.
(6N 7D) ON-17th Oct, 2012

JOURNEY BY TRAIN SL. CLASS AND (SIGHTSEEING BY CAR/BUS)

City Centre: 156A, Lenin Sarani (Gr. Floor), Chamber-G-40A, Kolkata-13 (Kamalalaya Centre)
Phone: 2577-2203 / 2215-7706 / 2555-4708. E-mail: travtips2001@rediffmail.com
Website: www.travtips.co.in

...FOR THOSE WHO LOVE TO TRAVEL

পাখি দেখতে থাট্টেকাড

লেখা : মিতা দত্ত **ছবি** : পিনাক দত্ত

মালাবার গ্রে হর্নবিল

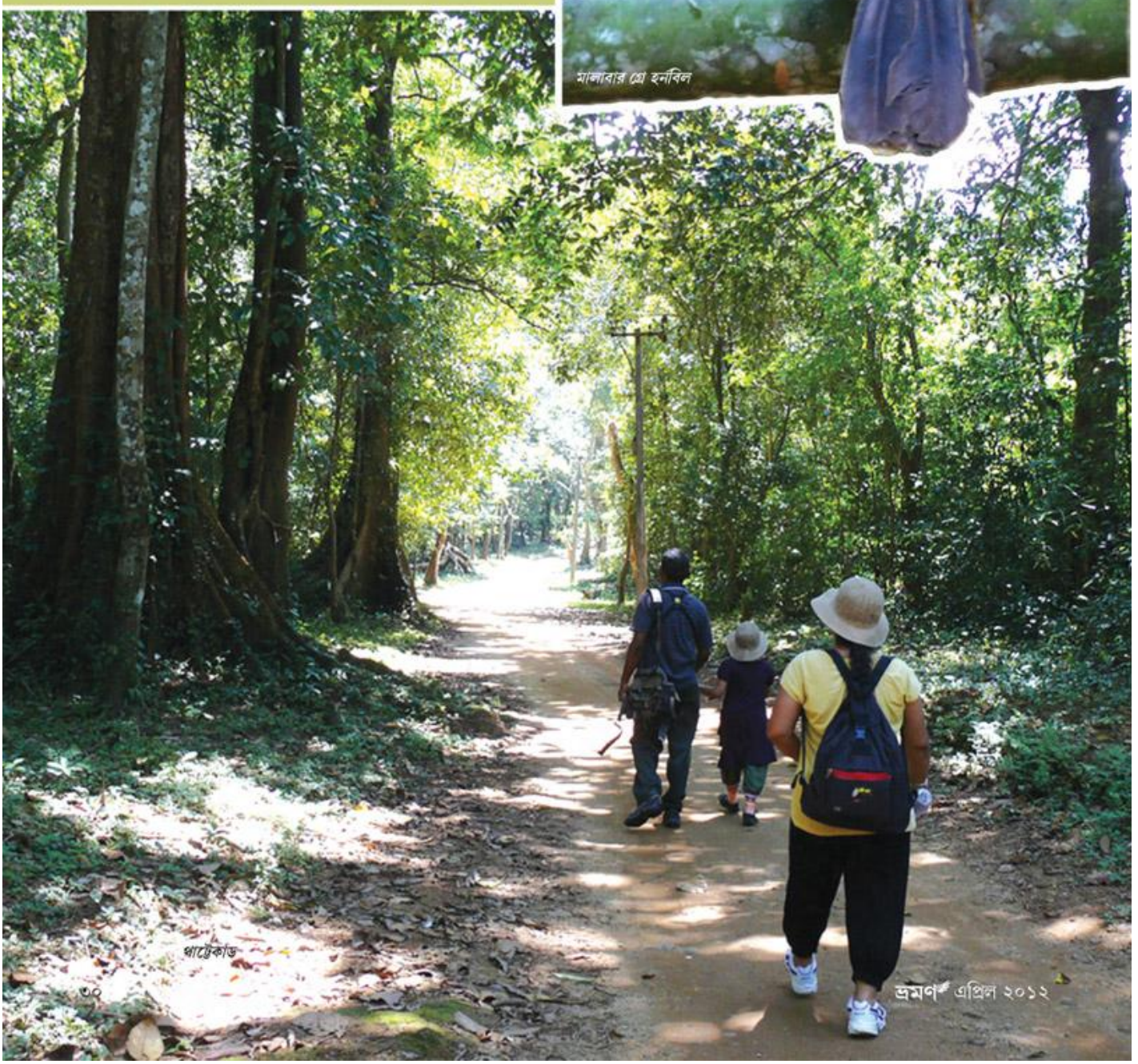

থাট্টেকাড

কালো মাথা লাল বুকের মালাবার ট্রোগোন, কমলা ঠোঁটের মালাবার গ্রে হর্নবিল, নীল লেজওলা মালাবার প্যারাকিট ছাড়াও থাট্টেকাড বার্ড স্যাংচুয়ারির বিশেষ বাসিন্দা শ্রীলঙ্কা ফ্রগ মাউথ। থাট্টেকাড অরণ্য কোচিন থেকে ৬০ কিলোমিটার।

মালাবার জায়ান্ট স্কুইরেল

শ্রীলঙ্কা ফ্রগ মাউথ

কোচিন থেকে আথিরাপল্লি জলপ্রপাত দর্শন করে চললাম 'থাট্টেকাড বার্ড স্যাংচুয়ারি' বা সেলিম আলি বার্ড স্যাংচুয়ারি। থাট্টেকাড কথার অর্থ সমান বা সমতল বনভূমি। এই চিরহরিৎ বনভূমিটি কোচিনের ৬০ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে কোথামাঙ্গালাম তালুকে কেরালার দীর্ঘতম নদী পেরিয়ারের দুই শাখানদীর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত।

থাট্টেকাড আসার আগেই আমাদের কথা বলা ছিল দক্ষিণ ভারতের বিখ্যাত বার্ড-গাইড এলডোসের সঙ্গে। সুতরাং আমরা পৌঁছতেই হাস্যমুখে সাদর আমন্ত্রণ জানাল এলডোস। তার পরামর্শ-মতো আমরা চললাম পাখিরালয়ের মূলদ্বার থেকে কখনও মেঠো পথ, কখনও ভাঙাচোরা পিচের রাস্তা ধরে পেরিয়ারের

মেয়ো কোকিল

শাখানদীর পাশ দিয়ে আরও কিলোমিটার-দশেক। এখানে নির্জন বনভূমিতে গাড়ি রেখে এগোই পাখির সন্ধানে। আমাদের হাতে সময় কম কারণ আমরা এখানে থাকার পরিকল্পনা নিয়ে আসিনি। তবে এলডোসের কাছে যখন শুনলাম থাট্টেকাডের এই ২৫ বর্গকিলোমিটার পরিধিতে সময় দিলে দক্ষিণ ভারতের সব এন্ডেমিক পাখি দেখতে পাওয়া যায়, তখন মনে হচ্ছিল এখানে এক রাত থাকার পরিকল্পনা করে এলেই বোধ হয় ভালো হত।

এলডোসের কাছে থাট্টেকাডের গল্প শুনতে শুনতে আমরা বনপথ দিয়ে এগিয়ে চললাম। সেই ১৯৩০ সালে ডঃ সেলিম আলি এ স্থানকে স্যাংচুয়ারি করার পরামর্শ দেন, তবে তা কার্যকর হয় ১৯৮৩ সালে। নিস্তব্ধ নিঝুম পথে চলতে চলতে চোখে পড়ছে দুপাশে সুউচ্চ গাছের সারি আর বাঁপাশে গাছের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে পেরিয়ারের এক শাখানদী। কানে আসছে নৈঃশব্দ্য ভেঙে অচেনা মিষ্টি পাখির ডাক। এলডোস বললেন যখন জল কম থাকে তখন নদীর ওপারে যাওয়া যায়। তবে এখন তা সম্ভব নয়। এইসব কথার ফাঁকে হঠাৎ উঁচু একটা গাছের ডালে উড়ে এসে বসল অপূর্ব লালরঙা এক মালাবার ট্রোগোন। বাইনোকুলার দিয়ে তাকে প্রাণভরে দেখলেও ক্যামেরায় সে অধরাই রয়ে গেল। এরপর একে একে চোখে পড়ল

গাছের ডালের রঙের সঙ্গে মিশে বসে আমাদের অতি কাঙ্ক্ষিত অদ্ভুতদর্শন শ্রীলঙ্কা ফ্রগমাউথ। একটা নয় একজোড়া। নিদ্রামগ্ন— যেন আমাদের জন্যই বসেছিল। আমাদের উপস্থিতি টের পেয়ে তাদের একটি একবার অতি কষ্টে আধবোজা চোখে তাকালো, তারপর আবার নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ল।

ইন্ডিয়ান পিট্টা, টিকলস ব্লু ফ্লাইক্যাচার, র‍্যাকেট টেইলড ড্রঙ্গো, এশিয়ান ফেয়ারি ব্লু বার্ড, মালাবার প্যারাকিট, লিটল স্পাইডার হান্টার, স্পেকেলড পিকুউলেট, মালাবার গ্রে হর্নবিল, ইন্ডিয়ান স্কিমিটার ব্যাবলার ও আরও অনেক পাখি। এলডোস এছাড়াও পরিচয় করিয়ে দিলেন নাম না জানা কত পোকামাকড়ের সঙ্গে। শিকার-সন্ধানী এক বিশাল উড স্পাইডারের বিস্তৃত জাল দেখে অবাক হলাম। ঘণ্টাদুয়েকের এই সফরে এত চেনা-অচেনা পাখি দেখে আমরা অভিভূত।

তবে এত কিছু দেখার পরও মনটা কেমন খচখচ করছিল। একটা আশা নিয়ে এসেছিলাম, শ্রীলঙ্কা ফ্রগমাউথের দর্শন এখানে হয়ত পাব। কিন্তু এখনও সে অধরাই রয়ে গেল। আসলে পাখি দেখার জন্য চাই পাখি দেখার মন, চোখ ও ধৈর্য। সেইসঙ্গে পর্যাপ্ত সময় আর ভাগ্য। তাড়াহুড়োর এই সফরে আমাদের হাতে সময় বড় কম।

পাখি দেখতে পাওয়া আর না পাওয়ার হিসেবটা কষতে কষতেই হঠাৎ এক অদ্ভুত দৃশ্য চোখে এল। দূরে এক উঁচু গাছের শাখায় দুটি মালাবার জায়েন্ট স্কুইরেল ল্যাজ ঝুলিয়ে দিবানিদ্রা দিচ্ছে।

ইতিমধ্যে আমরা আমাদের গাড়ির কাছে ফিরে এসেছি। ড্রাইভারকে খোঁজার চেষ্টা করছি এমন সময় দেখি এলডোস ইশারায় আমাদের

কাঞ্চনজঙ্ঘা ...
অনন্যা কাঞ্চনজঙ্ঘা !!!

ঘরে বসে অনাবিল সৌন্দর্য উপরি পাওনা নানান পাখি ও জঙ্গল ...
এ আনন্দের আস্বাদ নিতে আপনাকে আসতে হবে

ঘরোয়া রান্না ও আতিথেয়তার স্বাদ পেতে

Clouds End
Retreat & Café
Rabangla
14th Mile, Kewzing Rd.
93310 69720, 93397 41509, 98300 51509
E-mail: cloudsend2010@yahoo.in
Website: www.cloudsend.in

কন্টিনেন্টাল
172, Lenin Sarani, Kol-700 013.
Ph: 2212-7715/4090
Mobile: 98311 25446/98303 08705
বেসরকারি হোটেল বুকিং

কাশ্মীর
জম্মু, কাটরা, শ্রীনগর, গুলমার্গ, পহেলগাঁও, পাটনিটপ

পশ্চিমবঙ্গ
হলং, জলদাপাড়া, লাটাগুড়ি, মালবাজার, জয়ন্তী, বিন্দু, ঝালং, লাভা, লোলেগাঁও, ঋমি, রিশপ, পেডং, ডেলো কোলাখাম, চারখোল, দার্জিলিং, তিনচুলে, কালিম্পং, কার্শিয়াং, সুখিয়াপোখরি, সিলারিগাঁও

অসম
শিলং, কাজিরাঙা, গুয়াহাটি, তেজপুর, নামেরি

অরুণাচল
বমডিলা, তাওয়াং, টেঙ্গা, দিরাং, ভালুকপং

নেপাল
কাঠমান্ডু, পোখরা, চিতওয়ান, নাগারকোট

সিকিম
গ্যাংটক, পেলিং, রাবংলা, নামচি, কালুক, উত্তরে, বার্মিওক, ইয়ুমথাং, আরিটার, লিটোম, জুলুক, হি-বার্মিওক

কুমায়ুন
নৈনিতাল, কৌশানি, আলমোড়া, রানিখেত, পাতাল ভুবনেশ্বর, চকৌরি, বিনসর, মুন্সিয়ারি, পিথোরাগড়, লোহাঘাট

হিমাচল প্রদেশ
সিমলা, মানালি, ডালহৌসি, কুলু, মান্ডি, পালামপুর, ধরমশালা, সাংলা, কল্পা, সারাহান, ছিটকুল, নারখান্ডা, রামপুর

গাড়োয়াল
হরিদ্বার, হৃষীকেশ, গঙ্গোত্রী, উত্তর কাশী, রানাচটি, হরশিল, সীতাপুর, গৌরীকুণ্ড, যোশিমঠ, বদ্রীনাথ, পিপুলকোটি, পউরি, রুদ্রপ্রয়াগ, ল্যান্সডাউন

Online Booking available
www.continentaltravels.co.in
-: Branch :-
Durgapur-9851105701 Jamshedpur-9835183717
Kalna-9932252423 Kasba-2415 0032
Medinipur-9433279689 Budge Budge-9831735373
Jadavpur-9883205816 Chakda-9333515983
Jalpaiguri-9800311833 Siliguri-9836006067
Kalyani-9433351219 Barasat-9432202828
Naihati-9874763053 Gariahat-9830111999
Raigunge-9434120910

কোরাল পর্যটন
প্রাইভেট লিমিটেড
7A, রানি রাসমনি রোড, কলকাতা-13
গ্লোবাল বিজনেস হাব-দ্বিতল, রুম নং -১১১ এবং ১১২
ফোন নং-(033) 33750217 মোঃ-8420198908
www.coralparyatan.com

-ঃ প্যাকেজ ঃ-
- কাশ্মীর—13 দিন, @13000/-,14/10
- ভাইজ্যাগ, আরাকু, হায়দ্রাবাদ—10 দিন, @10000/-, 4/11
- রাজস্থান—14 দিন, @13000/-, 29/10
- মুম্বাই-গোয়া—10 দিন, @11500/-, 19/10
- জেলেপ লা (পুরনো সিল্করুট)

Hotel Booking all over India within the range of ₹700 to ₹7,000

হোটেল বুকিং
দার্জিলিং, লাভা, লোলেগাঁও, রিশপ, গ্যাংটক, পেলিং, ডুয়ার্স, গুয়াহাটি, তেজপুর, বমডিলা, তাওয়াং, সিমলা, মানালি, ডালহৌসি, শ্রীনগর, পহেলগাঁও, নৈনিতাল, কৌশানি, চৌকরি, মুন্সিয়ারি, সাংলা, কল্পা, সারাহান, লে, কেলং ইত্যাদি।

৮ জনের গ্রুপে বিশেষ ছাড়ের ব্যবস্থা আছে।
সারা ভারত হোটেল ও গাড়ি বুকিং

পাশের একটা ঝোপের কাছে ডাকছে। আমরা যেতেই এলডোস আমাদের একটা গাছের ডালের দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করল। আমরা সেদিকে তাকিয়েও কিছুই ঠাহর করতে পারলাম না। তারপর ভালো করে দেখে চমকে উঠলাম। গাছের ডালের রঙের সঙ্গে মিশে বসে আমাদের অতি কাঙ্ক্ষিত অদ্ভুতদর্শন শ্রীলঙ্কা ফ্রগমাউথ। একটা নয় একজোড়া। নিদ্রামগ্ন— যেন আমাদের জন্যই বসেছিল। আমাদের উপস্থিতি টের পেয়ে তাদের একটি একবার অতি কষ্টে আধবোজা চোখে তাকালো, তারপর আবার নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ল। আমরা প্রাণভরে তাদের দেখে, ছবি তুলে দারুণ খুশি।

দেখতে দেখতে বিকেল হয়ে এল। এলডোসের আন্তরিক আমন্ত্রণে আমরা চললাম তার বাড়িতে। গাড়ি করে অল্প দূরত্ব গিয়ে গাড়ি

ফলাহার করতে হাজির খান-ছয়েক মালাবার গ্রে হর্নবিল। তারা নিজেদের মধ্যে খুনসুটি করে মহানন্দে ফলাহারে ব্যস্ত, এমন সময় তাদের উত্ত্যক্ত করতে হাজির একটা দুষ্টু কোকিল।

রেখে হাঁটাপথে চললাম রাবার প্লানটেশন ও দূর দূর অবধি বিস্তৃত আনারস খেতের বুক চিরে সরু আলের রাস্তা ধরে।

প্রকৃতি-শিক্ষকের বাড়ি সবুজের মাঝে। তার বাড়িতে এক কাপ চা ও কেক খেয়ে আমরা উঠব উঠব করছি কিন্তু আমার কন্যা তখন খুব ব্যস্ত এলডোসের পোষা গিনিপিগদের পাতা খাওয়াতে। এলডোস আমাদের আরও কিছুক্ষণ থেকে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করল আর বলল, আরও কিছুক্ষণ এখানে কাটালে এক মজার ঘটনার সাক্ষী থাকব। লোভ সামলাতে না পেরে আমরা আরেকটু বসে গেলাম। এলডোস ইতিমধ্যে তার গাছের দু'ছড়া কলা ছাড়িয়ে কিছু আমাদের খেতে দিল আর কিছু একটা থালায় নিয়ে চটকে দলা পাকিয়ে রাখল। আমরা তার বাগান দেখতে বেরলাম। বাগানে পেঁপে, আনারস, কোকো গাছ, রাবার গাছ ও আরও কত কী। চোখে পড়ল দুটি কাঠের দণ্ডর ওপর লম্বালম্বি ভাবে চেরা একটা বাঁশ মাটির সঙ্গে সমান্তরালভাবে রাখা। এলডোস এই চেরা বাঁশের ভেতর কলার মণ্ডগুলি সাজিয়ে দিল আর আমাদের বলল, তার বাড়ির বারান্দায় চুপ করে অপেক্ষা করতে। মিনিটদশেক পরই আমাদের অবাক করে সেখানে ফলাহার করতে হাজির খান-ছয়েক মালাবার গ্রে হর্নবিল। এত কাছ থেকে তাদের কার্যকলাপ দেখে আমরা হতবাক। তারা নিজেদের মধ্যে খুনসুটি করে মহানন্দে ফলাহারে ব্যস্ত, এমন সময় তাদের উত্ত্যক্ত করতে হাজির একটা দুষ্টু কোকিল। একা কোকিলের অতগুলি বড় চেহারার হর্নবিলের সঙ্গে যুদ্ধ দেখার মতো।

সন্ধে হয়ে আসছে। আমাদের এখান থেকে যেতে হবে মুন্নার। কেরালার এক অচিন গাঁয়ে এত সুন্দর একটা দিন উপহার দেওয়ার জন্য এলডোসকে ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

প্রয়োজনীয় তথ্য

কীভাবে যাবেন

থাট্টেকাড যেতে হলে প্রথমে পৌঁছতে হবে এর্নাকুলাম। কলকাতা থেকে বিমানে চেন্নাই পৌঁছে, সেখান থেকে বিমান পাল্টে কোচিন বা এর্নাকুলাম যাওয়া যেতে পারে, অথবা যেতে হবে ট্রেনে। শালিমার থেকে এর্নাকুলাম যায় ১৬৩২৪ তিরুবনন্তপুরম এক্সপ্রেস (রবি, মঙ্গল) এবং ১২৬৬০ গুরুদেব এক্সপ্রেস (বুধ)। এছাড়া হাওড়া থেকে এর্নাকুলাম যায় ১২৫১৬ গুয়াহাটি-তিরুবনন্তপুরম এক্সপ্রেস (বৃহস্পতি) এবং ১২৫০৮ গুয়াহাটি-এর্নাকুলাম এক্সপ্রেস (শনি)।
থাট্টেকাড যেতে নিজের বাহন থাকাই ভালো। কোচিন থেকে গাড়ি ভাড়া করে যেতে হবে ৬০ কিলোমিটার দূরে থাট্টেকাড।

কোথায় থাকবেন

থাট্টেকাডে থাকার হোটেল নেই। চাইলে উৎসাহীরা হোম স্টে করতে পারেন এখানে। হোম স্টের খরচ বিভিন্ন রকম। দু'জনের জন্য খরচ ১,৫০০-৩,০০০ টাকা খাওয়া-দাওয়া সমেত। হোম স্টের ব্যাপারে বিশদ জানতে e-mail করতে পারেন: eldhose.kv@gmail.com বা এলডোসের ফোন নম্বরে: (☎০৯৪৪৭৪-৮৬৬৬৪)।
বন দপ্তরে থাকার জায়গার বুকিং করতে যোগাযোগ করুন:
The Wildlife Warden
Idukki Wildlife Division
Vellappara, Painavu
P.O: Idukki-685 603 ☎0486-232271
থাকতে না চাইলে দিনে দিনেও ঘুরে আসতে পারেন থাট্টেকাড।

কখন যাবেন

সেপ্টেম্বর থেকে মার্চ। বর্ষা হয় জুন-আগস্ট মাসে।

পরিযায়ী
টুরস অ্যান্ড ট্রাভেলস
পরিযায়ী-র
পুজো স্পেশাল দেশ ও বিদেশ
সারা ভারতে হোটেল ও গাড়ি বুকিং করা হয়

অমৃতসর- কাশ্মির-বৈষ্ণদেবী ১৯/১০
১৪রাত্রি ১৫ দিন - ১২,৫০০/-
স্বর্ণমন্দির, ওয়াঘাবর্ডার, গুলমার্গ
সোনমার্গ,পেহেলগাঁও

রাজস্থান-আগ্রা- ১৯/১০
১৫রাত্রি ১৬ দিন - ১৪,৫০০/-
যোধপুর,মাউন্ট আবু
উদয়পুর,আজমের,আগ্রা

ভুটান - ২০/১০
৬রাত্রি ৭দিন - ১২,৫০০/-
হাসিমারা,থিম্পু,পারো,পুনাখা

নেপাল- ২০/১০
৭রাত্রি ৮দিন- ১৩,৫০০/-
কাটমান্ডু,পোখরা,চিতওয়ান

মিশর- ১৯/১০এবং ০২/১১
৮রাত্রি ৯দিন -১৯৮০ ডলার
(আলেকজান্দ্রিয়া,আসোয়ান,নীল নদ)

ব্যাঙ্কক-পাটায়া- ২০/১০
৪রাত্রি ৫দিন- ৪৩০ডলার
এ্যালকাজার সো, কোরাল আইল্যান্ড
সাফারি ওয়ান্ড,মেরিন পার্ক

বাংলাদেশ- ২০/১০ ও ০২/১১
৭রাত্রি ৮দিন- ২৯০ডলার
ঢাকা, চট্টগ্রাম,রাঙামাটি,কক্সবাজার

প্রবীণ নাগরিকদের ক্ষেত্রে বিশেষ ছাড়
16, Golaghata Road, Kol-48
Call:- 7439066505/ 32635554
email- parijayetours@gmail.com
www.parijayetour.com

লেপাক্ষীর বীরভদ্র মন্দির

লেপাক্ষী হয়ে পেনুকোন্ডা

লেখা ও ছবি: শুভজিৎ মুখোপাধ্যায়

লেপাক্ষীর নন্দীমূর্তি

লেপাক্ষীর বীরভদ্র মন্দিরের শিল্পসুষমা দেখলে প্রাণ জুড়িয়ে যায়।
বীরভদ্র মন্দিরের দিকে মুখ করে বসে আছে এদেশের বৃহত্তম নন্দীমূর্তি।

পেনুকোন্ডার দুর্গ

বিশাখাপত্তনম স্টেশন থেকে দুপুর ১টায় ছাড়ল ভুবনেশ্বর-বেঙ্গালুরু ১৮৪৬৩ প্রশান্তি এক্সপ্রেস। রাজামুন্দ্রি, বিজয়ওয়াড়া, নান্দিয়াল, গুন্টাকল, ধর্মাভরম হয়ে পরদিন সকাল ৯টায় পৌঁছলাম হিন্দুপুর স্টেশনে। গন্তব্য লেপাক্ষী। এসেছি নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে। আবহাওয়া অতি চমৎকার। এখান থেকে কর্নাটকের রাজধানী বেঙ্গালুরুর দূরত্ব ১০০ কিলোমিটার।

হিন্দুপুর স্টেশনে নেমে প্রথমেই চলে যাই অটোস্ট্যান্ডের দিকে। অটোতে বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছে একটা হোটেলে পুরী, সবজি সহযোগে প্রাতরাশ সেরে নিই। কাছেই একটা হোটেলে ওঠা গেল। ভাড়া নিল দেড়শো টাকা। পর্যটক এখানে প্রায় আসে না বললেই চলে। তাই হোটেলে কোনও ভিড় নেই। ঘরভাড়া কম হলেও থাকার কোনও অসুবিধা হল না।

চটজলদি স্নান সেরে বেরিয়ে পড়লাম। হিন্দুপুর বাসস্ট্যান্ড থেকে ঘনঘন লেপাক্ষী যাওয়ার বাস ছাড়ছে। সরকারি, বেসরকারি দু'রকমের বাসই যাতায়াত করে। তবে আমি যে বাসস্ট্যান্ডে এসেছি, সেটা বেসরকারি বাসস্ট্যান্ড। বড়বড় জানালা বাসে। বেজায় ভিড়। সবাই স্থানীয় মানুষ। সঙ্গে প্রচুর লটবহর। জানালার ধারে আসন পেলাম। আমার সহযাত্রী এক রেলওয়ে কর্মচারী এবং হিন্দিটা বেশ ভালোই বোঝেন। আসছেন বেঙ্গালুরু থেকে, তাঁরও গন্তব্য লেপাক্ষী।

হিন্দুপুর বাসস্ট্যান্ড থেকে লেপাক্ষীর দূরত্ব ১৬ কিলোমিটার। রাস্তা খুবই ভালো। মাত্র আধঘণ্টার মধ্যেই পৌঁছে গেলাম লেপাক্ষীতে। লেপাক্ষী শব্দটির সঙ্গে রামায়ণের যোগসূত্র রয়েছে। তেলুগু ভাষায় 'লে' অর্থাৎ ওড়ো এবং 'পক্ষী' অর্থাৎ পাখি। সব মিলিয়ে 'ওড়ো পাখি'। লেপাক্ষী একাধারে বৈষ্ণব ও শৈবতীর্থ। রাবণ যখন সীতাহরণ করে লঙ্কার দিকে যাচ্ছিলেন, তখন রাবণের সঙ্গে অসম যুদ্ধে গুরুতর আহত হয়ে জটায়ু মাটিতে পড়ে যান। তখন সীতা জটায়ুকে উড়তে বলেন। তিনি বলেন, 'লে পক্ষী' অর্থাৎ ওড়ো পাখি।

অন্ধ্রপ্রদেশের অনন্তপুর জেলায় লেপাক্ষীর অবস্থান। বাস থেকে নামতেই চোখে পড়ে সুবিশাল এক নন্দীমূর্তি। এটি ভারতের বৃহত্তম নন্দীমূর্তি। সুন্দর সাজানো-গোছানো একটি বাগানের মধ্যে একখণ্ড গ্রানাইট পাথর কুঁদে তৈরি করা হয়েছে মূর্তিটি। নন্দীমূর্তিটির উচ্চতা ৯৫ ফুট এবং বিস্তার ২৭ ফুট। এর স্থানীয় নাম বাসভান্না। নন্দীর মুখ করা রয়েছে লেপাক্ষীর বিখ্যাত বীরভদ্র মন্দিরের দিকে। বাঁদিকে অন্ধ্রপ্রদেশ পর্যটনের রেস্ট হাউস।

লেপাক্ষীর সর্বশ্রেষ্ঠ আকর্ষণ বীরভদ্র মন্দির। ভারতে যে ১০৮টি বিখ্যাত শিবমন্দির আছে, তার মধ্যে বীরভদ্র মন্দির অন্যতম। বিজয়নগর সাম্রাজ্যের রাজারা দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন এলাকা জুড়ে স্থাপত্যের যে অনন্য নিদর্শন গড়ে তুলেছিলেন, তার একটি বীরভদ্র মন্দির। ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ মন্দিরটি তৈরি করে শিব বা বীরভদ্রের প্রতি উৎসর্গ করা হয়। মন্দিরটি তৈরি করেন বিজয়নগর রাজ অচ্যুৎ রায়। মন্দিরের চারদিকে সারিবদ্ধ অলিন্দ। মন্দিরের প্রধান দ্রষ্টব্য নাটমণ্ডপ। ৭০টি স্তম্ভের ওপর ভর করে নাটমণ্ডপটি গড়ে উঠেছে। স্তম্ভগুলির কারুকার্য

মন্দিরের প্রধান দ্রষ্টব্য নাটমণ্ডপ। ৭০টি স্তম্ভের ওপর ভর করে নাটমণ্ডপটি গড়ে উঠেছে। স্তম্ভগুলির কারুকার্য দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। কথিত আছে, এই স্তম্ভগুলি নৃত্যের তালে তালে দুলে উঠত। স্তম্ভগুলি ওপরে ছাদের সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু নীচের অংশটি মাটির সঙ্গে যুক্ত ছিল না। তবে বর্তমানে এমন স্তম্ভ আছে গোটা দুই-তিন।

দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। কথিত আছে, এই স্তম্ভগুলি নৃত্যের তালে তালে দুলে উঠত। স্তম্ভগুলি ওপরে ছাদের সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু নীচের অংশটি মাটির সঙ্গে যুক্ত ছিল না। তবে বর্তমানে এমন স্তম্ভ আছে গোটা দুই-তিন। বাদবাকি স্তম্ভগুলি মেঝের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। স্তম্ভগুলিতে খোদাই করা আছে নৃত্যরত শিব, নন্দী, রম্ভা, ব্রহ্মা ছাড়াও অন্যান্য দেবদেবী। দেবদেবীরা তালবাদ্য, বীণা ছাড়াও বিভিন্ন ধরণের বাদ্যযন্ত্র বাজাচ্ছেন। নাটমন্দির থেকে বেরিয়ে সামান্য এগোলেই নজরে আসে এক অপূর্ব দুর্গামূর্তি।

এরপর দেখে নিলাম অসম্পূর্ণ কল্যাণ মণ্ডপটি। এর অনবদ্য কারুকার্য থেকে চোখ ফেরানো যায় না। বীরভদ্র মন্দিরের গর্ভমন্দিরের সামনের সিলিংয়ে রয়েছে এশিয়ার বৃহত্তম ম্যুরাল চিত্র।

দেখে নিলাম বীরভদ্রের মূর্তি। পাশে আরেকটি মন্দিরে বীরভদ্রের স্ত্রী মঙ্গলচণ্ডীর মূর্তিও আছে। অপর একটি মন্দিরে রয়েছে শিবলিঙ্গ। শিবলিঙ্গের মাথার ওপর সিলিংয়ে খোদিত গঙ্গাধর মূর্তি দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল। এখানকার শিবলিঙ্গটির নাম পশুপতিনাথ, শিবলিঙ্গের মাথার ওপর সাপের ফণা ছাতার মতো। এছাড়াও রয়েছে বৃহৎ গণেশ মূর্তি। বীরভদ্র মন্দির দর্শন করতেই এক বেলা লেগে গেল।

মন্দির দেখে বাইরে বেরিয়ে এলাম। লেপাক্ষী-বেঙ্গালুরু বাস ধরে চলে এলাম হিন্দুপুর। দুপুর তিনটে নাগাদ হিন্দুপুরের একটি রেস্তোরাঁয় ভাত, সম্বর, ঢ্যাঁড়শভাজা এবং পাঁপড় দিয়ে মধ্যাহ্নভোজন সেরে নিলাম। খাওয়া শেষ করে চলে এলাম সরকারি বাসস্ট্যান্ডে। হিন্দুপুর থেকে পেনুকোন্ডাগামী বাস ছাড়ল সাড়ে তিনটে নাগাদ। হিন্দুপুর থেকে পেনুকোন্ডার দূরত্ব ৩৫ কিলোমিটার। বিকেল ৪টে নাগাদ পৌঁছে গেলাম পেনুকোন্ডা।

বিজয়নগর রাজ্যের একসময়ের রাজধানী ছিল পেনুকোন্ডা। কোনও এক সময় এই অঞ্চল গভীর জঙ্গলে ঘেরা ছিল। স্থানীয় দুই ব্যক্তি চিক্কা ও'দায়ার এবং ক্রিয়াশক্তি ও'দায়ার সেই সময় শহর তৈরি করার কাজে মন দেন। ক্রিয়াশক্তি ও'দায়ার জঙ্গল পরিষ্কার করে তৈরি করেন পেনুকোন্ডা শহর এবং চিক্কা ও'দায়ার নির্মাণ করেন ধর্মাভরম শহরটি। পেনু শব্দের অর্থ বড় এবং কোন্ডা শব্দের অর্থ পাহাড়। শহরটি বড়বড় কয়েকটি টিলার ওপর অবস্থিত।

পেনুকোন্ডার প্রধান দ্রষ্টব্য এখানকার দুর্গ। দুর্গের ভিতরে গড়ে উঠেছে একটা শহর। সেখানে দোকান, বাজার সবই আছে। ভিতরে গাড়ি, অটো, বাইক চলছে। যদিও এদিকে ওদিকে দেওয়াল ভেঙে পড়েছে। এই দুর্গ দেখতে পর্যটক বেশি আসেন না, তাই সরকারেরও তেমন নজর নেই।

কেল্লার ইতস্তত ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে ঐতিহাসিক নানা সম্পদ। বিরাট এলাকা নিয়ে গড়ে উঠেছিল দুর্গটি। দুর্গটি তৈরি করেছিলেন বীরুপান্না। গাইড জানালেন, দুর্গটি এতই দুর্ভেদ্য ছিল যে, কেউই এই দুর্গ পুরোপুরি দখল করতে পারেননি। কেল্লার প্রধান প্রবেশপথ ইয়েরামাঞ্চি গেট। গেটের পাশেই রয়েছে পাথরে খোদাই করা হনুমান মূর্তি। গেট দিয়ে ঢুকে কয়েকশো মিটার দূরেই গগনমহল। গাইড জানালেন,

বিজয়নগরের রাজাদের গ্রীষ্মকালীন আবাস ছিল এখানে। গগনমহলের সংস্কার-কার্য চলছিল বলে ঘুরে দেখতে পারলাম না। তবে জানা গেল, এমন ব্যবস্থা করা ছিল যাতে গ্রীষ্মে ভিতরের পরিবেশ শীতল থাকে।

পেনুকোন্ডা দুর্গে রয়েছে কাশী বিশ্বনাথ মন্দির, আদিলক্ষ্মী মন্দির, চেঞ্চুলক্ষ্মীদেবী মন্দির, নরসিংহদেবী মন্দির। অনুমান করা হয় দুর্গের পুরো এলাকা জুড়ে ৩৬৫টি মন্দির তৈরি করা হয়েছিল। এই সঙ্গে দেখে নিলাম শের খাঁ মসজিদ। দুর্গের চারদিকে গভীর পরিখা খনন করা ছিল, তাতে থাকত কুমির। ১৫৬৫ খ্রিস্টাব্দে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের যখন পতন ঘটে, তখন হাম্পি থেকে বিজয়নগরের রাজারা পেনুকোন্ডায় এসে বসবাস শুরু করেন। কোনও একসময় হায়দার আলি ও টিপু সুলতানও দুর্গের অধিপতি ছিলেন। ১৮০০ সালে দুর্গের দখল যায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে। পেনুকোন্ডা দেখে যখন হিন্দুপুর ফিরে এলাম তখন সন্ধে নেমেছে।

প্রয়োজনীয় তথ্য

কীভাবে যাবেন

হাওড়া থেকে হিন্দুপুর যাওয়ার সরাসরি কোনও ট্রেন নেই। তবে ১২৮৬৩ যশোবন্তপুর এক্সপ্রেস বা ১২২৪৫ দুরন্ত এক্সপ্রেস (মঙ্গল, বুধ, শুক্র, শনি, রবি) ধরে যশোবন্তপুর নেমে গাড়ি বা বাসে যেতে পারেন হিন্দুপুর। বেঙ্গালুরু থেকে দূরত্ব ১০০ কিলোমিটার। আবার হাওড়া থেকে ১২৮৩৭ পুরী এক্সপ্রেস, ১৮৪০৯ জগন্নাথ এক্সপ্রেস, ১২৮৬৩ যশোবন্তপুর এক্সপ্রেস প্রভৃতি ট্রেনে ভুবনেশ্বর নেমে ভুবনেশ্বর থেকে ধরতে পারেন ১৮৪৬৩ প্রশান্তি এক্সপ্রেস। এই ট্রেনটি সরাসরি হিন্দুপুর যায়। অন্যভাবে হাওড়া থেকে প্রতি বুধবার দুপুর ৩টে ৫০ মিনিটে ছাড়ে ১২৫৭১ প্রশান্তি নিলয়ম এক্সপ্রেস। ট্রেনটি বৃহস্পতিবার রাত ১০টা ২৫ মিনিটে পৌঁছয় প্রশান্তি সত্যসাঁই নিলয়ম। এখান থেকে হিন্দুপুরের দূরত্ব ৫৭ কিলোমিটার। হাওড়া থেকে ১৮০৪৭ অমরাবতী এক্সপ্রেস সোম, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনিবার রাত সাড়ে ১১টায় ছেড়ে তৃতীয় দিন ভোর ৪টেয় পৌঁছয় গুন্টাকল। গুন্টাকল থেকে হিন্দুপুর যায় ৫৬৫০৪ বেঙ্গালুরু প্যাসেঞ্জার, ১২৬২৮ কর্নাটক এক্সপ্রেস, ১৮৪৬৩ প্রশান্তি এক্সপ্রেস, ১১০১৩ কোয়েম্বাটুর এক্সপ্রেস ছাড়া নানা ট্রেন।

কোথায় থাকবেন

হিন্দুপুরে রাত্রিবাসের জন্য বাস টার্মিনাসের পাশে বেশ কিছু বেসরকারি হোটেল রয়েছে। **ট্যুরিস্ট লজ** (☎০৮৫৫৬-২২১২৮৪), ভাড়া ৩০০ টাকা। **মারুতি লজ** (☎০৮৫৫৬২-২২২৯৩), ভাড়া ৩৫০ টাকা। **শৈল লজ** (☎০৮৫৫৬২-২১৭৩৬), ভাড়া ৩৫০ টাকা। **পাল্লা রেসিডেন্সি** (☎০৮৫৫৬২-২৪৯৫৯), ভাড়া ৫০০-৯৫০ টাকা। লেপাক্ষীতে আছে অন্ধ্রপ্রদেশ পর্যটনের **গেস্টহাউস**, ভাড়া ২০০ টাকা। স্পট বুকিং হয়।

ফটোগ্রাফীর সহজপাঠ
ভ্রমণ-এর নিয়মিত ফটোগ্রাফার অর্ঘ্য চ্যাটার্জীর কাছে হাতেকলমে শিখুন 'বেসিক স্টিল ফটোগ্রাফী' সঙ্গে কম্পিউটারে ফটো এডিটিং।
98360 36387(M)

ক্লাসিক ট্যুরিজম
সুকান্ত ভট্টাচার্য্য পরিচালিত
কাশ্মীর-বৈষ্ণোদেবী 8/6, 20/10, 30/10, হিমাচল/কুমায়ুন 25/5, 8/6, মেঘালয়/অরুণাচল 19/5, নেপাল 25/5, 8/6, গ্যাংটক-পেলিং 25/5, 8/6, লে-লাদাখ 30/6, 28/7, 25/8, 28/9
ইচ্ছেমতো আন্দামান
সারা ভারত হোটেল বুকিং
60, লেনিন সরণি (২য় তল), কলকাতা-13.
Ph: 2227-1850, 2725-8860
M: 94331 86406, 98306 12127
Website: www.classictourism.com

Club DESTINY THE TOUR LEADER
বাঙালির ভ্রমণ, ভ্রমণের ভরসা
কাশ্মীর 19/10, 24/10, 31/10, সিমলা-মানালি 19/10, 1/11, উত্তর ভারত 22/10, 1/11, রাজস্থান 18/10, 25/10, দক্ষিণ ভারত 25/10, 31/10, মুম্বাই-গোয়া 22/10, কেরালা 25/10, 10/12, নেপাল 21/10, 31/10, ভাইজ্যাগ-আরাকু 20/10, 31/10, ভাইজ্যাগ-হায়দ্রাবাদ 20/10, 31/10, নৈনিতাল 20/10, 30/10.
আন্দামান 9500/- (যে-কোনও দিন ন্যূনতম 8 জন)
8, Lenin Sarani, Kolkata-13. Ph: 2228-3246, 98315 40968, 9163794490 9804400261

Promoting Nepal Tourism-এ
Kailash Mansarovar
Dream Indo Nepal Tours & Travels Pvt. Ltd.
(Authorised by Nepal Tourism Board, Ministry of Tourism, Govt. of Nepal)
নেপাল ও কৈলাস মানসসরোবর
● সহজে ও সস্তায় কৈলাস মানসযাত্রা ● হোটেল/গাড়ি বুকিং
● মুক্তিনাথ যাত্রা ● নেপালের সর্বত্র ভ্রমণের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান।
H.O.- Satghumti thamel, Kathmandu, Nepal. City office- 156A, Lenin Sarani, Kamalalaya Centre, 1st Floor, F/43, Kolkata-13. 2215-2041, 98316 63939.

হিমালচূড়া
অনুমোদিত বুকিং সংস্থা
গাড়োয়াল: খিরসু, পউরি, আউলি, রুদ্রপ্রয়াগ, মুসৌরি, ধনৌলটি, হরসিল, সিয়ালসোর
প্যাকেজ: কেদারবদ্রী-গঙ্গোত্রী-যমুনোত্রী
কাশ্মীর: জম্মু, শ্রীনগর, সোনমার্গ, গুলমার্গ, পহেলগাঁও, পাটনিটপ, কাটরা, যুসমার্গ, আহাবল, কোকোরনাগ
হিমাচল: সিমলা, মানালি, ডালহৌসি, চাম্বা, খাজিয়ার, ধরমশালা, সাংলা, কল্পা, সারাহান, ছিটকুল, কাজা, নাকো, টাবো
কর্নাটক: মহীশূর, বেলুড়, হ্যালেবিদ, হাম্পি, বাদামি, যোগফলস, নন্দীহিলস, মাদিকেরি, বিজয়নগর, শ্রীরঙ্গপত্তনম
কুমায়ুন: নৈনিতাল, বিনসর, শীতলাখেত, কৌশানি, মুন্সিয়ারি, চৌকরি, পাতালভুবনেশ্বর, মুক্তেশ্বর
পশ্চিমবঙ্গ: দার্জিলিং, কালিম্পং, কার্শিয়াং, শান্তিনিকেতন, মুকুটমণিপুর, দীঘা
ওড়িশা: পুরী, বারকুল, রম্ভা, গোপালপুর, চাঁদিপুর, পঞ্চলিঙ্গেশ্বর
উত্তরপ্রদেশ: আগ্রা, বেনারস, এলাহাবাদ, লখনউ
মহারাষ্ট্র: অজন্তা, ঔরঙ্গাবাদ, মহাবলেশ্বর, গণপতিপুলে, সিরডি, তারকারলি
গোয়া: পানাজি, ক্যালাঙ্গুটে, কোলবা, মিরামার, মারগাঁও
এছাড়া প্রাইভেট হোটেল ও গাড়ি বুকিং
P-263, CIT ROAD, Phulbagan, Near SBI, Kolkata-700 010
Ph: 033-23708004/23633000/3366
Visit: www.himalchura.in
e-mail: himalchura@gmail.com

PANCHAK TOURS & TRAVELS
6, Madan Street, 1st Floor, Kolkata - 700 072
Call : 64502916 / 9830071017 / 9830412472
Specialist in :
Bhutan :-
Package & Hotel + Transport Booking
Silk Route :-
Package, Hotel & Transport Booking
Dooars Package :- Any day.
Own Hotels in
Lataguri - PANCHAK RESORT
Pelling - HOTEL PANCHAK
Rishyap - NEORA VALLEY RESORT
Rabangla - NEW D'ZONGRI.
Authorised Booking Agent -
HOTEL SINGEY - Thimpu
HOTEL LAKHI Yangchak- Paro

গারুচিরা বনবাংলোয়

লেখা ও ছবি: পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়

উত্তরবঙ্গের গারুচিরার বনবাংলোয় গ্রীষ্মের দুটিদিন কাটাতে ভালো লাগবে।

গারুচিরা বনবাংলো

মাকরাপাড়া চা-বাগানে

ভুটান সীমান্তে গোমটু পাহাড়ের গায়েই পাহাড়ি নদী আর জঙ্গল। দু-পাশে সবুজের ঢেউ জাগানো মাকরাপাড়া ও বান্দাপানি চা-বাগান। বাগান শেষ হলে শুধুই সেগুনে সমৃদ্ধ বান্দাপানির গহীন অরণ্য। সারিবদ্ধ পাহাড়ের পায়ের কাছে অরণ্য ভেদ করে বয়ে চলেছে পাহাড়ি নদী— খাগড়াখোলা আর সুক্তিখোলা। অরণ্যপ্রান্তে চাষের জমি আর সামান্য কয়েক ঘর নিয়ে গ্রাম। গ্রামের নাম গারুচিরা।

২০১১-র মে মাসে আমরা ছয় বন্ধু এসেছি উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলার গারুচিরায়। প্রথমে দলগাঁও স্টেশন। সেখান থেকে দলগাঁও রেঞ্জ অফিস। জায়গাটা বীরপাড়ার অন্তর্গত, হলেও ইংরেজ আমল থেকে স্টেশনের নাম দলগাঁও। স্টেশন থেকে গারুচিরা মাত্র ১৬ কিলোমিটার।

গ্রামের বাসিন্দারা অধিকাংশ নেপালি ও আদিবাসী। প্রায় কুড়ি বিঘে সমতল জায়গার ওপর গড়ে উঠেছে গারুচিরা ভিলেজ ইকো ট্যুরিজম।

সবুজ বাগানের একধার দিয়ে পরপর দুটি কাঠের বাংলো, গম্বুজাকৃতির ডাইনিং হল নিয়ে গারুচিরা পর্যটন কেন্দ্রের অবস্থান এককথায় অনবদ্য। এককোণে একটি পর্যবেক্ষণ মিনার।

এ তিনদিন সুদৃশ্য কাঠের বাংলোদুটি আমাদের দখলে। আজ আর কোথাও ছোটাছুটির ব্যাপার নেই। সন্ধে নামতে বাংলোয় সৌরশক্তির আলো জ্বলে ওঠে। কিন্তু আলো নিভিয়ে বসে থাকি। জ্যোৎস্নাধারায় বিশ্বচরাচর ভেসে যাচ্ছে। সন্ধের চা-পান পকোড়া সহযোগে শেষ হয়েছে। একসময় রাতের আহারের ডাক পড়ে।

ভোর না হতেই জানালা খুলে দিই। উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিম সব মিলিয়ে ঘরে দশটি জানালা। পরেশ ক্যামেরা নিয়ে পাখির সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে। এখানে মেলে ওরিয়ল, ল্যাপউইং, প্যারাডাইস ফ্লাইক্যাচার, বারবেট, রোলার, হিল ময়না আর নানা প্রজাতির টিয়া। আজ আকাশের মুখ ভার। কালো মেঘের অস্থির ওড়াউড়ি। ঝিরঝিরে বৃষ্টিও শুরু হয়। তারই মাঝে কাজে আসে গ্রামের ছেলে-মেয়েরা। পর্যটকদের সারাদিনের খাবার-দাবার প্রস্তুত করা, জলের ব্যবস্থা করা, ঘর-দোর পরিষ্কার করা ইত্যাদি এদের কাজ। বনবিভাগের স্বনিযুক্তি প্রকল্পের সদস্য এরা। চা শেষ হতে হতে বৃষ্টি ধরে আসে। ঝোপ-ঝাড়ের আড়াল থেকে ময়ূরের দেখা মেলে। আর ঠিক তখনই বনসজনার ডালে একটা বসন্তবৌরি এসে বসে।

জলখাবারের পালা শেষ করে আমরা প্রস্তুত। ওদিকে গাড়ি ধুয়ে-মুছে সাফ করে যাত্রার অপেক্ষায় চালক ও গাইড সুশান্ত। পিচ-রাস্তার

ছোট, মাঝারি, বিশালাকৃতি সব মিলিয়ে হস্তিকুলের মহাসম্মেলন চলছে। বনসুম নামের সুগন্ধযুক্ত লম্বা কচি ঘাস এ সময়ে চা-গাছের গোড়ায় জন্মায়। তারই সন্ধানে হাতির দলের আনাগোনা বাড়ে। সংখ্যায় পঁয়ত্রিশটি হাতি। তার মধ্যে পাঁচটি দাঁতাল।

দু-ধারে চা-বাগান। মাকরাপাড়া ও বান্দাপানি বেশি দূর নয়, মাত্র দুই কিলোমিটার। পৌঁছলাম ভুটানের গোমটু পাহাড়ের গায়ে মাকরাপাড়া কালীমন্দিরে। ভারত-ভুটান সীমান্ত এলাকায় এই মন্দির। সিঁড়ি ও মন্দির সবই লাল-রঙা। মন্দিরের পাশেই সাদা গম্বুজে ভুটানের সীমানা নির্দেশিত। কালীমন্দিরের পিছনে গোমটু পাহাড়ের মাথায় বৌদ্ধ গুম্ফা। সেখানে যখন পৌঁছলাম গুম্ফা তখন বন্ধ। প্রজ্জ্বলিত একশ প্রদীপের ঘরটি বাইরে থেকে দর্শন করলাম। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে চারশো বাহান্নটি সিঁড়ি পার হয়ে আগে এই গুম্ফায় আসতে হত। এখন পিচরাস্তা ধরে গাড়ি আসে। গারুচিরা বাংলো থেকে গুম্ফার চূড়া ও আলো পরিষ্কার দেখা যায়।

ভুটান পাহাড়ের ঝরনার জলেই জন্ম হয়েছে সুক্তিখোলা, খাগড়াখোলা ও রেতি নদীর। সীমান্তে পরিচয়পত্র দেখিয়ে একঘণ্টার ভ্রমণে দেখা হল সুক্তিখোলা রিভারবেড এবং এর পাড়েই গড়ে ওঠা ভুটানের দু-দুটি সিমেন্ট কারখানা— লাখি ও পেনডেন্ট। মাকরাপাড়া টি-এস্টেটের ম্যানেজার, আমাদের প্রত্যেককে একটি করে চায়ের প্যাকেট উপহার দিলেন।

প্রয়োজনীয় তথ্য

কীভাবে যাবেন

১৩১৪৯ কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস ট্রেনটি শিয়ালদা থেকে রাত সাড়ে ৮টায় ছেড়ে সরাসরি দলগাঁও পৌঁছয় পরদিন সকাল ৯টা ৫৮ মিনিটে।

এছাড়া শিয়ালদা বা হাওড়া থেকে নিউ জলপাইগুড়ি যায় ১২৩৪৩ দার্জিলিং মেল, ১২৩৪৫ সরাইঘাট এক্সপ্রেস, ১৩১৪১ তিস্তা- তোর্সা এক্সপ্রেস, ১৩১৪৭ উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস, ১৫৬৫৭ কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস, ১৫৯৫৯ কামরূপ এক্সপ্রেস ছাড়াও নানা ট্রেন।

নিউ জলপাইগুড়ি থেকে ১৫৭৬৫ ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস ট্রেনটি সকাল ৫টা ৪৫ মিনিটে ছেড়ে দলগাঁও পৌঁছয় সকাল ৭টা ৫৬ মিনিটে। ১৫৭৬৭ ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস ট্রেনটি বিকেল ৪টে ৫০ মিনিটে নিউ জলপাইগুড়ি থেকে ছেড়ে দলগাঁও পৌঁছয় রাত ৭টা ৩৬ মিনিটে। এছাড়া ১৪০৮৪ সিকিম-মহানন্দা এক্সপ্রেস ট্রেনটি নিউ জলপাইগুড়ি থেকে দুপুর ১টা ৪৫ মিনিটে ছেড়ে দলগাঁও পৌঁছয় বিকেল ৪টে ২ মিনিটে।

হাসিমারার আগের স্টেশন দলগাঁও। স্টেশন থেকে গারুচিরা ইকোক্যাম্প ১৬ কিলোমিটার। এছাড়া কলকাতা থেকে বিমানেও বাগডোগরা চলে আসতে পারেন। সেখান থেকে গাড়িতে ১৪০ কিলোমিটার।

কোথায় থাকবেন

গারুচিরায় থাকার জন্য রয়েছে ৩টি কটেজ। একটি ফ্যামিলি-রুমে দুটি শিশুসমেত চারজন থাকতে পারেন। ঘরপ্রতি ভাড়া ৬০০ টাকা। প্রাতরাশ, মধ্যাহ্নভোজন, বিকেলের খাবার এবং নৈশভোজ মিলিয়ে মাথাপিছু খাওয়া খরচ ২৯০ টাকা। এছাড়া অন্য খাবার নিলে অতিরিক্ত খরচ দিতে হবে। ঘোরাঘুরির জন্য গাইড চার্জ ১০০ টাকা। ঘর বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ:

ডি এফ ও
জলপাইগুড়ি ডিভিশন অরণ্যভবন
কালেক্টরেট অ্যাভিনিউ
জলপাইগুড়ি
☎(০৩৫৬১) ২৩২-০১৬
ফ্যাক্স: (০৩৫৬১) ২২২-২১৮
পিন: ৭৩৫-১০১।

গাড়ির জন্য যোগাযোগ করা যেতে পারে বিশ্বজিৎ দাস (☎৯৭৩৩১-৪১০৯১)।

সুমো জাতীয় গাড়িতে দলগাঁও থেকে গারুচিরা গিয়ে দ্রষ্টব্যস্থান ঘোরাঘুরির পর একরাত থেকে পরদিন আবার দলগাঁও পৌঁছতে তেল ও ড্রাইভারসমেত গাড়িভাড়া পড়বে ২,০০০ টাকা।

বাংলোর ডাইনিং হলে দুপুরের আহারে খেলাম কাজলি মাছের ঝাল। তিস্তা-তোর্সায় পাওয়া যায় খট্টি, জাওয়ারি, ধোকসা, ডিঙ্গা ও বরুলি নামের স্বাদু মাছ। আহারপর্ব সাঙ্গ হতে বিস্তীর্ণ বাগানে অলস পায়চারি করছি, এমন সময় বন সুরক্ষা কমিটির সদস্য গাইড দীপক থাপা বিকেল চারটে নাগাদ বেরবার জন্য প্রস্তুত থাকতে বলে চলে গেল। কারণ, খবর আছে, মাকরাপাড়া চা-বাগানে হাতি আসবে।

নির্ধারিত সময়ে চা-বাগানে গিয়ে দেখি, ছোট, মাঝারি, বিশালাকৃতি সব মিলিয়ে হস্তিকুলের মহাসম্মেলন চলছে। বনসুম নামের সুগন্ধযুক্ত লম্বা কচি ঘাস এ সময়ে (অর্থাৎ এপ্রিলের শেষ থেকে জুন পর্যন্ত) চা-গাছের গোড়ায় জন্মায়। তারই সন্ধানে হাতির দলের আনাগোনা বাড়ে। সংখ্যায় পঁয়ত্রিশটি হাতি। তার মধ্যে পাঁচটি দাঁতাল। একটার পর একটা বাগান দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। হস্তিদর্শন পালা চলল প্রায় পৌনে দু-ঘণ্টা। হস্তিদর্শনে এতটাই তৃপ্তি পাওয়া গেল যে, বাংলোর অদূরে সেগুন অরণ্যের নজরমিনার হানিমুন কটেজ থেকে রাতে হাতি দেখার রোমাঞ্চকর পরিকল্পনা বাতিল করা হল।

পরদিন আবার একটা মেঘলা আকাশ নিয়ে ভোর হল। কাল রাতে আকাশ বেশ পরিষ্কার ছিল। বাংলোর ঘরে বসে দূরে পাহাড়ের গায়ে ভুটানের ঘর বাড়ির আলো দেখতে দেখতে রাত কাবার। আজ ভোর হতেই ঝিরঝিরে বৃষ্টি শুরু। তবে একসময় বৃষ্টি থেমে রোদ ওঠে। জলখাবারের পালা শেষ করে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। বান্দাপানি অরণ্য-প্রান্তে খাগড়াখোলা নদী। এখন অবশ্য জলহীন শুষ্কপ্রান্তর। নদীর পাশেই সুদৃশ্য ইন্সপেকশন বাংলো। রাত্রিযাপনের জন্য দুটি ঘর আছে।

এখানে কিছুক্ষণ কাটিয়ে এগিয়ে চলি। অরণ্য শেষ হতেই বান্দাপানিগঞ্জ। কয়েক ঘর নেপালি ও আদিবাসী মানুষের ঠিকানা। আড়াআড়িভাবে খাগড়াখোলা রিভার বেড অতিক্রম করে গাড়ি অরণ্যঘেরা পিচরাস্তা ধরে। পিচরাস্তা একসময় শেষ হয় রেতি নদীর ধারে এসে। এখন নেহাতই রিভার বেড। পাশেই রয়েছে রেতির জঙ্গল। আশ্চর্য, এখানেও শালগাছ নেই। কেবলই সেগুন আর জারুল। মাঝে মধ্যে দু-চারটে চিলনি আর লাপচে।

রেতি অরণ্যের মধ্য দিয়ে পৌঁছেছি কালাপানি জঙ্গলে। নদীর নাম কালিনদী। এ অরণ্যের মাটি আশ্চর্যরকমের কালো। সরু নদী জঙ্গলের ভেতর দিয়ে বয়ে গেছে। দূর থেকে দেখলে মনে হয় কালো রঙের জল। সেই কারণেই নাম কালিনদী ও কালাপানির অরণ্য। গভীর গা ছমছমে অরণ্য। গাইড ছাড়া ঢোকা নিষিদ্ধ। গাড়ি নিয়ে ঘুরলেও বেশ ভয় ভয় করে। জঙ্গলের মধ্যেই রয়েছে পাহাড়ি ঝরনা।

দুপুরের আহারপর্ব সমাধা হতে চোখ গেল বাংলোর কুড়ি বিঘা জমির বাইরের অরণ্যের ঝোপঝাড়ে। অল্প আগে সেখানেই দেখা গিয়েছে দুটি মাঝারি আকৃতির হাতি। বাংলোর এত কাছে! বিশ্বাসই হতে চায় না। ঘণ্টাখানেক বাদে, সাহস করে সবাই মিলে এগিয়ে যাই ঝোপ অতিক্রম করে খাগড়াখোলা নদীতে। নদীর ওপারে আবার অরণ্যের শুরু। কিছু বাদে অরণ্য-গভীরে একপাল হাতি প্রবেশ করল। বাংলোর পরিচারক প্রেমবাহাদুর বলল এ হচ্ছে কালকের মাকরাপাড়া চা-বাগানে ঘোরা হাতির দলের একটা অংশ।

দুপুর গড়িয়ে গারুচিরায় সন্ধে নামে। কালই ছেড়ে যেতে হবে গোমটু পাহাড়ের কোলে, ডুয়ার্সের অনন্য এই প্রকৃতি।

ভাইজ্যাগে বাঙালি পরিচালিত হোটেল
SAI RESIDENCY
Non AC 600/-, A C 900/-
হোটেল বুকিংয়ে 25% ছাড়
১ মার্চ থেকে ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত
প্যাকেজ: কোল-কোল
[4 জনের Non A C @ 4500/-, A C @ 6500/-]
ভাইজ্যাগ-ভাইজ্যাগ
[4 জনের Non A C @ 3000/-, A C @ 4500/-]
Club Destiny 22283246, 9831540968 9874422811

TREKS & TOURS
কৈলাস ও মানস (গাড়িতে/হেলিকপ্টারে) 25/5, 10/6, 25/7, 24/8
সমগ্র লাদাখ (৮/১৫/২০ দিন) 22/5, 30/5, 17/6, 26/8
দামোদর কুণ্ড (নারায়ণ শিলা দর্শন হেলিকপ্টারে) May to Sept.
লাসা, রংবুক ও বেজিং (গাড়িতে/হেলিকপ্টারে) May to Sept.
মুক্তিনাথ
সমগ্র নেপাল 1/5, 1/11
সমগ্র কুমায়ুন (৩৭টি স্থান).....9/12
অরুণাচল.....13/5, 21/10
উত্তর ও পূর্ব সিকিম.....6/4, 21/10
লাহুল স্পিতি ও কিন্নর.....18/9
নাগাল্যান্ড ও মণিপুর
মিজোরাম ও ত্রিপুরা ... 25/11, 3/2
লাক্ষাদ্বীপ (৩/৭টি দ্বীপ)..... Any day From Oct. to May
ট্রেকিং: কালাপাথর, ফোকসুমদো লেক, ল্যাংট্যাং, গোসাইকুণ্ড, এরাউন্ড অন্নপূর্ণা, অন্নপূর্ণা বেসক্যাম্প, আদি কৈলাস, মিলাম, পিন্ডারি, মণিমহেশ, ভ্যালি অব ফ্লাওয়ার্স, পঞ্চচুল্লি, রূপকুণ্ড
কর্পোরেট, অফিস, স্কুল, কলেজ অথবা ফ্যামিলি যে-কোনও ধরণের গ্রুপ ট্যুর প্যাকেজ প্রয়োজনমতো ব্যবস্থা করা হয়
9, Lalbazar Street. Marcantile Building 1st Fl. Block-E, Kolkata-700001
37, Deshpran Sasmal Road, Howrah-1
Web: www.treksandtours.com
E-mail: treksandtours@gmail.com
9433073745 • 2119-9000
9432369253 • 2643-9253

DREAMZ The Wheels Tours & Travels
Administrative Office: 171F, Rash Behari Avenue, Kolkata-700 019. Ph: 2440 2881, 2460 1886
CG-147, Salt Lake City, Kolkata-700 091. Ph: 3254 4242, Fax: 2460 1886
Registered Office: 10, Dr. Sarat Banerjee Road Kolkata-700 029.
Website: www.dreamzgroup.co.in
E-mail: wheelstt@hotmail.com

We Plan, We arrange ..... you just travel

Arunachal 10 Nts/11 Days
18/05/12, 25/05/12
Guwahati (1N), Bhalukpong / Nameri (2N), Tipi, Bomdilla (1N), Sela Pass, Tawang (3N), Bumla Pass, Madhuri Lake, Dhirang (1N)

Kinnaur 11 Nts/12 Days
19/05/12, 26/05/12, 02/06/12
Shimla (1N), Narkanda, Sarahan (1N), Sangla (2N), Chitkul, Recong Peo, Kalpa (2N), Nako, Rampur (1N)

Dooars-Jungle 08 Nts/09 Days
28/04/12, 12/05/12, 19/05/12, 26/05/12
Rajabhatkhawa (2N), Buxa, Jayanti, Barodabri (2N), Jaldapara W S, Chilapota Forest, Jhalong, Bindu, Samsing, Suntaleykhola (1N), Garumara WS, Lataguri (1N)

Kedar Badri 10 Nts/11 Days
19/05/12, 02/06/12
Haridwar (1N), Rishikesh, Devprayag, Guptakasi (1N), Kedarnath (1N), Guptakasi (1N), Badrinath (2N), Rudraprayag (1N)

Kumaon 12 Nts/13 Days
13/05/12, 26/05/12
Ranikhet (1N), Kausani (1N), Bageswar, Birthi, Munsiyari (2N), Chaukori (1N), Patal-Bhubaneswar, Binsar (1N), Almora, Nainital (2N)

Bhutan 08 Nts/ 09 Days
20/05/12, 02/06/12
Phuentsholing (1N), Thimpu (3N), Paro (2N), Punakha

Shillong 07 Nts / 08 Days
20/05/12, 27/05/12
Guwahati, Barapani (1N), Shillong (4N), Mawjinbuin, Mawsynram, Cherrapunjee, Laitkynsew

Kashmir 13 Nts / 14 Days
18/05/12, 03/06/12
Katra (2N), Vaishnodevi, Pahalgam (2N), Sonamarg (1N), Srinagar (2N), Houseboat (1N), Patnitop (1N)

বরফ জমা লাদাখে

লেখা ও ছবি: অশোক দিলওয়ালি

নিমুতে সিন্ধুনদ ও জাঁসকরের সঙ্গম

লামায়ুরু মনাস্ট্রির কাছে লেখক

বিশিষ্ট হিমালয়-আলোকচিত্রীর কলমে-ক্যামেরায় ধারাবাহিক হিমালয় দর্শন। এ বছরের মার্চের গোড়ার অভিজ্ঞতা এই লেখায়।

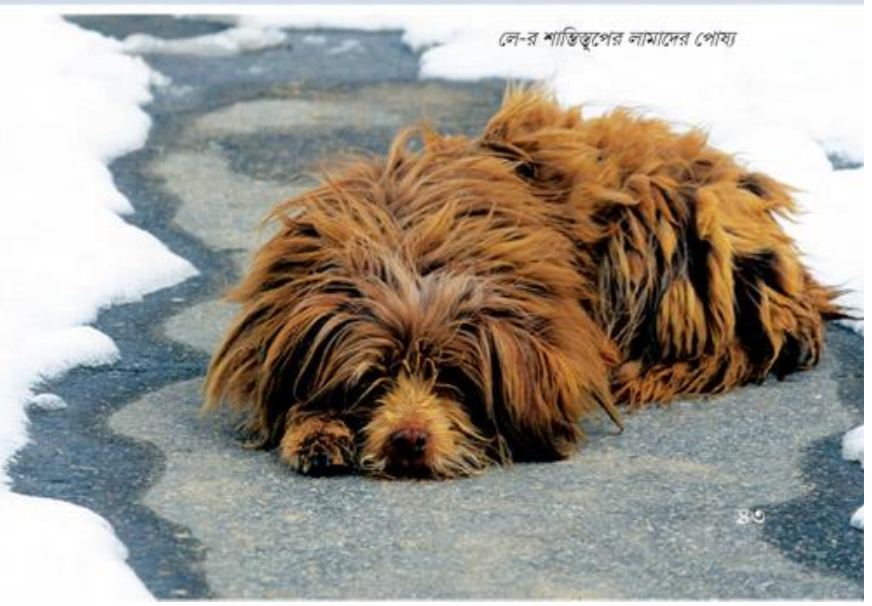

লে-র শান্তিস্তূপের লামাদের পোষ্য

আগে অনেকবার শ্রীনগর কিংবা মানালি থেকে সড়ক পথে লাদাখে এসেছি। কিন্তু এবার মার্চের প্রথম সপ্তাহ। কাজেই দিল্লি থেকে ১ ঘণ্টার বিমান ধরাই সাব্যস্ত হল। এবারের সফরে আমার সঙ্গী ফ্যাশন ফটোগ্রাফার-বন্ধু অশোক কোচার। স্বাদ বদলাতে সে প্রকৃতিকে মডেল করতে চায়। এর আগে সে দুবার লাদাখে এসেছে, তবে স্বস্তির মরসুমে, এমন দানবীয় ঠাণ্ডার মধ্যে নয়। আর আমার লাদাখে আগমন এই নিয়ে ষোলবার। কোথাও বেরোনোর আগে সেখানকার আবহাওয়া সম্পর্কে জেনে নেওয়া আমার অভ্যাস। দু-দুটি ওয়েবসাইট ঘেঁটে দেখলাম, ৪ ও ৫ মার্চ তুষারপাত হবে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে।

৪ তারিখ যথাসময়ে আমাদের উড়ান টেক অফ করায় মনে হয়েছিল আবহাওয়ার সেই পূর্বাভাস বুঝি ভুল। কিন্তু আমাদের বিস্মিত করে সত্যি সত্যি তুষারপাত শুরু হয়ে গেল সন্ধ্যায় আর দুদিন ধরে একটানা হয়েই যেতে থাকল। ওয়েবসাইটের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ৫,৬ এবং ৭ তারিখ অবশ্য মেঘ আর রৌদ্রের খেলাও জমে উঠল। এরকম আবহাওয়া একজন প্রকৃতি-চিত্রগ্রাহকের কাছে আশীর্বাদ, কেন-না, পিকচার-পোস্টকার্ডের ছবির মতো স্ফটিক-স্বচ্ছ নীল আকাশের ছবি তুলে তাদের মন ভরে না।

৫ তারিখ আমরা পরিপূর্ণ বিশ্রাম নিলাম। আসলে লে-তে যারা আসেন তাদের সফরে বেরোনোর আগে অন্তত তিন দিন পূর্ণ বিশ্রাম নেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু আমরা যেহেতু ৯ তারিখেই ফিরে যাচ্ছি তাই এই সতর্কতামূলক বন্দোবস্ত এক দিনেই সীমাবদ্ধ রাখতে হল। দ্বিতীয় দিন অবিশ্রান্ত তুষারপাত হতে থাকলেও, এবারই প্রথম স্বভাববিরুদ্ধভাবে শহরটার আশপাশ দেখতে বেরোলাম। সাধারণত স্থানীয় দ্রষ্টব্যস্থানগুলি এড়িয়ে, অসীমের টানে এগিয়ে যেতেই আমার বেশি ভালো লাগে।

৬ তারিখ একটা ট্যাক্সি ভাড়া করা হল, সেটি আমাদের চুম্মাথাং উষ্ণ প্রস্রবণে নিয়ে যাবে এবং সন্ধেবেলা ফিরিয়ে আনবে। দুপুরের খাবারদাবার প্যাক করে নেওয়া হল। কিন্তু চুম্মাথাংয়ের ২০ কিলোমিটার আগে থেকেই ফিরে আসতে বাধ্য হলাম, কারণ সামনের

লামায়ুরু মনাস্ট্রির কাছে

দার্চিক গ্রামেই প্রাচীন আর্যদের বংশধরেরা থাকেন বলে শুনেছিলাম। আমরা তাঁদের সঙ্গে দেখা করে ছবি তুললাম, তারপর রওনা হলাম পথের এক প্রান্তে বাতালিকের দিকে।

THE LEO HOTEL
&
MULTI-CUISINE
RESTAURANT
Gangtok

Best family hotel in Gangtok offering view rooms with modern facilities and restaurant, located near the MG Marg.Travel Desk and Package Tours available.

FOR BOOKING CONTACT :
9831199325, 9851777577,
03592-204688
www.theleogangtok.com
DPH Road, Near SNT,
Gangtok - 737101, Sikkim

THE TUSKER DEN
An Eco Village Resort in
Mangalbari, Murti, Dooars

If you want to wake up with the chirping of birds in the morning, going for a walk and lost in the silence of dense forest is your way of taking rest, Enjoy the proximity to a Wild Elephant at night, The right place to stay in Dooars.

THE TUSKER DEN
The guest rooms are all exquisitely designed and finely furnished with ample space and modern amenities. Non A/C Bunglow rooms measuring 275 to 300 sq.ft.

Special promotional offer available.
Phone: 9830123600
www.thetuskerden.com

"পর্যটন উৎসব ২০১২"

পশ্চিমবঙ্গের ভ্রমণ সংস্থাগুলির সর্ববৃহৎ এবং পুরাতন সংগঠন **TAAB**, কলকাতার **ICE SKATING RINK** হলে ৮/৬/২০১২ থেকে ১১/৬/২০১২ তারিখে একটি ভ্রমণ মেলার আয়োজন করতে চলেছে। এই মেলার মূল লক্ষ্যই হতে চলেছে, ভ্রমণ ব্যাপারটাকে নিছক 'এই বেড়াতে যাচ্ছি'-র ধারণা গণ্ডি টপকে একটি মানবতামুখী ভ্রমণ মেলার রূপ দেওয়া।

এই মেলার উদ্দেশ্য:

১। কোনো আর্থিক লাভের উদ্দেশ্যে অন্যান্য ভ্রমণ মেলার মত এই মেলা নয়।
২। গোষ্ঠী ভিত্তিক ভ্রমণ এখন আমাদের রাজ্যে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এদের এই ছাতার তলায় জায়গা দেওয়া।
৩। সরকারী পর্যটন সংস্থা/নামী বেসরকারী পর্যটন সংস্থার মেলায় অংশগ্রহণ।
৪। মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত স্বনির্ভর গোষ্ঠীদের জায়গা অবশ্যই থাকছে।
৫। উপভোক্তা সুরক্ষা সংগঠনদের জায়গা দেওয়া হবে, ভ্রমণের নিরাপত্তার পরামর্শ দেওয়ার জন্য খোঁজ খবর নেওয়ার সুযোগ।
৬। অতি ক্ষুদ্র ভ্রমণ সংস্থাদের জন্য কর্মশালার আয়োজন।
৭। উল্লেখ্য পূজার চার মাস আগেই টিকিট কাটার আগে ভ্রমণ সংক্রান্ত খোঁজ খবর নেওয়ার সুযোগ।

For Details Enquiry Contact: 9748114667 / 9831022344 / 9831229131 / 9830163154

TAB
TRAVEL AGENTS ASSOCIATION OF BENGAL
Secretarial Office : 87, Lenin Sarani, Ground Floor, Kolkata-700 013, India.
Telephone : +91 33 2227 7400, +91 33 2217 4374 (Fax).
Email : taaboffice@gmail.com / taab_fair@yahoo.com
Web : taabinfo.in

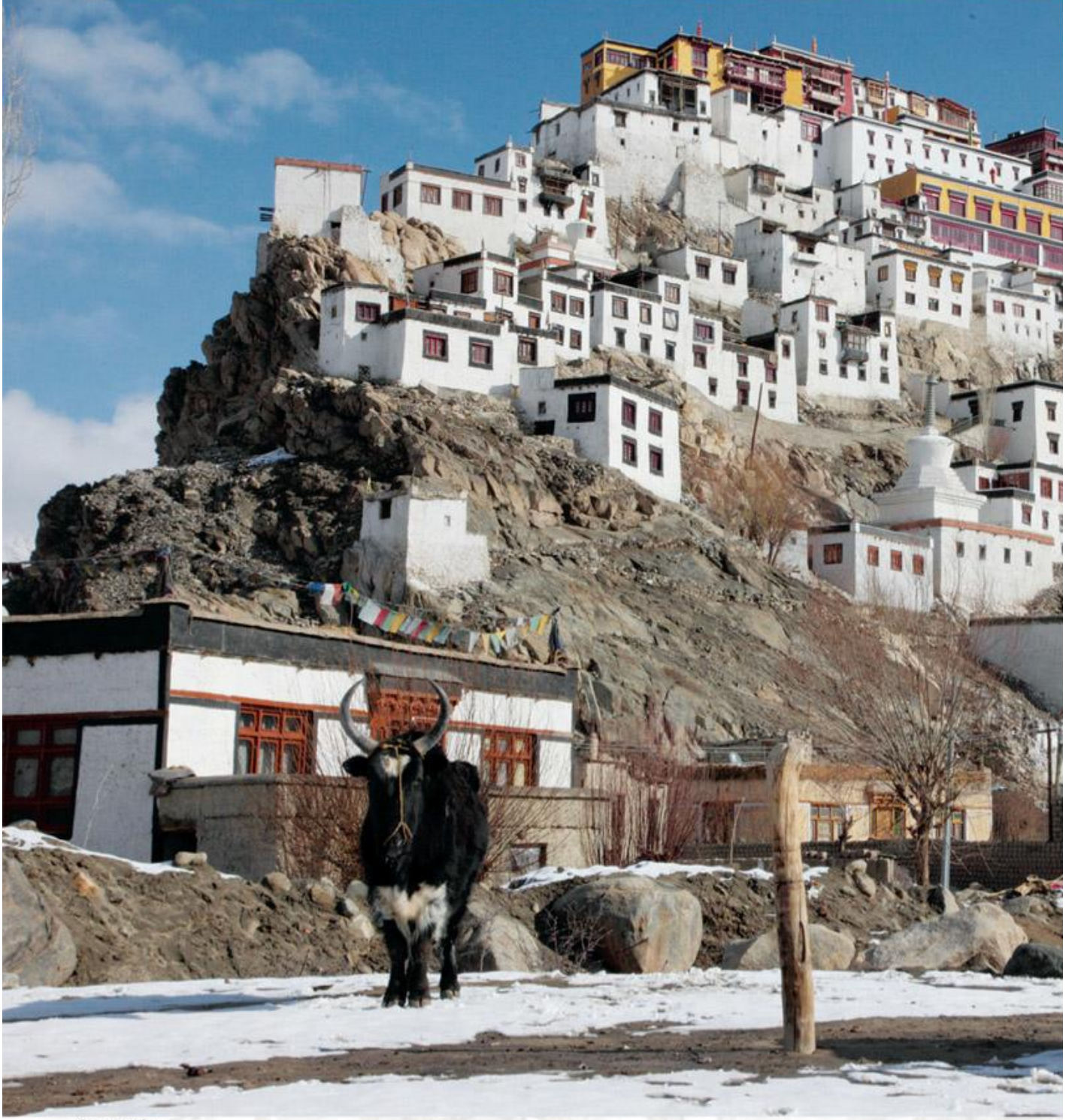

থিকসে মনাস্ট্রি

রাস্তায় মেরামতি চলছে, তবু যেতে চাইলে চার-পাঁচ ঘণ্টা অপেক্ষা করতেই হত। আমাদের মূল পরিকল্পনা, অর্থাৎ নুব্রা ভ্যালি এবং প্যাংগং লেকে যাওয়াও বাতিল করতে হল যেহেতু খার্দুং লা এবং চ্যাং লা— দুই উচ্চ গিরিপথই প্রবল তুষারপাতের কারণে বন্ধ। অনেক দিন পরে এ পথে এলাম, চারপাশের পাহাড়গুলিও পুরু বরফে ঢেকে সুদৃশ্য হয়ে আছে, ফলে আশ মিটিয়ে ছবি তুলতে তুলতে চললাম।

পরদিন আমরা বের হলাম লামায়ুরুর দিকে। বিখ্যাত বৌদ্ধমঠ লামায়ুরু তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের যাদুতে সম্মোহিত করে রাখে। সেখান থেকে গাড়ি ঘুরিয়ে নেওয়া হল খালৎসের দিকে। মাঝখানে বিয়ামায় বিরতি। বাতালিকের খুব কাছে এই আর্মি পোস্ট। নিমুতে সিন্ধু আর জাঁসকর নদীর সঙ্গম, যেখানে দুই ভিন্ন রঙের জলধারা পরস্পরের সঙ্গে মিলছে, সেই দৃশ্যটি আরও একবার মুগ্ধ করল। বরফজমা জাঁসকরে একমাত্র হেঁটেই ঘোরা সম্ভব, তাতে দিনচারেক লাগে। ইদানীং সেই চাদর ট্রেক বেশ জনপ্রিয় হয়েছে অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস হিসেবে। প্রবল

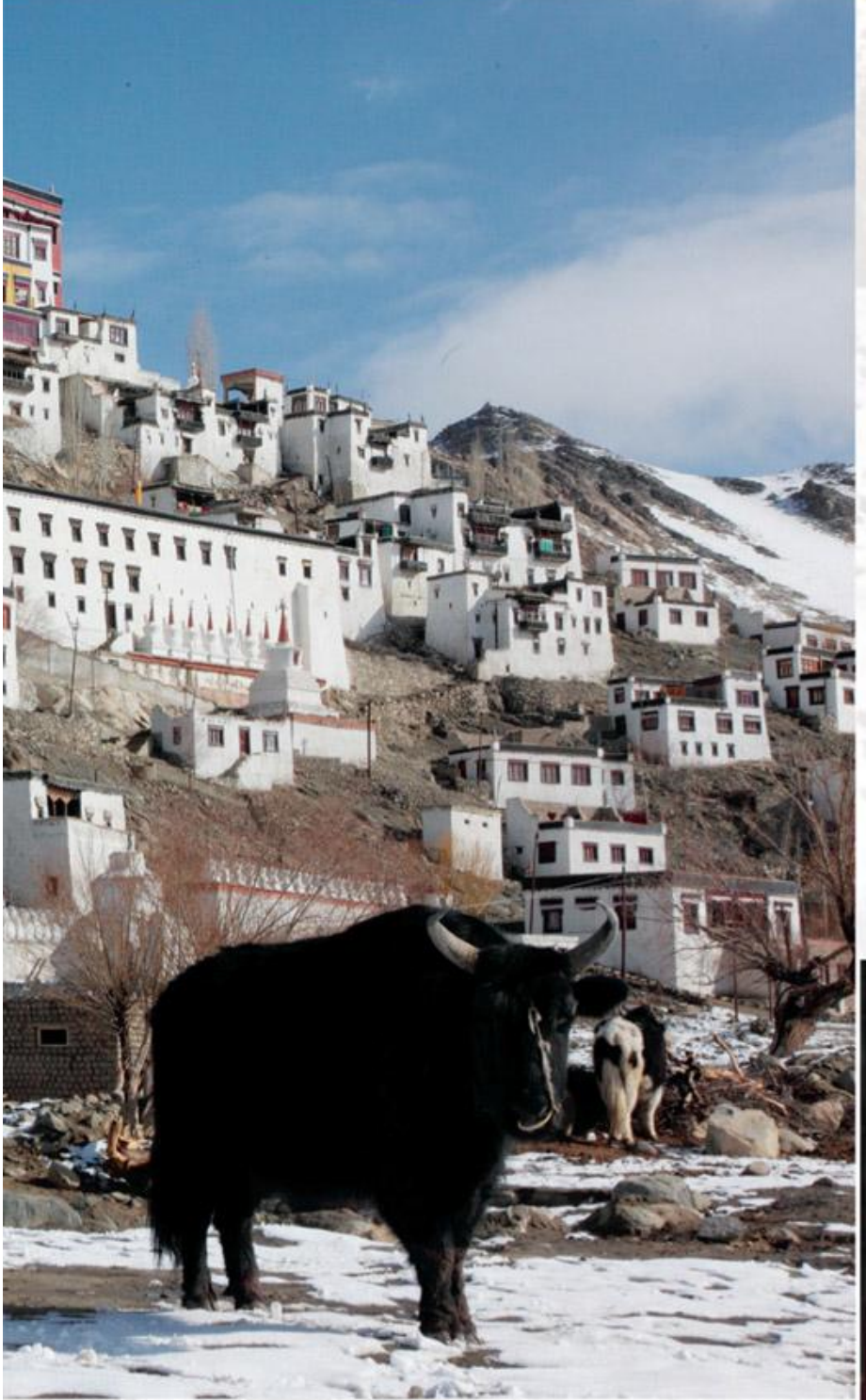

ঠাণ্ডায় বরফের পুরু আস্তরণ থাকায় মসৃণভাবে হাঁটা সহজ হয়। অন্য সময় নদীতে জলধারা বহমান আর সেজন্য আশেপাশের পাহাড়ের পাথুরে খাঁজে ভর করে ওঠাটা কষ্টসাপেক্ষ। একই সঙ্গে তা ক্লান্তিকর এবং ঝুঁকিবহুল, কিন্তু অন্য কোনও উপায়ও নেই।

বিয়ামাতে সেনাবাহিনীর বন্ধুদের সঙ্গে রাত্রিযাপন সারা জীবন মধুর স্মৃতি হয়ে থেকে যাবে। সেদিন হোলি। সন্ধ্যায় তাঁরা কাঠকুটো সংগ্রহ করে আনলেন। তাতে আগুন জ্বালিয়ে উৎসব উদ্‌যাপন করা হবে। সাতটা নাগাদ তাপমাত্রা নেমে গেল মাইনাস দশ ডিগ্রির আশেপাশে। বাইরে বেরোতেই প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। প্রবল বাতাস বইছে। সেনাবাহিনীর পুরোহিত বর্ণনা করতে থাকলেন হোলির সঙ্গে জড়িত পৌরাণিক কাহিনী। তাঁর বক্তব্য শেষ হতেই কাঠকুটোর উষ্ণ আগুন ঠাণ্ডায় মুহ্যমান শরীর-মন চাঙ্গা করে দিল। ওই কষ্টকর পরিবেশে যতটা আতিথ্য সম্ভব তা জোগানোয় কোনও কার্পণ্য দেখাননি সেনা-বন্ধুরা।

পরের দিন কাঁটায়-কাঁটায় সকাল সাড়ে সাতটায় আমাদের লাঞ্চ-প্যাকেট প্রস্তুত। সেদিন আমাদের দার্চিক গ্রামের দিকে যাত্রা করার কথা। এই দার্চিক গ্রামেই প্রাচীন আর্যদের বংশধরেরা থাকেন বলে শুনেছিলাম। আমরা তাঁদের সঙ্গে দেখা করে ছবি তুললাম, তারপর রওনা হলাম পথের এক প্রান্তে বাতালিকের দিকে। এতক্ষণ আমাদের সঙ্গ দেওয়া সিন্ধু নদকে এখানেই বিদায় জানানোর পালা এল। কেন-না এরপরই সিন্ধু পাকিস্তানের সীমানার মধ্যে ঢুকে পড়েছে। এখান থেকে গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে আবার আমরা লে-র দিকে ফিরে চললাম। গোটা রাস্তা থেমে থেমে তুষারধবল প্রকৃতির ছবি তুলতে তুলতে যাওয়ার ফলে প্রায় সাত ঘণ্টা সময় লাগল।

অবশেষে আমাদের সফর তৃতীয় দিনে পড়ল। আদ্যোপান্ত বরফের পোশাকে আচ্ছাদিত দীর্ঘদেহী পর্বতের সাম্রাজ্যে এটাই আমাদের শেষ দিন। দিনের শেষে দুজনেই খুব ক্লান্ত আর স্বভূমি দিল্লির উষ্ণ সান্নিধ্যে ফিরতে আকুল। স্বাভাবিক, কেন-না এবারের সফরে আমাদের ভুগিয়েছে ঘনঘন লোডশেডিং আর সেই হেতু গরম জলের যোগানে টান। তবে, বসবাসটা অসুবিধাজনক

আর্যদের গ্রাম দার্চিকে নবদম্পতি

ফেরার পথে বিমান থেকে

প্রয়োজনীয় তথ্য

কখন যাবেন

জুন-জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর লাদাখ বেড়ানোর সেরা সময়। মানালি এবং শ্রীনগর দুদিক দিয়েই এই সময় লে যাওয়ার পথ খোলা থাকে।

কীভাবে যাবেন

মানালি থেকে সড়কপথে লাদাখের সদর শহর লে-র দূরত্ব ৪৭৩ কিলোমিটার। যেতে সময় লাগে ২ দিন। পথে সার চু-তে ক্যাম্পে থাকতে হবে। এই পথ খোলা পাবেন সাধারণত জুন মাসের মাঝামাঝি থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। শ্রীনগর থেকে লে-র দূরত্ব ৪৩৪ কিলোমিটার। মাঝে একরাত কার্গিলে থাকতে হয়। সাধারণত জুন থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত এই পথ খোলা থাকে। এছাড়া শ্রীনগর ও দিল্লি থেকে নিয়মিত বিমান যাচ্ছে লে শহরে। লে শহরের প্রাণকেন্দ্র ফোর্ট রোড থেকে বিমানবন্দর ৪ কিলোমিটার দূরে।

কোথায় থাকবেন

ইয়াক টেল (☎০১৯৮২-২৫২১১৮), ভাড়া ১,৮০০-২,০০০ টাকা। **হোটেল হিলটাউন, লে প্যালেস** এবং **সিয়াচেন**-এর ভাড়া ২,২০০-২,৭০০ টাকা। বুকিং (☎৯৮৩০২ ৫৮৮২৮), **হোটেল কাংরি** (☎৯৪৩২০-১২১৩১), ভাড়া ১,৮০০-৩,৫০০ টাকা। **দেওয়াচান ইন্টারন্যাশনাল, থংসল গেস্টহাউস** ভাড়া ১,৫০০-২,৫০০ টাকা। বুকিং (☎২৪১৭-৪৫০১), **হোটেল ড্রিমল্যান্ড** (☎৪০৬০-৫১৫২), ভাড়া ১,৪০০-২,২০০ টাকা। **গালোয়ান গেস্টহাউস** (☎৯৪৩২৬-৪৯৯১২), ভাড়া ১,০০০-১,৫০০ টাকা।

পারমিট

লে শহরের দ্রষ্টব্য ঘুরতে কোনও পারমিট লাগে না। তবে লে শহর থেকে প্যাংগং হ্রদ, সো-মোরিরি হ্রদ, নুব্রা ভ্যালি, আর্যগ্রাম বেড়ানোর জন্য ইনারলাইন পারমিটের প্রয়োজন। পোলো গ্রাউন্ডের কাছে রয়েছে লে শহরের ডি সি অফিস। এখান থেকে সরকারি সচিত্র পরিচয়পত্রের জেরক্স কপি সহ গন্তব্যস্থলের নাম নিয়ে আবেদন করলে পারমিট পাওয়া যায়। তবে হোটেল কর্তৃপক্ষ বা গাড়ির ড্রাইভারকে বললে তারাও সার্ভিস চার্জের বিনিময়ে এই পারমিট করিয়ে দেয়। প্রত্যেক যাত্রাপথের মিলিটারি চেকপোস্টে এই পারমিটের ফটোকপি জমা দিতে হবে। তাই প্রতিটি রুটপিছু পারমিটের ৫-৬ কপি করে ফটোকপি সঙ্গে রাখবেন। তবে মনে রাখবেন, আসল কপিটি সঙ্গে রাখলেও সেটি কোথাও কখনওই জমা দেবেন না বা হারাবেন না।

লে থেকে নানা স্থানের গাড়িভাড়া

১ দিনে লে শহরের দ্রষ্টব্য দেখে বেড়ানোর জন্য গাড়িভাড়া পড়বে ৩,০০০ টাকা। প্যাংগং হ্রদে ১ রাত ২ দিনের ট্রিপে খরচ পড়বে ৭,৭৭১ টাকা। সো-মোরিরি হ্রদে ১ রাত ২ দিনের ট্রিপে খরচ পড়বে ৮,৯০০ টাকা। নুব্রা উপত্যকায় ১ রাত ২ দিনের ট্রিপে খরচ পড়বে ৭,৯৭১ টাকা। সকাল সকাল বেরিয়ে আর্যগ্রাম ঘুরে সন্ধেয় ফিরে আসার খরচ পড়বে ৫,৮৫৮ টাকা। সঙ্গে আলচি গুম্ফা এবং লিকির গুম্ফা যেতে হলে আরও ৬০০ টাকা অতিরিক্ত লাগবে। বেড়ানোর জন্য সুমো, কোয়ালিস বা স্করপিও জাতীয় গাড়ি নিতে হবে। একটি গাড়িতে ৬ জনের বেশি যাত্রী নেওয়া হয় না। গাড়ি বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ: **সোনম শেরিং** (☎০৯৪১৯৩-৭২৮১৭), **থনডুপ** (☎০৯৬২২৯-৯২৩৪৭)।

মনে রাখবেন

বিমান বা সড়কপথে যেভাবেই লে শহরে পৌঁছন না কেন প্রথমেই ঘোরাঘুরি না করে একটা পুরোদিন সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিন। অক্সিজেন কম থাকায় লাদাখে উচ্চতাজনিত শারীরিক সমস্যা দেখা দিতে পারে। তাই বিশ্রাম নিয়ে শরীরকে পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া অত্যন্ত জরুরি।
সঙ্গে অবশ্যই হোমিওপ্যাথিক ওষুধ কোকা-৬ রাখবেন। ভারি শীতের পোশাক, টুপি, মাফলার, রোদচশমা ও স্পোর্টস শু অবশ্যই সঙ্গে রাখবেন। ভোটার আইডেন্টিটি কার্ড সঙ্গে রাখতে ভুলবেন না।

হলেও সেই অভাব পুষিয়ে দিয়েছে বরফের প্রাচুর্য আর আমাদের অত্যন্ত বন্ধুত্বপূর্ণ ও সুবিবেচক চালক থনডুপ। যাত্রাপথে অসংখ্যবার থামলেও সে সামান্যতম অসন্তোষও দেখায়নি। প্রত্যাশা ছিল তুষারচিতা দেখার, কিন্তু তার বদলে পাহাড়ি ভূখণ্ডে আইবেক্সের দেখা মিলল।

চিত্রগ্রাহকের বরাতে আবহাওয়ার ভূমিকাটা সবসময়ই খুব গুরুত্বপূর্ণ। লে-তে যাওয়ার পথে চারপাশ আবছা থাকায় ছবি নিতে না পারলেও, ফেরবার সময় বিমানের জানলা থেকে ক্যামেরা সরানো যাচ্ছিল না। দিগন্ত অবধি প্রসারিত তুষারধবল হিমালয়ের ছড়ানো দৃশ্যপট থেকে যে ছবি পাওয়া গেল, তাতে মনপ্রাণ ভরে গিয়েছে।

লেখকের ছবি: অশোক কোচার

অনুপম স্পেশ্যাল

▲ অমৃতসর, কাশ্মীর সহ অমরনাথ 18/7
▲ নৈনিতাল 23/10, 30/10 ▲ কাশ্মীর 31/5, 27/10
▲ সিমলা, কুলু 21/10 ▲ কল্পা, কিন্নর 26/10
▲ রাজস্থান 25/10, 24/12 ▲ কেরালা, কন্যাকুমারী 30/10 ▲ অরুণাচল 25/10, 3/11 ▲ শিলং 14/10

আন্দামান ভ্রমণ প্রতি সপ্তাহে
2 Star/3 Star Category 10,500/-+Airfare

13, Royd St., 3rd Floor, Room No-4, Kol-16.
(033) 30241060, 9007844275, 9830064527.
email: anupamtours@gmail.com

Radiance Tour
...Joy of travelling
www.radiancetour.com | www.radiancetour.in
6457-1162 / 94339 48011

-ঃ পুজোর বুকিং শুরু হল ঃ-

- বাংলাদেশ— 21, 23, 30/10
- থাইল্যান্ড— 15, 21, 26, 30/10
- থাই-সিঙ্গাপুর-মালয়েশিয়া— 15, 21, 26/10
- কাশ্মীর— 20/9, 15, 21, 23, 25, 30/10
- অরুণাচল— 17/9, 21, 23, 30/10
- আরাকু-হায়দ্রাবাদ— 15, 21, 23, 30/10
- মধ্যপ্রদেশ— 20, 30/10
- রাজস্থান— 18, 23, 31/10
- কেরালা— 15, 23, 25, 30/10

আন্দামান, সিকিম, ভুটান, ডুয়ার্স, শিলং, সুন্দরবন— প্রতি সপ্তাহে

- নেপাল— 18, 23/10

প্যাকেজ ও সারা ভারত হোটেল বুকিং

2/5A, Sarat Bose Road, Sukhsagar Building, 5th Floor
(Near Minto Park), Kolkata-20
শ্রীরামপুর— 98300 63630
আলিপুরদুয়ার— 035642 51550
গৌহাটি— 036127 37870

তীর্থ ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেলস প্রাঃ লিঃ

গ্রীষ্মের প্যাকেজ অভূতপূর্ব সাফল্যের পর আপনাদের পূজা ও শীতের প্যাকেজে আপনাদের স্বাগত:-

কেদারবদ্রী/চারধাম 13 দিন/18 দিন— 15, 20, 22, 31/10.
কাশ্মীর 14/15 দিন— 19, 20, 21, 23, 30, 31/10, 1, 3, 10/11, 15, 23, 26/12.
নৈনিতাল 12 দিন— 19, 20, 23, 28, 31/10, 22/12.
কুমায়ুন 13 দিন— 19, 20, 23, 28, 31/10, 22/12.
সিমলা-মানালি 11 দিন— 19, 23, 26, 31/10, 15, 22/12.
রাজস্থান 15 দিন— 19, 20, 30, 31/10, 10/11, 21, 23, 31/12.
কেরালা 13 দিন— 15, 22, 29/10, 5/11, 17, 24/12.
সাংলা-কল্পা 12 দিন— 19, 23, 26, 31/10.
হিমাচল 15 দিন— 19, 23, 26, 31/10,15, 22/12.
উত্তর ভারত 13 দিন— 15, 23, 25/10, 24, 31/12.
শিলং-কাজিরাঙা 9 দিন— 20, 23, 30, 31/10.
অরুণাচল 11 দিন— 20, 23/10, 1/11, 16, 23/12.
অরুণাচল-শিলং-কাজিরাঙা 14 দিন— 20, 23/10, 5/11, 16, 29/12.
নেপাল 11 দিন— 20, 21, 23/10, 1, 2, 3/11, 16, 23/12.
ভাইজ্যাগ-আরাকু-হায়দ্রাবাদ 10 দিন— 20, 23, 25, 28, 31/10, 4, 10/11, 15, 16, 22, 23, 31/12.
মুম্বাই-গোয়া 10 দিন— 20, 25/10, 8, 15/12.
গোয়া-মহারাষ্ট্র 15 দিন— 20, 25/10, 8, 15/12.

স্পেশাল কাশ্মীর প্যাকেজ
@1200/- জনপ্রতি/প্রতিদিন
(যে-কোনও দিন ট্রেন/এয়ার টিকিট ছাড়া)

প্রাইভেট হোটেল ও গাড়ি বুকিং (সমগ্র ভারতে)
Rs. 500/--Rs. 3000/-

Hotel Booking

HIMACHAL PRADESH– SHIMLA, KULLU, MANALI, DHARAMSHALA, DALHOUSIE, SANGLA, KALPA, SARAHAN
KASHMIR– JAMMU, KATRA, PATNITOP, SRINAGAR, PAHELGAM
GARHWAL– HARIDWAR, RISHIKESH, MUSSOURIE, KEDAR, BADRI, UTTAR-KASHI, CHOPTA, JOSHIMATH
KUMAON– NAINITAL, ALMORA, RANIKHET, KAUSANI, CHAKOURI, MUNSIYARI, BINSAR, LOHAGHAT
RAJASTHAN– JAIPUR, JAISALMER, JODHPUR, MT ABU, UDAIPUR, PUSHKAR, AJMER
NEPAL– KATHMANDU, POKHARA, CHITWAN

আন্দামান: যে-কোনও তারিখে
ন্যূনতম 4 জন– 6N 7D

Member of Association of Tourism Service Provider of Bengal

TIRTHA TOUR AND TRAVELS PVT LTD
D/16/1 KATJUNAGAR , JADAVPUR,
(BEHIND SOUTH CITY SHOPPING MALL),
KOLKATA 700032
PH: 2414 5566 / 98300 94268 / 6458 5633
MAIL: query@tirthatourism.com and /or tirthatourism@gmail.com
BRANCH: DURGAPUR: 9531617430
NORTH KOLKATA (SHYAMBAZAR): 98302 66466
HOOGHLY: 9836844945, BIHAR: 099551 46567
www.tirthatourism.com

মানস কৈলাস
না হেঁটে গাড়িতে

কাঠমান্ডু সহ পশুপতিনাথ দর্শন

শুভযাত্রা-2012

- মে— 01, 30.
- জুন— 08, 28.
- জুলাই— 10, 22, 28.
- আগস্ট— 08, 21, 26.
- সেপ্টেম্বর— 02, 07, 12.

বুকিং-এ বিশেষ আকর্ষণ
▸ 5000/- ছাড়
▸ ব্যাগ Gift

কেনিয়া মাসাইমারা

নাইরোবি, টাসাবো, আম্বেসেলি, আবেডেয়ারস, লেক নাকুরু, মাসাইমারা।

শুভযাত্রা

- জুলাই— 10 মাইগ্রেশন

▸ ব্যাংকক পাট্টায়া (থাইল্যান্ড)/মালয়েশিয়া সিঙ্গাপুর— @ ~~66750/-~~ @ 61900/- — 19/4, 26/4, 8/5, 17/5
▸ ব্যাংকক পাট্টায়া— @ ~~27900/-~~ @ 23900/- —19/4, 26/4, 8/5, 17/5, 27/5

AVIAN HOLIDAYS
(033) 24237950, 9831068912, 9163391151, 9163391150
Dakshinapan-Shopping Complex, Dhakuria, Kol-68.
kolkata@avianholidays.com

চিত্রকোট জলপ্রপাত

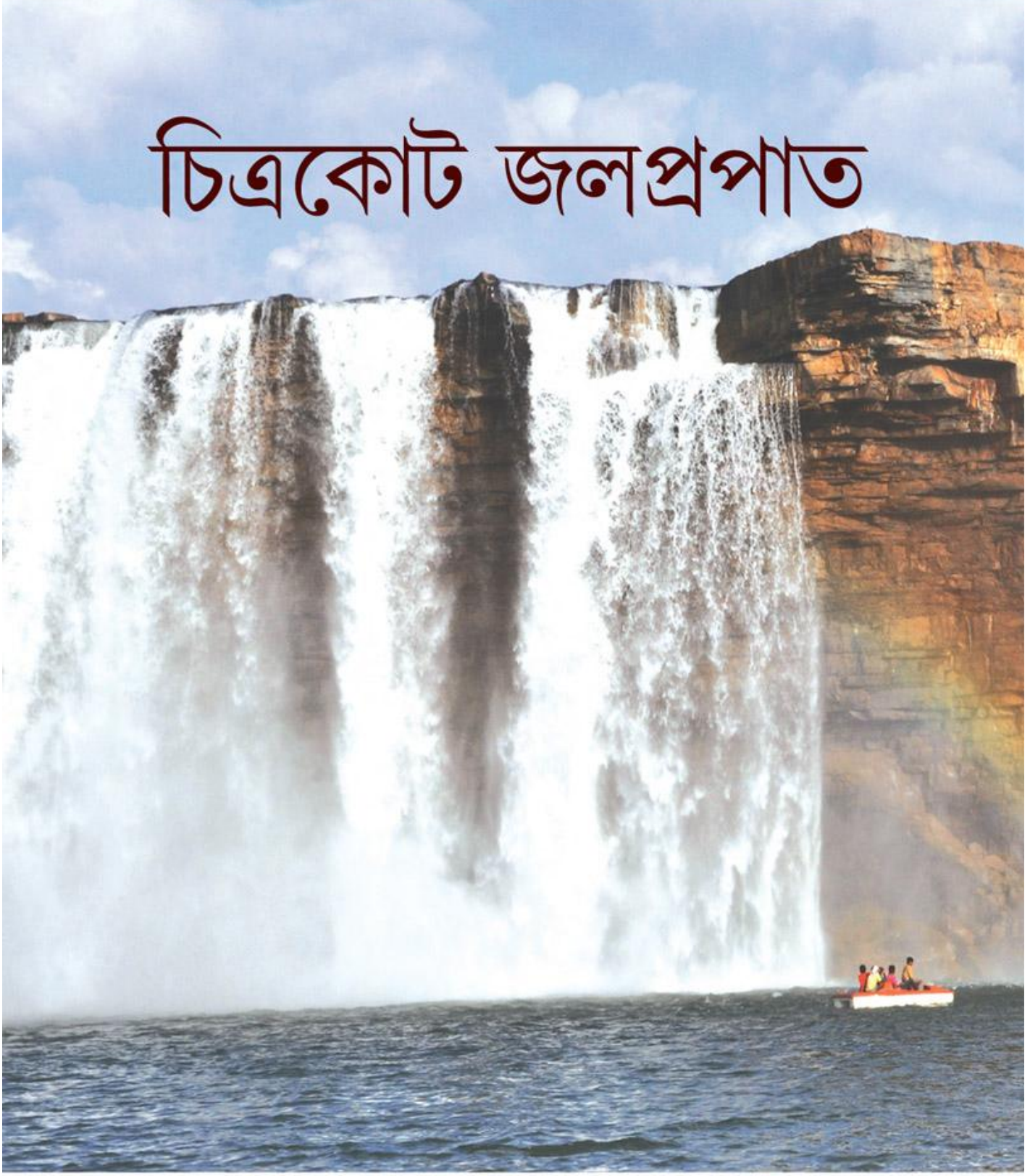

জগদলপুর থেকে ৩৮ কিলোমিটার দূরে চিত্রকোট জলপ্রপাত। এই জলপ্রপাতকে বলা হয় ভারতের নায়াগ্রা। ইন্দ্রাবতী নদী সমতলভূমির ওপর দিয়ে বয়ে যেতে যেতে হঠাৎই ৯৬ ফুট গভীরে ঝাঁপ দিয়ে সৃষ্টি করেছে এই জলপ্রপাত। বর্ষাকালে এবং বর্ষার পর চিত্রকোট জলপ্রপাতের রূপ দেখলে মন ভরে যাবে। বাতাসে ভেসে থাকা জলকণার ওপর সূর্যের আলো পড়ে ক্ষণে ক্ষণে সৃষ্টি করছে রামধনু। সূর্যাস্তের সময় চিত্রকোট জলপ্রপাতের ওপর সূর্যের আলো সরাসরি পড়ে রঙিন আবহ সৃষ্টি করে।

ছত্তিশগড় পর্যটনের চিত্রকোট রিসর্টের ঘর থেকে চিত্রকোট জলপ্রপাতকে সুন্দরভাবে দেখা যায়। রিসর্টের সামনে থেকে নীচে নামবার

সিঁড়ি রয়েছে। নীচে নেমে এসে সরাসরি প্রপাতের সামনাসামনি দাঁড়িয়েও চিত্রকোটের রূপ দেখা যাবে। নৌকা ভাড়া করে জলপ্রপাতের খুব কাছাকাছি চলে যাওয়া যেতে পারে।

কীভাবে যাবেন

হাওড়া থেকে ১২৮৪১ করমণ্ডল এক্সপ্রেস, ১৮৬৪৫ ইস্টকোস্ট এক্সপ্রেস, ১২৭০৩ ফলকমানা এক্সপ্রেস, ১২৬৬৩ তিরুচিরাপল্লী এক্সপ্রেস (রবি, বৃহস্পতি), ২২৮১৭ মহীশূর এক্সপ্রেস (শুক্র), ১২৮৬৩ যশোবন্তপুর এক্সপ্রেস, ১২৮৩৯ চেন্নাই মেল ধরে বিশাখাপত্তনম পৌঁছে বিশাখাপত্তনম থেকে ধরতে হবে ৫৮৫০১ কিরণ্ডুল প্যাসেঞ্জার। কিরণ্ডুল প্যাসেঞ্জার বিশাখাপত্তনম থেকে ছাড়ে সকাল ৬টা ৫০ মিনিটে এবং জগদলপুর পৌঁছয় বিকেলে সাড়ে ৪টেয়।

এছাড়া রায়পুর পৌঁছে সেখান থেকে বাসে যেতে পারেন জগদলপুর। হাওড়া থেকে রায়পুর যায় ১২৮৬০ গীতাঞ্জলি এক্সপ্রেস, ১২৮১০ মুম্বই মেল, ১২৮৩৪ আমেদাবাদ এক্সপ্রেস, ১২১৩০ আজাদহিন্দ এক্সপ্রেস ছাড়াও নানা ট্রেন। রায়পুর থেকে ৪৩ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে ধমতরি, কাঁকের হয়ে জগদলপুর ৩০০ কিলোমিটার। কলকাতা থেকে রায়পুর পৌঁছতে পারেন বিমানেও।

জগদলপুর থেকে চিত্রকোট জলপ্রপাতের দূরত্ব ৩৮ কিলোমিটার। এপথে বাস চললেও যাওয়া উচিত হবে গাড়ি ভাড়া করে।

কোথায় থাকবেন

চিত্রকোটে রাত্রিবাসের সেরা জায়গা ছত্তিশগড় পর্যটনের চিত্রকোট রিসর্ট (কলকাতা বুকিং: ☎৪০৬৬-২৩৮১), ভাড়া ১,৫০০ টাকা।

বিশদ তথ্য ও বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ:
ছত্তিশগড় ট্যুরিজম বোর্ড
পর্যটন ভবন, জি ই রোড
রায়পুর-৪৯২০০৬
☎(০৭৭১) ৪০৬৬৪১৫

কলকাতা অফিসের ঠিকানা:
ছত্তিশগড় পর্যটন
২৩০এ, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড
চিত্রকূট বিল্ডিং, রুম নম্বর-২৫
কলকাতা-৭০০ ০২০
☎(০৩৩) ৪০৬৬-২৩৮১
ওয়েবসাইট: www.chhattisgarhtourism.net

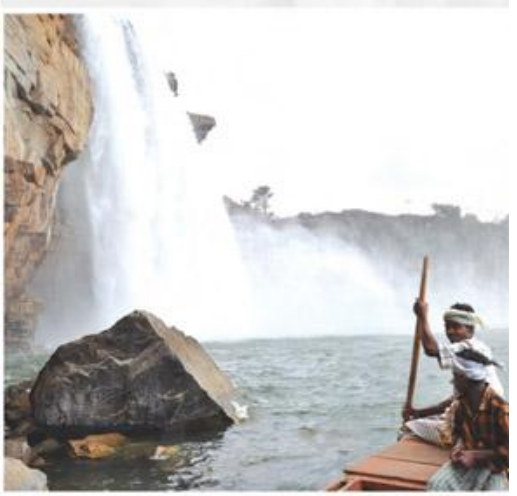

Chhattisgarh
full of surprises

CHATTISGARH TOURISM BOARD
Paryatan Bhawan
Sibbal Palace, G. E. Road, Raipur-492 006, Chhattisgarh-INDIA
Tel.: +91-771-4066415 **Fax:** +91-771-4066425
E-mail: contactus@chhattisgarhtourism.net
Website: www.chhattisgarhtourism.net

ভ্রমণজিজ্ঞাসা

এবছর সারনাথে বুদ্ধমহোৎসব অনুষ্ঠিত হবে ৬ মে। হেমিস ফেস্টিভ্যাল অনুষ্ঠিত হবে ২৯-৩০ জুন।

□ এবছরের হেমিস ফেস্টিভ্যাল কবে অনুষ্ঠিত হবে?

□□ ২০১২ সালের হেমিস ফেস্টিভ্যাল অনুষ্ঠিত হবে ২৯-৩০ জুন।

□ মে মাসে অমরকণ্টক ভ্রমণে যেতে চাই। কীভাবে যাব, কোথায় থাকব জানালে বাধিত হব।

□□ এখন কলকাতা থেকে সরাসরি অমরকণ্টকের নিকটবর্তী স্টেশন পেন্ড্রা রোড পর্যন্ত ট্রেন যোগাযোগ চালু হয়েছে। শালিমার স্টেশন থেকে পেন্ড্রা রোড যায় ১৯৬৫৯ উদয়পুর এক্সপ্রেস। ট্রেনটি প্রতি রবিবার রাত ৮টা ২৫ মিনিটে শালিমার থেকে ছেড়ে পরদিন সকাল সাড়ে ৯টায় পেন্ড্রা রোড স্টেশনে পৌঁছয়। এছাড়া ১২৮৬০ গীতাঞ্জলি এক্সপ্রেস, ১২৮১০ মুম্বই মেল (ভায়া নাগপুর), ১২১৩০ আজাদহিন্দ এক্সপ্রেস, ১২৫৭৪ সাইনগর সিরডি এক্সপ্রেস (বৃহস্পতি), ১২৮৩৪ আমেদাবাদ এক্সপ্রেস, ১২৮৭০ মুম্বই এক্সপ্রেস (শুক্র) ছাড়াও অন্যান্য ট্রেন ধরে বিলাসপুর নেমে সেখান থেকে ট্রেন পরিবর্তন করে পেন্ড্রা রোড যাওয়া যেতে পারে। বিলাসপুর থেকে পেন্ড্রা রোড যায় ৬৮৭৪০ মেমু প্যাসেঞ্জার, ১৮২৩৪ নর্মদা এক্সপ্রেস, ১৮৪৭৭ কলিঙ্গ উৎকল এক্সপ্রেস, ১৮২৩৬ ভূপাল প্যাসেঞ্জার, ৫১৭৫২ রেওয়া ফাস্ট প্যাসেঞ্জার, ৫৮২১৯ চিরিমিরি প্যাসেঞ্জার, ১৫১৬০ সারনাথ এক্সপ্রেস, ১২৮৫৩ অমরকণ্টক এক্সপ্রেস ছাড়া নানা ট্রেন।

অমরকণ্টকে রয়েছে মধ্যপ্রদেশ পর্যটনের **হলিডে হোমস** (কলকাতা বুকিং: ☎৩২৯৩-৯০০০), এ সি দ্বিশয্যা ঘরের ভাড়া ২,২৯০ টাকা, এয়ারকুলড দ্বিশয্যা ঘরের ভাড়া ১,৪৯০ টাকা, এ সি দ্বিশয্যা টেন্টের ভাড়া ২,১৯০ টাকা, ফ্যামিলি রুমের ভাড়া ১,৬৯০ টাকা। প্রাইভেট হোটেল: **রামকৃষ্ণ কুটির**, ভাড়া ৫০০-৮০০ টাকা। **সর্বোদয়া বিশ্রামগৃহ**, নন-এ সি দ্বিশয্যা ঘরের ভাড়া ৭০০-৯০০ টাকা, এ সি দ্বিশয্যা ঘরের ভাড়া ১,২০০-১,৫০০ টাকা। কলকাতা বুকিং: ☎২২১২-৭৭১৫। **শ্রীমাতা সদন** (কলকাতা বুকিং: ☎৩২৬১-৮৫৫৩), ভাড়া ১,২০০-২,০০০ টাকা। **কল্যাণ সেবা আশ্রম** (কলকাতা বুকিং: ☎৯৮০৪৯-৭৯৪১৪), ভাড়া ৭৫০-১,৬০০ টাকা।

□ মণিপুর ভ্রমণে যেতে চাই। কলকাতা থেকে কীভাবে যাব এবং ইম্ফলে কোথায় থাকব জানালে বাধিত হব।

□□ কলকাতা থেকে সরাসরি বিমানে মণিপুরের রাজধানী ইম্ফল পৌঁছতে পারেন। সময় লাগে একঘণ্টার মতো। কলকাতা থেকে সরাসরি ইম্ফল যাওয়ার কোনও ট্রেন নেই। যেতে পারেন নাগাল্যান্ডের ডিমাপুর হয়ে। হাওড়া থেকে ডিমাপুর যায় ১৫৯৫৯ কামরূপ এক্সপ্রেস। ট্রেনটি প্রতিদিন সন্ধে ৫টা ৩৫ মিনিটে হাওড়া থেকে ছেড়ে পরদিন রাত সাড়ে ৯টায় ডিমাপুর পৌঁছয়। হাওড়া থেকে ডিমাপুর যাওয়ার অপর ট্রেন ১৫৯০১ যশোবন্তপুর-ডিব্রুগড় এক্সপ্রেস। প্রতি বুধবার দুপুর ২টো ১৫ মিনিটে হাওড়া থেকে ছেড়ে পরদিন দুপুর ১টা ৪০ মিনিটে ডিমাপুর পৌঁছয়। ডিমাপুর থেকে ইম্ফল যেতে পারেন গাড়ি ভাড়া করে বা বাসে। ডিমাপুর থেকে ইম্ফলের দূরত্ব ২১৯ কিলোমিটার। বাসে যেতে সময় লাগে সাত থেকে আটঘণ্টা। মনে রাখবেন, নাগাল্যান্ডের মধ্য দিয়ে মণিপুর যেতে হলে নাগাল্যান্ড সরকারের ইনারলাইন পারমিট লাগবে। আবার গুয়াহাটি থেকে ইম্ফলের সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা খুব ভালো। সরাসরি বাস সার্ভিস রয়েছে। গুয়াহাটি থেকে ইম্ফলের দূরত্ব ৪১৪ কিলোমিটার।

ইম্ফলে রয়েছে বেশ কিছু বেসরকারি হোটেল। **দ্য ক্লাসিক হোটেল** (☎০৩৮৫-২৪৪৩৯৬৯), ভাড়া ১,৭০০-৬,৫০০ টাকা। **হোটেল নির্মলা** (কলকাতা বুকিং: ☎৩২৬১-৮৫৫৩), ভাড়া ৭৫০-১,১০০ টাকা। **হোটেল প্রিন্স** (কলকাতা বুকিং: ☎৯৮৩১০-৮৭৬৯৩), ভাড়া ৬০০-৮০০ টাকা। **হোটেল আনন্দ কন্টিনেন্টাল** (কলকাতা বুকিং: ☎৯৫৪৭৩-০৮৪৪৬), ভাড়া ৬০০-৯০০ টাকা।

□ ওড়িশার গোপালপুর যেতে চাই। কীভাবে যাব, কোথায় থাকব জানালে বাধিত হব।

□□ গোপালপুর যেতে হলে হাওড়া, শালিমার বা সাঁতরাগাছি থেকে ট্রেন ধরে বেরহামপুর বা ব্রহ্মপুর স্টেশনে নামতে হবে। হাওড়া, শালিমার বা সাঁতরাগাছি থেকে বেরহামপুর যায় ১২৭০৩ ফলকনামা এক্সপ্রেস, ১৮৬৪৫ ইস্ট-কোস্ট এক্সপ্রেস, ১২৮৪১ করমণ্ডল এক্সপ্রেস, ১২৮৬৩ যশোবন্তপুর এক্সপ্রেস, ১২৮৩৯ চেন্নাই মেল, ১২৬৬৩ তিরুচিরাপল্লি এক্সপ্রেস, ২২৮৪৯ শালিমার-সেকেন্দ্রাবাদ এক্সপ্রেস (শুক্র), ২২৮৫১ সাঁতরাগাছি-ম্যাঙ্গালোর বিবেক এক্সপ্রেস (বৃহস্পতি), ১২২৫৪ অঙ্গ এক্সপ্রেস (বুধ), ১৮০৪৭ অমরাবতী এক্সপ্রেস (সোম, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি) ছাড়াও নানা ট্রেন। বেরহামপুর স্টেশন থেকে গোপালপুরের দূরত্ব ১৬ কিলোমিটার। এপথে যেতে পারেন গাড়িতে বা অটোতে। গোপালপুরে রয়েছে ওড়িশা পর্যটনের **পান্থনিবাস** (কলকাতা বুকিং: ☎২২৪৯-৩৬৫৩), এ সি কটেজের ভাড়া ২,৫০০ টাকা, এ সি দ্বিশয্যা ঘরের ভাড়া ১,০০০ টাকা, সাধারণ দ্বিশয্যা ঘরের ভাড়া ৬৫০ টাকা, ৬শয্যার ডর্মিটরি শয্যাপ্রতি ভাড়া ২৫০ টাকা। প্রাইভেট হোটেল: **সং অব দ্য সি** (কলকাতা বুকিং: ☎৯৮৭৪৯-৭১৮৫৮), ভাড়া ৯০০-২,৮০০ টাকা। **হোটেল গ্রিনপার্ক** (কলকাতা বুকিং: ☎২২১২-৮৯৯৩), ভাড়া ৫৫০-৭৭০ টাকা। **হোটেল সি পার্ল** (কলকাতা বুকিং: ☎২২৪৯-২৭১৬), ভাড়া ৬৫০-১,৫০০ টাকা। **হোটেল মারমেট** (কলকাতা বুকিং: ☎২২১২-৭৭১৫), ভাড়া ১,০০০-১,২০০ টাকা। **হোটেল কলিঙ্গ** (কলকাতা বুকিং: ☎৯৮০৪৯-৭৯৪১৪), ভাড়া ৭০০-১,৬০০ টাকা। **হোটেল হলিডে হোম** (কলকাতা বুকিং: ☎৯৮৩০১-৩৩৫১১), ভাড়া ৬৫০-১,০০০ টাকা।

□ 'ভ্রমণ' মার্চ সংখ্যায় রবীন চক্রবর্তীর 'জয়সলমির থেকে বাড়মের মুনাবাও' লেখাটি পড়ে দারুণ ভালো লাগল। কিন্তু উনি জয়সলমির শহরে বৃন্দা প্যালেস হোটেলের যে উল্লেখ করেছেন, তার যোগাযোগের নম্বর এবং ভাড়া জানতে চাই।

□□ জয়সলমিরের **হোটেল বৃন্দা প্যালেসে** (☎০৯৭৮৪৩-৫২৫৫৫), নন-এ সি দ্বিশয্যা ঘরের ভাড়া ৯০০ টাকা, এ সি দ্বিশয্যা ঘরের ভাড়া ২,০৫০-২,৭৫০ টাকা।

□ সিমলা, কুলু, মানালি, মণিকরণ ভ্রমণে যেতে চাই। একটি ভ্রমণ-পরিকল্পনা তৈরি করে দিলে বাধিত হব।

□□ কলকাতা থেকে বিমানে দিল্লি পৌঁছে সেখান থেকে গাড়িতে বা বাসে সরাসরি সিমলা যাওয়া সম্ভব। অথবা দিল্লি থেকে ট্রেনে কালকা হয়ে সিমলা যাওয়া যায়। এছাড়া

হাওড়া থেকে সরাসরি কালকা যায় ১২৩১১ কালকা মেল। ট্রেনটি প্রতিদিন সন্ধে ৭টা ৪০ মিনিটে হাওড়া থেকে ছেড়ে তৃতীয়দিন ভোর সাড়ে ৪টেয় কালকা পৌঁছয়। কালকা থেকে সিমলা যায় ৫২৪৫৭ সিমলা প্যাসেঞ্জার, ৭২৪৫১ রেলমোটর, ৫২৪৫১ শিবালিক এক্সপ্রেস, ৫২৪৫৩ সিমলা এক্সপ্রেস, ৫২৪৫৫ হিমালয়ান কুইন এক্সপ্রেস।

সিমলায় থাকতে পারেন দুরাত। সিমলা থেকে চলে যেতে পারেন কুলু। সিমলা থেকে কুলুর দূরত্ব ২০৮ কিলোমিটার। এ-পথটুকু যেতে পারেন বাসে বা ভাড়া গাড়িতে। কুলুতে থাকতে পারেন একরাত। কুলুতে বাড়তি একদিন থাকলে ঘুরে আসতে পারেন মণিকরণ। দূরত্ব ৪৪ কিলোমিটার। পথ গিয়েছে ভুন্টার হয়ে। মণিকরণে রাত্রিবাস না করে ফিরে আসুন কুলু এবং কুলু থেকে চলে যান মানালি। কুলু থেকে মানালির দূরত্ব ৪০ কিলোমিটার। এপথে বাস সার্ভিস খুব ভালো। আবার গাড়ি ভাড়া করেও চলে আসতে পারেন। সিমলা থেকে সরাসরি মানালির দূরত্ব ২৪৮ কিলোমিটার। মানালিতে থাকতে হবে কম করে তিনরাত। মানালি থেকে সরাসরি চলে আসতে পারেন দিল্লি বা সিমলা অথবা কালকা।

□ মাউন্ট আবুতে অনুষ্ঠিত সামার ফেস্টিভ্যালে যেতে চাই। এবছর সামার ফেস্টিভ্যাল কবে অনুষ্ঠিত হবে? কলকাতা থেকে মাউন্ট আবু কীভাবে যাব, কোথায় থাকব?

□□ রাজস্থানের মাউন্ট আবুতে এবছর সামার ফেস্টিভ্যাল অনুষ্ঠিত হবে ৪ থেকে ৬ মে। হাওড়া থেকে মাউন্ট আবুর নিকটবর্তী রেলস্টেশন আবু রোড যাওয়ার সরাসরি কোনও ট্রেন নেই। তাই যেতে হবে আমেদাবাদ হয়ে। কলকাতা থেকে আমেদাবাদ যেতে পারেন বিমানে অথবা ট্রেনে। হাওড়া থেকে আমেদাবাদ যায় ১২৮৩৪ আমেদাবাদ এক্সপ্রেস, ১২৯০৬ ওখা এক্সপ্রেস (মঙ্গল, শুক্র, শনি), ১২৯৩৮ গর্ভ এক্সপ্রেস (সোম)। আমেদাবাদ থেকে আবু রোড যায় ১৯৭০৭ আরাবল্লি এক্সপ্রেস, ৫৪৮০৪ যোধপুর প্যাসেঞ্জার, ১৪৭০৮ রণকপুর এক্সপ্রেস, ১৯২২৩ জম্মু-তাওয়াই এক্সপ্রেস, ১৯১০৫ হরিদ্বার মেল, ১২৯১৫ আশ্রম এক্সপ্রেস, ১২৪৮০ সূর্যনগরী এক্সপ্রেস, ১২৯৫৭ স্বর্ণজয়ন্তী রাজধানী এক্সপ্রেস, ৫৪৮০৫ আজমির প্যাসেঞ্জার ছাড়াও নানা ট্রেন। আমেদাবাদ থেকে আবু রোডের দূরত্ব ১৮৫ কিলোমিটার। আবু রোড থেকে মাউন্ট আবু ২৫ কিলোমিটার। এ-পথটুকু যেতে পারেন বাসে বা গাড়িতে।

মাউন্ট আবুতে আছে রাজস্থান পর্যটনের **হোটেল শিখর** (☎০২৯৭৪-২৩৮৯৪৪), সাধারণ দ্বিশয্যা ঘরের ভাড়া ১,২৫০ টাকা, স্যুইটের ভাড়া ২,৪৫০ টাকা, এ সি দ্বিশয্যা ঘরের ভাড়া ২,০০০ টাকা, ডর্মিটরি শয্যাপ্রতি ভাড়া ১০০ টাকা।

প্রাইভেট হোটেল: **হোটেল সূর্যদর্শন** (কলকাতা বুকিং: ☎২২১২-৭৩০১), ভাড়া ১,২০০-২,২০০ টাকা। **হোটেল বানজারা** (কলকাতা বুকিং: ☎৯৮৩০৩-০৮৭০৫), ভাড়া ৮০০-১,৫০০ টাকা। **হোটেল বিশ্রাম** (কলকাতা বুকিং: ☎২২৬২-২৮২০), ভাড়া ১,১০০-২,৫০০ টাকা। **হোটেল শান্তি** (কলকাতা বুকিং: ☎৯৮৭৪৯-৭১৮৫৮), ভাড়া ৬০০-১,০০০ টাকা। **হোটেল সরস্বতী** (কলকাতা বুকিং: ☎৯৮৩১০-৭০৮২৮), ভাড়া ১,০৯০-২,৫০০ টাকা। **হোটেল শেরাটন** (কলকাতা বুকিং: ☎২২১২-৭৭১৫), ভাড়া ১,৫০০-২,০০০ টাকা। **হোটেল স্বাগত** (কলকাতা বুকিং: ☎৯৮০৪৯-৭৯৪১৪), ভাড়া ৭৫০-১,৪০০ টাকা। **হোটেল শালিমার** (কলকাতা বুকিং: ☎৯৪৩৩১-৮৬৪০৬), ভাড়া ৮০০-১,৫০০ টাকা।

□ কলকাতা থেকে দিল্লি হয়ে হরিদ্বার যেতে চাই এবং হরিদ্বার থেকে লখনউ, বারাণসী হয়ে কলকাতা ফিরতে চাই। একটা ভ্রমণ-পরিকল্পনা তৈরি করে দিলে বাধিত হব। দিল্লি কালীবাড়ির যোগাযোগের ঠিকানা পেলে খুব উপকৃত হব।

□□ কলকাতা থেকে দিল্লি যেতে পারেন বিমানে বা ট্রেনে। হাওড়া, শিয়ালদা বা কলকাতা থেকে দিল্লি যায় ১২৩০১ হাওড়া রাজধানী এক্সপ্রেস (রবি বাদে), ১২৩১৩ শিয়ালদা রাজধানী এক্সপ্রেস, ১২২৫৯ শিয়ালদা দুরন্ত এক্সপ্রেস (সোম, বুধ, বৃহস্পতি, রবি), ১২২৭৩ হাওড়া দুরন্ত এক্সপ্রেস (সোম, শুক্র), ১২৩১১ কালকা মেল, ১২৩০৩ পূর্বা এক্সপ্রেস (সোম, মঙ্গল, শুক্র, শনি), ১২৩৮১ পূর্বা এক্সপ্রেস (বুধ, বৃহস্পতি, রবি), ১৩১১১ লালকেল্লা এক্সপ্রেস, ১২২৪৯ যুবা এক্সপ্রেস (বৃহস্পতি), ১২৩২৯ পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কক্রান্তি এক্সপ্রেস (মঙ্গল), ১২৩৭৯ জালিয়ানওয়ালাবাগ এক্সপ্রেস ছাড়াও নানা ট্রেন। দিল্লিতে দুদিন থেকে স্থানীয় দ্রষ্টব্য দেখে নিতে পারেন। তার পরদিন সকালে বা রাতের দিকে ট্রেন বা বাস ধরে চলে যেতে পারেন হরিদ্বার। দিল্লি থেকে হরিদ্বার যায় ১৯১০৫ হরিদ্বার মেল, ১৯০১৯ দেরাদুন এক্সপ্রেস, ১২০১৭ দেরাদুন শতাব্দী এক্সপ্রেস, ১৮৪৭৭ উৎকল কলিঙ্গ এক্সপ্রেস, ১৪০৪১ মুসৌরি এক্সপ্রেস, ১২২০৫ দেরাদুন এসি এক্সপ্রেস ছাড়াও নানা ট্রেন।

ভালোভাবে হরিদ্বার দেখতে হলে কম করে দুরাত থাকতে হবে। হরিদ্বার থেকে চলে যেতে পারেন লখনউ। হরিদ্বার থেকে লখনউ যায় ১৪২৬৬ বারাণসী এক্সপ্রেস, ১৩০১০ দুন এক্সপ্রেস, ১২৩২৮ উপাসনা এক্সপ্রেস (বুধ, শনি), ১২৩৭০ কুম্ভ এক্সপ্রেস (বুধ, শনি বাদ) ছাড়াও নানা ট্রেন। লখনউতে থাকতে পারেন এক রাত। লখনউ দেখে চলে আসুন বারাণসী। এপথে বাস বা ট্রেন পাবেন। লখনউ থেকে বারাণসী যাওয়ার প্রচুর ট্রেন আছে, তবে ভালো হয় রাতের দিকের কোনও ট্রেন ধরে ভোরবেলা বারাণসী পৌঁছলে। সেক্ষেত্রে ধরতে পারেন ১৪২৫৮ কাশী বিশ্বনাথ এক্সপ্রেস, ১৪২৩৬ বারাণসী এক্সপ্রেস। বারাণসীতে থাকতে পারেন দুরাত। বারাণসী থেকে ধরুন কলকাতা, শিয়ালদা বা হাওড়া অভিমুখী ১৩১৫২ জম্মু-তাওয়াই এক্সপ্রেস, ১২৩৮২ পূর্বা এক্সপ্রেস (মঙ্গল, বুধ, শনি), ১২৩১৮ অকাল তখত এক্সপ্রেস (শনি, বুধ), ১২৩৩২ হিমগিরি এক্সপ্রেস (সোম, মঙ্গল, শুক্র), ১২৩৭০ কুম্ভ এক্সপ্রেস (বৃহস্পতি, রবি বাদে প্রতিদিন), ১৩০১০ দুন এক্সপ্রেস ছাড়াও নানা ট্রেন।

দিল্লি কালীবাড়ির ঠিকানা:

দিল্লি কালীবাড়ি

কালীবাড়ি, মন্দিরমার্গ, নতুন দিল্লি-১১০ ০০১

☎(০১১) ২৩৩৬৩৯৬২

□ এবছর সারনাথে বুদ্ধমহোৎসব কবে অনুষ্ঠিত হবে? কলকাতা থেকে সারনাথ কীভাবে যাব? সারনাথে উত্তরপ্রদেশ সরকারের কোনও হোটেল বা রিসর্ট আছে কিনা জানালে বাধিত হব।

□□ এবছর সারনাথে বুদ্ধমহোৎসব অনুষ্ঠিত হবে ৬ মে।

কলকাতা থেকে সারনাথ যেতে হলে বারাণসী হয়ে যাওয়াই সুবিধাজনক। হাওড়া, শিয়ালদা বা কলকাতা টার্মিনাল থেকে বারাণসী যায় ১২৩৩৩ বিভূতি এক্সপ্রেস, ১৩০০৯ দুন এক্সপ্রেস, ১৩০০৫ অমৃতসর মেল, ১২৩৮১ পূর্বা এক্সপ্রেস (বুধ, বৃহস্পতি, রবি), ১৩১৫১ জম্মু-তাওয়াই এক্সপ্রেস, ১২৩৭১ জয়সলমির এক্সপ্রেস (সোম), ১২৩১৭ অকাল তখত এক্সপ্রেস (রবি, বুধ), ১২৩২৫ গুরুমুখী এক্সপ্রেস (বৃহস্পতি), ১৩০৪৯ অমৃতসর এক্সপ্রেস, ১২৩৩১ হিমগিরি এক্সপ্রেস (মঙ্গল, শুক্র, শনি), ১২৩২৭ উপাসনা এক্সপ্রেস (মঙ্গল, শুক্র), ১২৩৬৯ কুম্ভ এক্সপ্রেস (মঙ্গল, শুক্র বাদে), ১২৩৫৭ অমৃতসর সুপার এক্সপ্রেস ছাড়াও নানা ট্রেন। বারাণসী থেকে সারনাথ যেতে পারেন বাসে, গাড়িতে বা অটো ভাড়া করে। বারাণসী থেকে সারনাথের দূরত্ব ১০ কিলোমিটার।

সারনাথে রয়েছে উত্তরপ্রদেশ পর্যটনের **রাহি ট্যুরিস্ট বাংলো** (কলকাতা বুকিং: ☎২২৩১-৪৯৭৪, ২২৩০-৭৮৫৫), এ সি দ্বিশয্যা ঘরের ভাড়া ১,১০০ টাকা, এয়ারকুলড ডিলাক্স ঘরের ভাড়া ৯০০ টাকা, চারশয্যা ঘরের ভাড়া ৯০০ টাকা।

পশ্চিম সিকিমের পথে পথে

লেখা ও ছবি: দীপঙ্কর রায়

বারমিওক থেকে মাউন্ট সিনিয়লচু

রেড বিলড লিওথ্রিক্স

বারমিওক থেকে ইয়াকসাম, উত্তরে, পেলিং। পশ্চিম সিকিমের পথে পথে চেনা-অচেনা ফুল, পাখি, ঝরনা, আকাশ জুড়ে সপার্ষদ কাঞ্চনজঙ্ঘা।

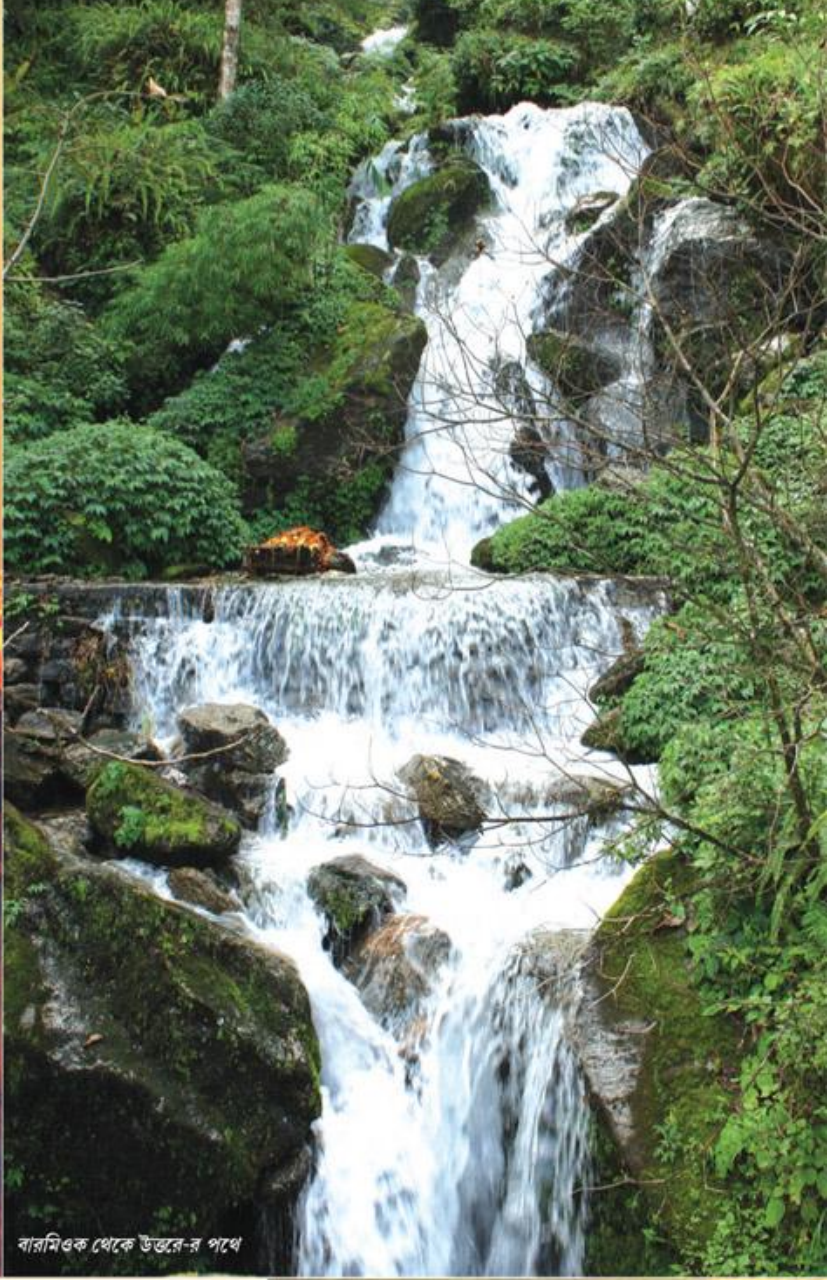

বারমিওক থেকে উত্তরে-র পথে

দিঘা-জলপাইগুড়ি পাহাড়িয়া এক্সপ্রেস প্রায় সাড়ে চার ঘণ্টা লেট করে বেলা দেড়টার সময় নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে প্রবেশ করল। স্টেশন থেকে বেরিয়ে গাড়িতে উঠে বসলাম। গন্তব্য ১৪০ কিলোমিটার দূরে পশ্চিম সিকিমের বারমিওক গ্রাম।

নিউ জলপাইগুড়ি-শিলিগুড়ি বাইপাস ছাড়িয়ে মহানন্দা অভয়ারণ্যের মধ্য দিয়ে সেবকে পৌঁছে মধ্যাহ্নভোজনের জন্য থামলাম। এসেছি ২০১১-র পুজোর মরসুমে। ফলে প্রত্যেকটি হোটেলে প্রচণ্ড ভিড়, অগত্যা ড্রাইভারের পরামর্শে আরও খানিকটা এগিয়ে লোহাপুলের কাছে যে হোটেল, তার মালিক বললেন মোমো, টোস্ট, চাউমিন দিয়ে লাঞ্চ সারতে হবে। খাবার অর্ডার দিয়ে জানালার ধারের টেবিলে বসলাম। সাড়ে তিনটে বাজে, আরও প্রায় ১১০ কিলোমিটার পাড়ি দেওয়া বাকি। তার ওপর ভূমিকম্পের পর রাস্তার অবস্থা বেশ দুশ্চিন্তায় রেখেছে। সূর্য ধীরে ধীরে পশ্চিমাকাশের দিকে এগোচ্ছে। তিস্তা নদীর পাড়ে ল্যাপউইং ও টার্নদের ছুটোপুটি।

যে তিস্তাকে ডানদিকে নিয়ে চলছিলাম কিছুটা যাওয়ার পর তাকেই বাঁদিকে রেখে মেল্লি চেকপোস্ট পেরিয়ে গেলাম। আঁকাবাঁকা পাহাড়ি পথে যত ওপরের

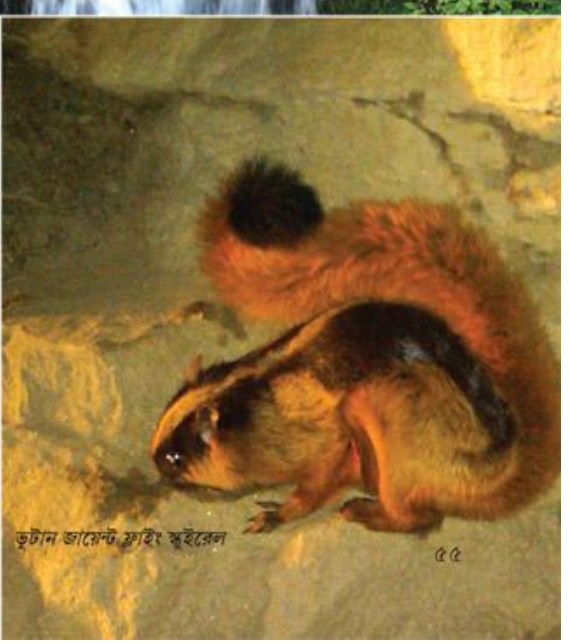

ভুটান জায়েন্ট ফ্লাইং স্কুইরেল

দিকে উঠছি, তত ঠান্ডার প্রকোপ বাড়ছে। রঙ্গিতকে সঙ্গে নিয়ে অনেকটা চলে সিকিমের অন্যতম বড় জনপদ জোরথাং-এ এলাম। জোরথাং বেশ বড় শহর এবং সিকিমের প্রাণকেন্দ্র। এখান থেকে দার্জিলিং এবং সিকিমের যে-কোনও প্রান্তে যাওয়ার গাড়ি পাওয়া যায়। সিকিম ও বাংলার মধ্য দিয়ে বয়ে চলা রাম্মাম নদী জোড়থাং এসে রঙ্গিতের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। রঙ্গিতের ওপর সেতু পেরিয়ে সোরেংয়ের দিকে এগিয়ে চলেছি। আসার পথে বিকেলের স্বল্প আলোয় দেখছিলাম রঙবেরঙের অর্কিড আর নাম না জানা ফুলের মাথায় উড়ে বেড়াচ্ছে প্রজাপতি। গাড়ির গতি মাঝারি, জায়গায় জায়গায় পাথর, বোল্ডার, কাদামাটি ডাঁই করে রাখা। বোঝাই যাচ্ছে ভূমিকম্পের পর অবরুদ্ধ সিকিমকে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় স্বাভাবিক করে আনা হয়েছে। দেখতে দেখতে পৌঁছে গেলাম সোরেং। একে সময়টা বর্ষার পর, তার ওপর কয়েকদিন আগেকার ভূমিকম্পের প্রকোপ। দুয়ে মিলে রাস্তার যা অবস্থা তাতে বেশ সতর্ক হয়ে চলতে হচ্ছে। কিছু কিছু জায়গায় ঝরনার জল আর কাদা মিলে গাড়ির গতি রুদ্ধ করে দিয়েছে। একসময় রিনচেনপং পৌঁছে গেলাম। এবার অনেকটা ভালো রাস্তা পেলাম।

অবশেষে নটা নাগাদ পৌঁছলাম বারমিওক। রাস্তার ধারেই হোটেল। সাড়ে দশটা নাগাদ ডাল, ভাত, বেগুনভাজা, চিকেন, পাঁপড় আর চাটনি এই দিয়ে ডিনার হল। এগারোটা নাগাদ আরেকদল পর্যটক এলেন, বললেন কামরূপ এক্সপ্রেস প্রায় দশঘণ্টা লেট করে নিউ জলপাইগুড়ি পৌঁছেছে, তাই এত দেরি।

সকাল সকাল ঘুম ভেঙে গেল। জানালার কাছে এসে দাঁড়ালাম। জানালা একটু ফাঁক করতেই ছুরির ফলার মতো ঠান্ডা এসে যেন কেটে বসল শরীরে। চাদর, মাফলার আর টুপি জড়িয়ে ছাদে উঠে এলাম। ট্রাইপডে ক্যামেরা সেট করে বসে রইলাম। আস্তে আস্তে রাথোং এবং কোকতাং শৃঙ্গের ওপর রঙের খেলা শুরু হল। আমাদের হোটেলের পিছনে পুরোটাই সবুজ উপত্যকা, হোটেলের আশপাশ থেকে অজস্র পাখি ডাকছে। একটা চেস্টনাট বেলিড নাটহ্যাচ দেখতে পেলাম। আকাশে সিঁদুর রঙের খেলা চালু হলেও হালকা মেঘ আর কুয়াশার জন্য ছবি নিতে পারছি না। একটা সময় মেঘ সরে গিয়ে পুরো সবুজ উপত্যকা দৃশ্যমান হল। পাইন, ফার, জুনিপার বার্চ গাছের সারি, আর তার ঠিক মাথার ওপর কাঞ্চনজঙ্ঘা, পান্ডিম, কোকতাং।

বেরতে বেরতে সাড়ে নটা বাজল। হোটেল থেকে বেরিয়ে গাড়িতে উঠে বসলাম। ওপর দিক থেকে যাত্রী-বোঝাই জিপ ও কিছু ট্যুরিস্ট-জিপের আনাগোনা, পাহাড়ের গায়ে পুরনো লম্বা লম্বা গাছের ওপর ঘন সবুজের আস্তরণ, কিছু অর্কিড— এইসব দেখতে দেখতে আমরা নবনির্মিত 'হি ওয়াটার গার্ডেন'-এ পৌঁছলাম। ঝরনার জল তীব্র বেগে নেমে আসছে। একটা মন্দির, একটা নির্মীয়মাণ সুইমিং পুল আর একটা কাফেটেরিয়া চোখে পড়ল। কিন্তু কোথাও লোক নেই। দু'একজন স্থানীয় অধিবাসীকে দেখলাম বাগানের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে। একটা জায়গায় একটা লিটল ফর্কটেল দেখতে পেলাম। ছবি তোলবার চেষ্টা করতেই উড়ে পালাল। গার্ডেনের চারপাশে অসংখ্য প্রজাপতি ঘুরে বেড়াচ্ছে। প্রজাপতি আর পাখিদের সঙ্গে সময় কাটিয়ে গাড়িতে উঠলাম।

পাহাড়ের পাশ দিয়ে পথ চলে গিয়েছে। দুএকটা ছোট পাহাড়ি ঝরনা পথের পাশে পড়ল। পথের ধারে পাহাড়ের গায়ে নাম না জানা হলুদ, কমলা, সাদা, বেগুনি ফুল। কাঠের বাড়ির উঠোনগুলোয় রং-বাহারি ফুলের নন্দনকানন। উপত্যকা জুড়ে ধান চাষ, শস্য চাষ ও এলাচ বাগান। উপত্যকার পাশ দিয়ে সরু নালার মতো বয়ে চলেছে হি নদী। চালক গোপী একটা কালীমন্দিরের সামনে গাড়ি দাঁড় করাল। আজ সপ্তমী, স্থানীয় অধিবাসীরা বললেন, এটা জন্মা দেবীর মন্দির। সামনে আলপাইন চিজ তৈরির কারখানার নির্দেশ লেখা বোর্ড। বুঝলাম এটাই হল ডেন্টাম ভ্যালি। একটা দোকানে থুকপার অর্ডার দিয়ে উপত্যকার দিকে এগিয়ে গেলাম। বিস্তৃত সবুজ উপত্যকার মধ্য দিয়ে ক্ষীণ পাহাড়ি নদীর বয়ে চলে আবার সবুজের বাঁকে হারিয়ে যাওয়া— দৃশ্যটা যত না বেশি লেন্সে ধরা দিচ্ছে তার থেকে বেশি মনে গেঁথে যাচ্ছে। সেই উপত্যকার আশপাশে ইতস্তত কিছু ঘরবাড়ি। ছড়ানো ছিটানো, কিন্তু বিশৃঙ্খল নয়। একদল পাহাড়ি বালক ক্রিকেট খেলছে। একজন প্রৌঢ়া চারটি ভেড়া ও দুটো ছাগল নিয়ে মাঠের পাশ দিয়ে যাচ্ছে।

ডেন্টামে মদের দোকানের আধিক্য চোখে পড়ার মতো এবং বেশিরভাগ দোকানই মহিলা-চালিত। এক জায়গায় দেখলাম দশেরা উৎসবের প্রস্তুতি চলছে। গাড়ি মিনিট-পঁচিশ চলার পর দুটো পাহাড়ের মাঝখানে এক ঝুলন্ত সেতুর সামনে এসে দাঁড়াল। এশিয়ার দ্বিতীয় উচ্চতম যানবাহন চলাচলকারী সেতু এই সিংশোর ব্রিজ। সিংশোর ব্রিজের নীচ থেকে খাদের গভীরতা প্রায় সাতশো ফুট। দুদিকের পাহাড় এই ঝুলন্ত সেতুকে টেনে ধরে রেখেছে। লোহার সেতুর ওপর দাঁড়িয়ে অল্প দুলতে দুলতে নীচে খরস্রোতা রঙ্গিতকে দেখতে একটু ভয়ই লাগে। ব্রিজের অপরপ্রান্তে চায়ের দোকানে চলে এলাম। সেতুর এক কোণে এক চিলতে এই দোকানটা বেশ মনে ধরে গেল। চা খেতে খেতে শুনলাম, একসময় ডেন্টাম ও উত্তরের মধ্যে সংযোগকারী মূল রাস্তা ছিল এই সেতু। সিকিম পর্যটন দপ্তর ও বেসরকারি উদ্যোগে সেতুর আশপাশের গ্রামগুলিতে হোম স্টে ও অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজম গড়ে তোলার প্রয়াস শুরু হয়েছে।

গাড়িতে উঠে বসলাম, এবার যাত্রা উত্তরের দিকে। মাঝে মাঝেই ভূমিকম্পের চিহ্ন পথের পাশে দেখা যাচ্ছে। কিছুটা যাবার পর গাড়ি ডানদিকের রাস্তা ধরল। সিকিম বনদপ্তরের লাগানো রেডপান্ডার জোন নির্দেশিত বোর্ড চোখে পড়ল। সিঙ্গলিলা ন্যাশনাল পার্ক এবং বার্সে রডোডেনড্রন স্যাংচুয়ারির অনেকটা এলাকা এই উত্তরে-তেও পড়েছে। পৌঁছে গেলাম পশ্চিম সিকিমের শেষ গ্রাম উত্তরেতে।

গুটিকয়েক ঘরবাড়ি, থাকবার জন্য তিনটি হোটেল, কিছুটা পিচঢালা ও কিছুটা পাথরের রাস্তা, একটা মনাস্ট্রি ও সেনাছাউনি আর চারপাশে পাইন, জুনিপার, রডোডেনড্রন, বার্চ, ওক এই নিয়ে শান্ত নির্জন ছোট জনপদ উত্তরে। আছে ট্রাউট মাছের প্রজননকেন্দ্র। গাড়ি থেকে সেই দিকে হেঁটে যেতেই চোখে পড়ল ক্যানারি ফ্লাইক্যাচার, রেড বিলড লিওথ্রিক্স, গ্রিন ম্যাগপাই, রেড মিনলা। বুঝে নিলাম শুধু ট্রেকারদের নয়, পক্ষী-প্রেমিকদেরও স্বর্গরাজ্য এই উত্তরে। হঠাৎ মেঘ আর কুয়াশা এসে চারপাশ ঢেকে দিল। এপাশ ওপাশ ঘুরছি, এই সময় স্থানীয় একজন মধ্যবয়সি যুবক এসে উষ্ণতার হাত বাড়িয়ে দিলেন এবং সামনেই ওঁর হোটেলে চা-এর আমন্ত্রণ জানালেন। হোটেলটা ঘুরে দেখলাম।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, সব সুবিধাযুক্ত বেশ আধুনিক এই হোটেলটি। অল্পসময়ের মধ্যে সুব্বার আতিথেয়তা মন ছুঁয়ে গেল। বিদেশি ট্রেকারদের দলকে ট্রেকিং-এ রওনা করবার ফাঁকেই চা চলে এল। সুব্বা বললেন, একবেলা থাকলে ঘুরে নেওয়া যায় মেনবাস ঝরনা। ফোকতেদাঁড়ার ট্রেকিং শুরু হয় এখান থেকে। ফোকতেদাঁড়া থেকে দেখা যায় মাউন্ট এভারেস্ট, ধৌলাগিরি, মাকালু, লোৎসে, পান্ডিম, কাব্রু, নরসিং, সিনিয়ালচু প্রভৃতি তুষারাবৃত শৃঙ্গ। এখনও মেঘ কাটেনি। প্রায় দুটো পনেরো বাজে, ফেরার পথ ধরলাম।

সোয়া তিনটে নাগাদ বারমিওকের হোটেলে ফিরে ভাত, মাছ, ডাল, পনিরের তরকারি আর আলুভাজা দিয়ে দুপুরের আহার। হোটেলের ডাইনিং রুমটা অসাধারণ। খেতে খেতেই কাচের জানলা দিয়ে দেখতে পেলাম কাঞ্চনজঙ্ঘা ও সিনিয়ালচু-র ওপর মেঘের বিস্তার। আধঘণ্টার মতো বিশ্রাম নিয়ে তৈরি হয়ে ছায়াতালের উদ্দেশে বেরতে বেরতে প্রায় সাড়ে চারটে হয়ে গেল। হি বাজার ছাড়িয়ে কিছুটা এগিয়ে ছায়াতালের তোরণ ও পথ-নির্দেশ চোখে পড়ল।

গাড়ি চড়াইপথ ভেঙে এগোচ্ছে। ঠিক এই সময় রাস্তার বাঁকে দেখতে পেলাম মেঘ সরিয়ে কুম্ভকর্ণের উদয়। আকাশের রং এখন মায়াবী লাল, তার সঙ্গে হালকা নীলের ছোঁয়া।

আকাশের সেই লাল রঙ ছুঁয়ে যাচ্ছে কুম্ভকর্ণ ও পান্ডিমকে। যদিও রাস্তার অবস্থা বেশ খারাপ, উঁচু-নিচু বোল্ডার ফেলা, তবুও মন্ত্রমুগ্ধের মতো সেই দৃশ্যের ছবি নিতে নিতেই ছায়াতাল এসে পৌঁছলাম। গাড়ি থেকে নেমে ছায়াতালের দিকে এগিয়ে চলেছি, দিনের আলো আস্তে আস্তে কমছে, ঠান্ডা লাগছে। উইন্ডচিটার পরলাম, কানটাও ঢেকে নিলাম। তালের পাশেই সবুজ একখণ্ড জমির ওপর সিকিম ট্যুরিজমের হোটেলের ব্যালকনিতে দাঁড়াতেই চোখের সামনে কুম্ভকর্ণ ও পান্ডিম-এর ওপর শেষ বিকেলের রক্তিম আভা। দূরে নির্মীয়মাণ বুদ্ধমূর্তির কাছ থেকে ভেসে আসছে ঘণ্টা ও বাঁশির জলদগম্ভীর আওয়াজ। অন্ধকার নামার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা ফেরার পথ ধরলাম। প্রত্যেক বছর মে মাসে এই ছায়াতালকে ঘিরে উদযাপিত হয় 'হেরিটেজ ফেস্টিভ্যাল'। তখন আদিবাসী নাচগান, সাংস্কৃতিক উৎসব, মাউন্টেন বাইকিং, সিঙ্গলিলা ট্রেক, সাইক্লিং প্রভৃতির আয়োজন করা হয়। বারমিওক গুম্ফার কাছে এসে গাড়ি থেকে নেমে পড়লাম। গুম্ফার ভিতরে আলো-আঁধারির মায়াময় পরিবেশ। লামারা সুর করে স্তবে মগ্ন, তেলের প্রদীপ জ্বলছে, জ্বলছে মোমবাতি। তারই আলো ঠিকরে পড়ছে সোনালি বুদ্ধের মুখে।

সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি আকাশে বেশ মেঘ। বন্ধুদের মধ্যে মতভেদ চলছে, কেউ বলছে বার্সে, কেউ রাবংলা। ড্রাইভার গোপী বলল, বার্সের রাস্তা বেশ খারাপ। অতএব ম্যাপ খুলে নতুন স্পট বাছতে বসলাম। শেষপর্যন্ত ইয়াকসাম যাওয়া ঠিক হল। ডেন্টাম অবধি এক রাস্তায় এসে উত্তরেকে বাঁদিকে রেখে আমরা পেলিংয়ের রাস্তা ধরলাম। বারমিওক থেকে ইয়াকসাম প্রায় ৮০ কিলোমিটার। বেশ চড়া রোদ উঠেছে। ২০ কিলোমিটার মতো পেরিয়ে এসে রাস্তার ধারে গাড়ি দাঁড় করালাম। অনেক ওপর থেকে নেমে আসছে ছাঙ্গি ফলস। ঝরনার বাঁপাশ দিয়ে সিঁড়ি উঠে গিয়েছে। ব্যাপ্তি ও বিশালতায় এমন কিছু আহামরি না হলেও ঝরনার চারপাশ ঘিরে বনজ পরিবেশ ভালো লাগে। কিছুক্ষণ সময় কাটিয়ে আবার চলতে শুরু করলাম। পেমিয়াংশি মনাস্ট্রি, পেলিং পেরিয়ে গেলাম। পেলিং শহরটা যেন দিন দিন ঘিঞ্জি হয়ে উঠছে। পেলিং পেরিয়ে কিছুটা এবড়োখেবড়ো রাস্তার পাশ কাটিয়ে দারাপ ভ্যালিকে ডানদিকে রেখে পথ চলছি। দারাপ-এর ধাপ চাষ চোখে পড়ার মতো। অবশেষে গাড়ি এসে থামল রিম্বি ফলসের সামনে। পাহাড়ের ওপর থেকে জলধারা বেশ গর্জন করে নীচে পড়ছে। রাস্তার একদম ধারে হওয়ার জন্য সহজেই নেমে ঝরনার কাছে গেলাম। মুখ-হাত ধুলাম। বেশ ঠান্ডা জল। এই রিম্বি ফলসকে পাশে রেখেই তৈরি হয়েছে রিম্বি রক গার্ডেন। পাহাড়ি নদীর ধারে এক টুকরো সাজানো বাগান। অনেক প্রজাপতি উড়ছে।

অনেকটা পথ যেতে হবে। ড্রাইভার গোপী ফোন করে লাঞ্চের অর্ডার দিল। বেশ গতিতেই গাড়ি চলছে, রিম্বি ফলস থেকে আরও মিনিট কুড়ি চলার পর কাঞ্চনজঙ্ঘা জলপ্রপাতের তীব্র গর্জন কানে এল। দূর থেকে দেখতে পাচ্ছি রাস্তার নীচ দিয়ে বয়ে চলেছে দুরন্ত জলধারা। গাড়ি থেকে নেমে কাছাকাছি যেতেই গুঁড়িগুঁড়ি জলকণা চোখেমুখে এসে লাগল। সিকিমের অসংখ্য মণিমুক্তোর মতো দ্রষ্টব্যস্থানের মধ্যে এই কাঞ্চনজঙ্ঘা ঝরনা অন্যতম। শুধু এই ঝরনাটাই নয়, আসার পথটিও সৌন্দর্যে অতুলনীয়। ঘন সবুজ পাহাড় আর পান্না সবুজ চাদরে মোড়া উপত্যকার পটভূমিতে এই জলপ্রপাত। পাহাড়ের অনেকখানি জায়গা জুড়ে অনেকটা উঁচু থেকে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। সাবধানে ক্যামেরার লেন্স বার করতে হচ্ছে। ঠান্ডা হাওয়া বইছে কিন্তু তাতে শীতের তীব্রতা নেই।

আকাশ পরিষ্কার নীল, তাতে ছোপ ছোপ শরতের শ্বেতশুভ্র মেঘ। বাঁদিকে পাহাড় ও ডানদিকে সবুজ উপত্যকার খাদ। মাঝে মাঝে দু-একটা ছোট ছোট বাড়ি। কখনও সরু নদীর ক্ষীণ পথে বয়ে চলার দৃশ্য। মাঝে মাঝে পথের পাশেই লাল, হলুদ, সাদা, নীল, সবুজ প্রার্থনা পতাকা। দূরে কাঠের বাড়িগুলো মেঘ আর সবুজের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কাঞ্চনজঙ্ঘা জলপ্রপাত পেরোবার পর থেকে ইয়াকসাম যাবার রাস্তা একেবারে মসৃণ। ইয়াকসামের গুপ্তা রেস্টুরেন্টের সামনে গাড়ি দাঁড় করালাম। পাহাড়ি চালের গরম ভাত, ডাল, আলু ভাজা, আর ওমলেট— এই হল লাঞ্চের মেনু। ইয়াকসাম থেকেই কাঞ্চনজঙ্ঘা ন্যাশনাল পার্ক, জোংরি গোয়েচলা, বাখিম প্রভৃতি জায়গার ট্রেকিং রুট শুরু। প্রচুর বিদেশির সমাগম এই ইয়াকসামে। শুধু ট্রেকিং বা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নয়, ঐতিহাসিক দিক থেকেও ইয়াকসামের গুরুত্ব অপরিসীম। যদিও পেলিং বা জোরথাং থেকে ইয়াকসাম-এর সার্ভিস জিপ পাওয়া যায়, তবুও এপথে নিজস্ব গাড়ি ভাড়া করে ভ্রমণ করাই যুক্তিযুক্ত।

১৬৪১ সালে ইয়াকসামেই সিকিমের প্রথম চোগিয়ালের রাজ্যাভিষেক হয়েছিল। হাঁটতে হাঁটতে গেলাম অভিষেকের স্থানে। নরবুগাং চোর্তেনের সামনেই রয়েছে অভিষেকের স্থান। ছোট রেলিং দিয়ে ঘেরা। পুরো জায়গাটা ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ বিভাগের অধীনস্থ। সিকিমবাসীর কাছে অত্যন্ত পবিত্র এই স্থানটি। অভিষেক-স্থানে রয়েছে পাথরের আসন ও একখণ্ড পাথরে ধরে রাখা প্রধান লামার পদচিহ্ন। ছোট একটি গুম্ফা রয়েছে কিন্তু তালাবন্ধ। হেঁটে হেঁটে পিছনদিকের পাহাড়ি রাস্তায় এলাম। অসংখ্য পাখি এখানে। পুরো

Wandervogel adventures

Annual Migration in Kenya. The Greatest Visual Extravaganza on Earth! ! Book early to avail best deal.
23/7, 2,13,21, 27/8, 3,11, 24/9, 9,14,21, 28/10, 6,18, 25/11

Sri Lanka 16,26/3, 5,14/4, 20,27/5

Bhutan 26/3,14/4,22/5

Vietnam 23,30/3,
Cambodia 28/3
Vietnam, Cambodia, Laos 22/5

Thailand
10,17,31/3,14/4,21/5, 15/10,20/10,21/10, 31/10,7/11,22,27/12

Malaysia
17,24/3,5,14/4,28/5

Singapore
18/4,25/5,
Thailand,Singapore, Malaysia 14/4,22/5,21/10

Kailash Mansarovar
30/4,17, 29/5,10,27/6,10, 27/7,9,25/8

Uzbekistan 21,28/5,18/6, 17/7,14/8,24/9,23/10,5/11,
Egypt 21/10,4,18/11,2,23/12

Greece & Turkey
25/5, 18/6,14/8,21,31/10

China with Lhasa
25/5, 18/6,23/7,14/8

HONGKONG-MACAU, INDONESIA, BANGLADESH, NEPAL

MORE IN STORE

Group Departures & Customised Packages

FOR DETAILS CONTACT
1/2C BALLYGUNGE PLACE EAST, KOL-19, DIAL : 91-33-2440 1872
6548 4337, 900 7009060

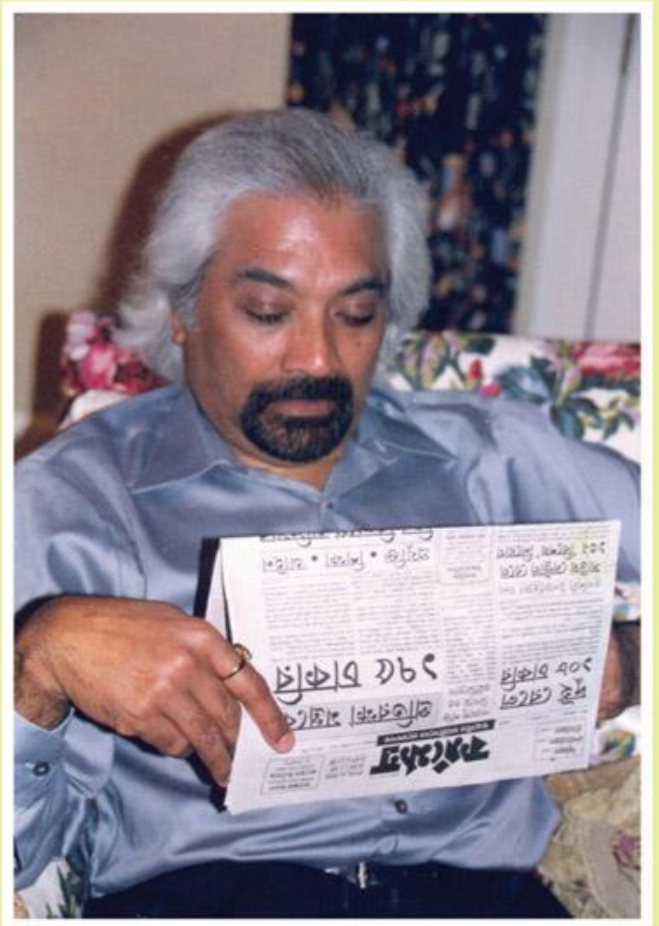

সাম পিত্রোদা: আমেরিকার ওয়ার্ল্ড টেল লিমিটেডের কর্ণধার, অঁত্রেপ্রেনারশিপ ও টেলি-কমিউনিকেশনস্-এ বিশ্ববন্দিত ব্যক্তিত্ব। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের বিভিন্ন কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা। ভারত সরকারের টেলিকম কমিশনের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান। 'রিসার্জেন্স অব বেঙ্গল' কর্মসূচির উপদেষ্টা।

'একবার ভেবে দেখুন গোটা ভারতকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করতেই কত রকম যোগ্যতার কত লোকের দরকার। এরকম আরও নানা ক্ষেত্রে, ধরুন কৃষিনির্ভর শিল্প ফুড প্রসেসিংয়ে, লক্ষ লক্ষ কাজ আছে। আপনি 'কর্মক্ষেত্র'-য় প্রকাশিত যেসব কর্মপরিকল্পনার কথা বললেন, যেমন পাকা তেঁতুল প্যাকেট করা, বা তরমুজের রস বোতলবন্দী করা, কিংবা পাটের জিনিসপত্র বানানো— এগুলো তো গ্রামে গ্রামে শুরু হওয়া দরকার। উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, বিপণন ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইনফরমেশন টেকনোলজির সুফল এইসব কাজেও প্রয়োগ করা উচিত। সরকারের ভূমিকা এইখানেই। আর পরিকাঠামো জোগানোয়। বাকি সব নিজেদেরই করতে হবে। কাজের জাত বিচার করে যাঁরা বসে থাকবেন তাঁদের জীবন নিয়ে ভাবনায় কোনও ভুল হচ্ছে কি না সেটাই আগে ভাবা দরকার।'

৫ জুলাই, ২০০১-এ বস্টনে একান্ত সাক্ষাৎকারে 'কর্মক্ষেত্র'-র প্রধান সম্পাদককে সাম পিত্রোদা

কর্মক্ষেত্র

বাঙালির কর্মজীবনের প্রবেশপথ

ইন্টারনেটে **কর্মক্ষেত্র**: www.ekarmakshetra.com

পশ্চিম সিকিম জুড়ে অসংখ্য পাখি দেখেছি কিন্তু ছবি তোলা বেশ কষ্টকর। এবার আমরা কার্থোক লেকের দিকে এগোলাম। মিনিট পাঁচেক হেঁটে লেকের ধারে পৌঁছে আশাহত হলাম। কালো জল, চারপাশ নোংরা, গোটা লেকের চারপাশ অসংখ্য প্রার্থনা পতাকা দিয়ে ঘেরা। লেকের লাগোয়া টিলার মাথায় কার্থোক গুম্ফা। বেরিয়ে এসে গাড়িতে উঠে বসে এখান থেকে প্রায় ৪ কিলোমিটার দূরে দুবদি মনাস্ট্রির দিকে এগোলাম। সিকিমের প্রথম মনাস্ট্রি দুবদি। গাড়ি থেকে নেমে অরণ্যপথে প্রায় ২ কিলোমিটার ট্রেক করে চড়াই ভেঙে ওপরে উঠতে হবে। চারপাশে অরণ্যের মধ্য দিয়ে পথ, প্রায় পাঁচটা বাজে, যাব কি যাব না ভাবছি, এমন সময় একজন পাহাড়ি বালক মোষ নিয়ে মনাস্ট্রির দিকে যাচ্ছিল। ওর সহযাত্রী হলাম। দুটো ফর্কটেলও আমাদের সঙ্গী হল। চারদিকে বেশ বড় বড় গাছ। পাশ দিয়ে নদী বইছে। মাঝখান দিয়ে সিমেন্ট বাঁধানো রাস্তা। কিছুক্ষণ হাঁটার পর চারদিক বেশ অন্ধকার হয়ে এল। আর ঝুঁকি নিলাম না। ফেরার পথ ধরলাম।

হালকা কুয়াশার মধ্য দিয়ে গাড়ি চলেছে। হেডলাইটের আলোতে দেখতে পাচ্ছি দু-একজন মাথায় কাঠ বোঝাই করে বাড়ি ফিরছে। আজ অষ্টমী, পেলিংয়ে চলে এলাম। কাছে একমাত্র দুর্গাপুজোর প্যান্ডেলে আরতি দেখলাম। ছোট প্যান্ডেল, পাশে ভূমিকম্পে নিহত মানুষজনের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে প্রদীপ আর মোমবাতি জ্বালানো হয়েছে। বেশ ঠান্ডা। ভূমিকম্পের আতঙ্কের কারণেই হোক বা ঠান্ডার জন্য, এই পুজোর মরসুমে পেলিংয়ে পর্যটক বেশ কম। গাড়ির কাচ তুলে দিলাম। প্রায় কুড়ি কিলোমিটার চলে এসেছি। গাড়িটা অল্প সময়ের জন্য দাঁড়িয়েছে। ঠিক এই মুহূর্তেই ঘটে গেল এক অদ্ভুত ঘটনা। ড্রাইভার গোপী হাত দিয়ে ডানদিকে দেখাল। গাড়ির হেডলাইটের আলোয় দেখছি একটা বেশ বড় কাঠবিড়ালি পাহাড়ের পাথরে মুখ গুঁজে লুকিয়ে আছে, ক্যামেরা রেডি করে গাড়ির হেডলাইটের আলোয় ছবি নিতে শুরু করলাম। এই সময় অপরদিক থেকে একটা গাড়ি এসে হর্ন দিতে শুরু করল। ওই গাড়িটাকে পাশ দিতে আমাদের গাড়ি এগিয়ে যেতে ওটা উড়ে চলে গেল। ঘন অন্ধকারে দৃশ্যটা নিতে পারলাম না। পরে জেনেছিলাম ওটা হল পিটুরিস্টা নোবিলিস বা ভুটান জায়েন্ট ফ্লাইং স্কুইর‍্যাল যা বিরল প্রজাতি হিসেবে চিহ্নিত। ২০০১ সালে এর সম্পর্কে শেষ তথ্য পাওয়া যায়। বারমিওকের হোটেলে ফিরতে ফিরতে রাত্রি সাড়ে নটা।

নৈশভোজে রুটি, চিকেন কারি, পনির আর ডাল, তার সঙ্গে পাঁপড়। বেশ তৃপ্তি করে খেলাম। সকালে ঘুম থেকে উঠেই দেখি কাঞ্চনজঙ্ঘা। আজ আর ছাদে গেলাম না। ঘরের ভিতরে বসে জানালা দিয়ে সিনিয়ালচু পান্ডিম আর কাঞ্চনজঙ্ঘার রজতশুভ্র রূপ দেখতে লাগলাম।

চা খেয়ে আমরা কাছাকাছি হাঁটতে বেরলাম। উত্তরে কালেজ নদী, পূর্বে রঙ্গিত নদী, পশ্চিমে হি— এই নিয়ে বারমিওক গ্রাম। উচ্চতা প্রায় ৫,৭০০ ফুট। হাঁটতে হাঁটতে হি গ্রামের দিকে এগোচ্ছি। ডানদিকে কুম্ভকর্ণ এবং কাঞ্চনজঙ্ঘার শ্বেতশুভ্র চূড়া আর পাইন ফার গাছের ঘন জঙ্গল। কখনও পাহাড়ি ঝরনা তীব্র গতিতে জঙ্গল ভেদ করে নীচে রাস্তায় এসে নিজপথ তৈরি করে নীচের উপত্যকায় গড়িয়ে পড়ছে। দুপাশে হি গ্রামের ঘরবাড়ি, লিম্বু, শেরপা, তামাং প্রভৃতি উপজাতি মানুষদের দৈনন্দিন জীবনের টুকরো-ছবি চোখে পড়ছে। প্রত্যেকটা সম্প্রদায়ের মানুষের জীবনযাত্রা আচার-সংস্কৃতি আলাদা। বিশেষ করে লিম্বু উপজাতির মানুষদের কাঠের ঘরবাড়িগুলির নির্মাণশৈলী বেশ নজর কাড়ে। স্কোয়াশ, আলু, ভুট্টা প্রভৃতি কাঁচা সবজির পসরা সাজিয়ে নিয়ে বসে আছে মেয়েরা। দু-একটা মদের দোকানও চোখে পড়ল। হঠাৎ ডানদিকে একটা কাঠের বাড়ির দিকে চোখ পড়তে দেখি, লেখা আছে 'স্থানীয় ডাকঘর'। সামনে অযত্নে ফোটা বিভিন্ন রঙের পাহাড়ি ফুল। সহজ সরল জীবনের ছায়া সর্বত্র। হেঁটে চলি। হঠাৎ দেখি একটা গ্রিন ব্যাকড টিট সামনের লাইটপোস্টে উড়ে এসে বসল। ছিমছাম শান্ত বাড়িগুলোর পিছন দিকের পাহাড়ি উপত্যকায় সবজি কিংবা শস্যের খেত। মূল রাস্তা ছেড়ে একটা গ্রাম্য পথ ধরি। একজন কিশোরও আমাদের সহযাত্রী হল। দূরে ভুট্টাখেতে সকালের কাঁচা রোদ এসে পড়ছে। একটা ভার্ডিটার ফ্লাইক্যাচার টিনের চালে বসল। প্রায় সাড়ে দশটা বাজে, একটু পরেই চলে যাব। বারমিওক ছেড়ে ফেরার পথ ধরলাম। ফেরার পথে কিছু স্কারলেট মিনিভেটকে উড়ে যেতে দেখলাম।

প্রয়োজনীয় তথ্য

কীভাবে যাবেন

হাওড়া বা শিয়ালদা থেকে ট্রেনে নিউ জলপাইগুড়ি। নিউ জলপাইগুড়ি থেকে সরাসরি বোলেরো বা সুমো জাতীয় গাড়িতে বারমিওক। দূরত্ব প্রায় ১৪০ কিলোমিটার। গাড়িভাড়া মরসুম অনুযায়ী ৩,৫০০ থেকে ৪,০০০ এর মধ্যে। এছাড়া শিলিগুড়ির পায়েল সিনেমার মোড় থেকে শেয়ারে জোরথাং, জোরথাং থেকে শেয়ারে কালুক, ডেন্টাম বা উত্তরের গাড়িতে বারমিওক। জোরথাং থেকে গাড়ি ভাড়া করেও যাওয়া যেতে পারে। বারমিওক থেকে ইয়াকসাম ৮০ কিলোমিটার।

কোথায় থাকবেন

বারমিওকে থাকার জন্য রয়েছে **হোটেল কাঞ্চনভিউ** (☎৯৮৩০২-৭১০৬৪), ডিলাক্স দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ১,১২০ টাকা। ডিলাক্স তিনশয্যাঘরের ভাড়া ১,৩২০ টাকা। চারশয্যা স্যুইট ঘরের ভাড়া ১,৬৫০ টাকা। ছায়াতালে থাকার জন্য রয়েছে **ছায়াতাল ভিলেজ গেস্টহাউস** (এন কে সুব্বা ☎৯৪৩৪০-১২২১৩), চারটি দ্বিশয্যার ঘর আছে। ঘরপ্রতি ভাড়া ১,২০০ টাকা। কালুকে থাকার জন্য রয়েছে **কাঞ্চন ভ্যালি ট্যুরিস্ট লজ** (☎২৪৮৬-০৫৮৩), ভাড়া ৬০০ থেকে ১,২০০ টাকা। এছাড়া রয়েছে **গন্ডেভিলেজ রিসর্ট**, দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ১,৮০০-২,১০০ টাকা। কটেজের ভাড়া ৩,০০০ টাকা। **রিনচেনপং ভিলেজ রিসর্ট**, ভাড়া ২,৫০০-৩,০০০ টাকা। **মন্ডারিং ভিলেজ রিসর্ট**, ভাড়া ১,৫০০-২,৫০০ টাকা। বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ ☎৯৮৩৬৪-৬৪৬৩২। রিনচেনপং-এ থাকার জন্য রয়েছে **হোটেল মাউন্ট ভিউ**, দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ৮০০-১,০০০ টাকা। চারশয্যাঘরের ভাড়া ১,২০০ টাকা। **হোটেল নেস্ট**, ভাড়া ১,০০০-১,৪০০ টাকা। বুকিং: ☎৯৮৩১১-০৭২৪৬। **বুরাং হোম স্টে**, ভাড়া ৮৫০-১,৪০০ টাকা। **রিনচেনপং নেস্ট**, ভাড়া ১,০০০-১,২০০ টাকা। বুকিং ☎৯৮৩০১-৩৩৫১১। উত্তরেতে থাকার জন্য রয়েছে **গ্রিন ভ্যালি রিসর্ট** (বুকিং: এস বি সুব্বা ☎৯৭৩৩০-৮৪৯৯২), ইকনমি ঘরের ভাড়া ৫০০ টাকা, ডিলাক্স ঘরের ভাড়া ১,০০০ টাকা। তিনশয্যাঘরের ভাড়া ১,২০০ টাকা। **হোটেল উত্তরে** (বুকিং: রঞ্জনা ছেত্রী ☎৯৪০৭১-৮০২৩২), দ্বিশয্যাঘরের ভাড়া ৮০০ টাকা। চারশয্যাঘরের ভাড়া ১,০০০ টাকা। **হোটেল স্বদেশ** (বুকিং: অবিনাশ সুব্বা ☎৯৭৩৩১-৪৬৬৯০), ভাড়া ৮০০ টাকা। ইয়াকসামে থাকার জন্য রয়েছে **হোটেল তাশিগ্যাং**, ভাড়া ১,৪৫০-১,৮০০ টাকা। **তাশিগ্যাং রিট্রিট**, ভাড়া ২,৫০০-৩,০০০ টাকা। বুকিং: ☎৯৮৩৬৪-৬৪৬৩২। **রেড প্যালেস** (☎৯৮৩০৩-৭১৭৪৪), ভাড়া ১,৬৫০ টাকা (সঙ্গে দুজনের ব্রেকফাস্টের খরচ ধরা আছে)।

তবে মনে রাখবেন, বারমিওকে থাকলে কালুক বা রিনচেনপং-এ থাকার দরকার হয় না। আবার ওই দুটি জায়গায় থাকলে বারমিওকে থাকার দরকার হয় না।

সতর্কতা

ঠান্ডার পোশাক, উইন্ডচিটার, বর্ষাতি, জিওলিন সঙ্গে রাখবেন। মনে রাখবেন, কাছাকাছি কোনও এ টি এম নেই। পেলিং বা জোড়থাংয়ের এ টি এম সবসময় কাজ করে না।

রেঙ্গুন হয়ে মালয় পেরিয়ে হংকং

ইন্দুমাধব মল্লিক

এবছরের শারদীয় 'ভ্রমণ'-এর সঙ্গে বিনামূল্যে বিতরিত ৬৪ পাতার বইয়ের পরের অংশ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হল। এই সংখ্যায় শেষ পর্ব।

এময়

স্ত্রী-জাতির প্রতি এইরূপ ব্যবহারের কথা আমি পূর্বেও অন্যের নিকট শুনিয়াছিলাম। বৌদ্ধধর্মে অনেক স্বাধীনতা আছে, কনফিউসসের প্রচারিত নিয়ম মতে তাহাদের কোনওরূপ স্বাধীনতাই ছিল না। বাল্যাবস্থায় পিতামাতার অধীন, যৌবনে স্বামীর অধীন ও বার্ধক্যে পুত্রের অধীন, —এই অধীনতাই তাকে সারা জীবন সহ্য করিতে হয়। বিধবা দিনে একটি ঘরে দ্বার বন্ধ করিয়া থাকিবে, ও সারা রাত্রি আলো জ্বালাইয়া ঘুমাইবে। সকলের চোখের সামনে অবরুদ্ধভাবে থাকা চাই। ইত্যাদি নানা প্রকার কঠোর নীতির কথা সুইচিনের মুখে শুনিয়া তখন আমার মনে হইল, শুধু চিনেই বুঝি এরূপ অত্যাচার প্রচলিত। আমাদের দেশের নিত্য ঘটনা মনেই এল না। সুইচিনকে ওই সম্বন্ধে দু-একটি হিতোপদেশ দিতে লাগিলাম। সব কথা স্ত্রীকে বুঝাইয়া না বলিলে তাঁহার চলে না। সুইচিন আমার সব কথাগুলি তাঁহার স্ত্রীকে বুঝাইয়া দিলেন। তাঁহার গম্ভীর মুখে হাসি ফুটিল। কিছু বলিলেন। ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কি বলিলেন? সুইচিন বলিলেন— "স্ত্রী বলিয়াছেন— 'ডাক্তার সাহেবের স্ত্রী-জাতির ওপর বিশেষ সহানুভূতি দেখিতেছি'।" তাঁহার এ কথাগুলি ব্যঙ্গোক্তি, কি তাঁহার মনের প্রকৃত ভাব, ঠিক তাহা বুঝা গেল না। বোধ হয়, ব্যঙ্গোক্তি নহে। কারণ চিনদেশের স্ত্রীলোকদের সরলতার তুলনা নাই।

আমিও যেমন নূতন লোক দেখিতে গিয়াছিলাম, তাঁহারাও তেমনি নূতন লোক দেখিতে আসিতেন। আমি যাইলেই সকলে আমাকে ঘিরিয়া বসিতেন। তাঁহাদের ভাষা জানি না বলিয়া সুইচিন ও তাঁহার ভাই ছাড়া আর কাহারও সহিত কথা কহিতে পারিতাম না। তবে সঙ্কেতে অনেক ভাব বুঝা যাইত। পুরুষরা কেহ না থাকিলে যদি আমি তাঁহাদের বাড়ি যাইতাম, সুইচিনের ভগিনী তাঁহাদের অফিস হইতে ইংরিজি বুঝেন এমন লোক ডাকাইয়া আনিয়া কথাবার্তা কহিতেন। আমি বলিতাম, "আমার বড় ইচ্ছা করে— চিনা ভাষা শিখিয়া আপনাদের সঙ্গে স্বাধীনভাবে কথা কই।" তিনি বলিতেন, "আপনি এক মাস আমাদের কাছে থাকুন, আমরা চিনা ভাষা সব আপনাকে শিখাইয়া দিব।"

কিন্তু সুইচিনের বৃদ্ধা মাতার চক্ষে আমি বড় প্রিয় হইতে পারি নাই। প্রথম সাক্ষাতের দিন তিনি কেবল জিজ্ঞাসা করেছিলেন "তোমার মা আছেন? তোমরা ক-ভাই?" তারপর আর বড় একটা কথা কন নাই। মনে হইত, তাঁহার মেয়েটির সহিত আমি বেশি মেশামেশি করি, সেটা তাঁর বড় ভালো লাগিত না। বয়স্কা আইবুড়া মেয়েকে সামলাইয়া বেড়ানো যেমন আমাদের দেশের প্রবীণাদের মধ্যে দেখা যায় তাঁহাকেও সেইরূপ দেখিলাম।

তাঁহাদের বাড়িতে দুইদিন আহার করিয়াছিলাম। আজ শেষ দিন। সাধারণত স্ত্রীলোকেরা পুরুষের সঙ্গে একত্র এক টেবিলে বসিয়া আহার করেন না; আমার অনুরোধে বসিয়া রহিলেন মাত্র। তাঁহারা নিজেদের দেশের মতোই আহার করিতেন। এময়ের নিকটস্থ যে দ্বীপে বিদেশিরা বাস করেন, সেইখানকার ফরাসি হোটেল হইতে আমার খাবার আনাইতেন। তাঁহাদের দেশের যে যে খাবার খাইতে ভালো লাগিতে পারে, সেগুলি দেখাইতেন ও তাহার উপকরণ বলিয়া দিতেন। আমি দুটি একটি চাখিয়াছি মাত্র— তার আস্বাদ আমার ভালো লাগে নাই। সব জিনিসই সিদ্ধ করিয়া রাখা— তাহাতে মোটেই মশলা নাই; আমাদের মুখে খাইতে বেতার হইলেও উহা সহজে হজম হয়। এত মাছ, কিন্তু গরম গরম মাছ ভাজার মতো উপাদেয় সামগ্রী যে আর নাই; তাহা চিনারা জানে না। পরিমাণে ইহারা এত অল্প আহার করে যে, আমরা সকলেই তাহাদের অপেক্ষা বেশি খাইতে পারি। "চপ-স্টিক" দিয়া তাহাদের মতো একটি একটি করিয়া ভাত মুখে তুলিয়া খাইবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু অভ্যাস দোষে আপনা আপনিই বিস্তৃত মুখব্যাদান হইয়া পড়িতে লাগিল। অন্য কোনও দেশের লোক হইলে এইরূপ অনভ্যাসের কাণ্ড দেখিলে হাসিতেন। কিন্তু তাহাদের গম্ভীর মুখে হাসি ফুটিল না। শেষে তাহা আর ভালো লাগিল না— চামচে করিয়া আহার করিলাম। তাঁহারা যখন অর্ধেক মাত্র শেষ করিয়াছেন, আমার তখন আহার শেষ হইয়া গেল।

এই সময়ে বাহিরে একটি গোলমাল উঠিল। যেমন সব দেশেই হইয়া থাকে, স্ত্রীলোকেরা আগে জানলা দিয়া দেখিতে ছুটিলেন। এময়ের বাজারে একজন আফিমখোর শীর্ণকায় বৃদ্ধ চিনাম্যান এক আফিমের দোকান হইতে ৫ সেন্ট (৪ পয়সা) মূল্যের আফিম চুরি করিয়াছে, তাই অনেক লোক মিলিয়া একত্রে তাহাকে নিষ্ঠুররূপে প্রহার করিতেছে। যাহাদের দ্রব্যে হাত দিয়াছে, তাহারা কেহ নাই, অন্যে, হয়তো অপরাধ না জানিয়াই মারিতেছে। অত মার খাইয়াও সে কাঁদিতেছে না বা মিনতি করিতেছে না। আমার মনে হইতে লাগিল, যেন তার মার খাইলেও লাগে না; অপমানিত হইলেও আসে যায় না। বেশি আফিম খাইলে মানুষের শরীরের ও মনের অবস্থা এমনই হইয়া থাকে। তারপর তাকে বিনুনী ধরিয়া টানিতে টানিতে চিনা থানায় লইয়া গেল। এই সূত্রে চিনদেশের অদ্ভুত বিচার ও অমানুষিক সাজা সম্বন্ধে অনেক কথা সুইচিনের নিকট হইতে শুনিলাম।

চিন দেশের বিচার যেমন, সাজাও তদ্রূপ। দোষীর বিরুদ্ধে হাজার প্রমাণ থাকুক সে নিজের মুখে দোষ স্বীকার না করিলে তাহার সাজা হইবে না। এই জন্য নিজ মুখে দোষ স্বীকার করাইবার অভিপ্রায়ে সে ব্যক্তিকে কত যে যন্ত্রণা দেওয়া হয়, তাহার ইয়ত্তা নাই। সাজাও সেইরূপ রোমহর্ষক। হংকং, এময় প্রভৃতি স্থানে আমি অনেক রকম সাজা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। তাহার মধ্যে কতকগুলি বলিতেছি।

অল্প দোষের জন্য হাতে শিকল বাঁধিয়া গলায় কি পায়ে তক্তা বাঁধা হয়, তাহাতে দোষীর দোষ ও

সাজার কথা লেখা থাকে। উদ্দেশ্য এই যে, অন্যে দেখিয়া শিখিয়া সাবধান হইবে। আর এক রকম সাজা এইরূপ, দোষীকে অতি ছোট এক প্রকার খাঁচায় পুরিয়া রাখা হয়। সে খাঁচায় নড়িবার চড়িবার স্থান নাই। এই কষ্টকর অবস্থায় তাকে বহুক্ষণ, কখনও বা বহুদিন ধরিয়া আবদ্ধ রাখা হয়। গুরু অপরাধে এমনও সাজা আছে যে, দোষী ব্যক্তির পায়ের বুড়া আঙুলে দড়ি বাঁধিয়া মাথা নিচু করিয়া টাঙাইয়া রাখা হয়। বিষম যন্ত্রণায় সে ছটফট করিতে থাকে। প্রাণদণ্ড তো কথায় কথায়। দোষের গুরু-লঘু বিচার নাই। তিন চারবার দোষ করিলেই তার প্রাণদণ্ড হয়, তা যে দোষই হউক না কেন।

দোষী যেখানে দোষ করে, সেই স্থানে লইয়া গিয়া তাহার সাজা দেওয়া হয়। খাঁচায় পুরিয়া পালকির মতো করিয়া নানা স্থানে লইয়া যাওয়া হয় বলিয়া এরূপ দৃশ্য পথে প্রায়ই দেখা যায়। আমাদের দেশের মতো জেলখানা বা অন্য নির্দিষ্ট স্থানে সাজা হইলে এরূপ দেখা যাইত না। আর চিন দেশে পিতামাতার প্রতি ভক্তি এরূপ সদ্‌গুণ বলিয়া বিবেচিত হয় যে, খুনি ব্যক্তিরও সাজার সময় যদি পিতা কি মাতা আসিয়া শপথ করিয়া বলেন যে, ছেলে তাহাদের কখনও অবাধ্য হয় নাই, তাহা হইলে সেরূপ দোষী ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

চিন দেশের সাধারণ লোক অশিক্ষিত। ইংরিজি অতি সামান্য লোকই জানেন। আর যাঁহারাও বা জানেন, তাঁহারাও আবার সামান্য 'পিজন ইংলিশ' মাত্র জানেন। চিনা ভাষাতেও ভালোরূপ লিখিতে বা পড়িতে অধিকাংশ লোকেই জানেন না। সে ভাষাও অতি দুরূহ। আমি খুব চেষ্টা করিয়াও সামান্য আবশ্যকীয় দু-চারটি কথা ভালো করিয়া শিখিতে পারি নাই। চিনা ভাষাটি মনুষ্যজাতির অতি আদিম অবস্থার ভাষা। শব্দগুলিতে বিভক্তির কোনও পার্থক্য নাই। যে কথার মানে "আমি", সেই কথাই "আমার" "আমাকে" ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়। প্রতি কথাটি একটি ছবির মতো হরফে লেখা হয়। ছত্রগুলি ডান দিক হইতে আরম্ভ হইয়া উপর হইতে নীচের দিকে লেখা হয়। আমি জাহাজের একজন চিনা কর্মচারীকে "পীড়িত" এই কথাটি চিনা ভাষায় লিখিতে বলিলাম; তিনি পারিলেন না। বলিলেন— "ও কথাটি আমি শিখি নাই।" ইহা ছাড়া চিনা ভাষা শিখিবার আর এক অসুবিধা এই যে, অতি নিকটবর্তী নানা স্থানে ভিন্ন ভিন্ন ভাষা প্রচলিত, তাহাদের মধ্যে এত প্রভেদ যে, একজন অপরের কথা বুঝিতে পারে না। আমি মুখস্থ করিয়া শিখিয়াছিলাম, "খী মান্ সান্" মানে— "আমাকে বাজার দেখাতে নিয়ে চল", গাড়িওয়ালাদিগকে বলিলে কেহ বুঝিত, কেহ বুঝিত না।

কিন্তু যদিও কথার উচ্চারণে প্রভেদ দেখা যায়, তথাপি লিখিত ভাষা চিনের সকল স্থানেই সমান। লেখার কোনও প্রভেদ নাই। যাহারা কথা বুঝিতে পারে না, তাহারা লিখিলে পরস্পরের মনের ভাব বুঝিতে পারে। এরূপ যে শুধু চিনেই আছে তাহা নহে, ইউরোপেও কী ইংরেজ, কী ফরাসি, কী জার্মান, কী ইটালিয়ান সকলেরই লিখিত ভাষা রোমান— কিন্তু ভাষাগুলির উচ্চারণ এবং অন্য অনেক বিষয়েই প্রভেদ।

চিনে বিদ্বান লোকের বড়ই সম্মান। কালি কলম কাগজ ইত্যাদি লিখিবার উপকরণ সকল দেবতার দ্রব্য বলিয়া গণ্য। লোকে পুণ্য কাজ বিবেচনায় পথে ছেঁড়া কাগজ ও বই কুড়াইয়া বেড়ায়। সেগুলি ফেলিবার জন্য রাস্তার ধারে ঝুড়ি রক্ষা করা হয়। সেখান থেকে সেগুলি আবার মন্দিরে নীত হইয়া আগুন দিয়া দগ্ধ করা হয়। সেই ছাই মাঙ্গল্য দ্রব্যের মধ্যে গণ্য। নৌকা ও জাহাজের মাঝিরা সে ছাই ক্রয় করে। ঝড়ের সময় সমুদ্র জলে তাহা নিক্ষেপ করিলে উত্তাল তরঙ্গমালা প্রশান্ত হয়, চিনাদের এইরূপ বিশ্বাস।

ছয় বৎসর বয়সের সময় শিশুর "হাতে খড়ি" হয়। হাতে খড়ি একটি মহোৎসবের দিন। শিখিবার সকল বিষয়ই মুখস্থ করানো হয়। কোনও ছেলে ভালো পড়া বলিতে পারিলে, তাহাকে শিক্ষকের দিকে পিছন ফিরিয়া সেই পড়া মুখস্থ বলিবার আদেশ করা হয়। তাহাতে কৃতকার্য হইলে তাহার প্রশংসার আর সীমা থাকে না। তারের ভিতর দিয়া কাঠের বল পড়ানো— একরূপ যন্ত্রের সাহায্যে হিসাব শেখানো হয়। তাহাতে অতি অল্প সময়ের মধ্যে বড় বড় হিসাব করিয়া তাহারা ঠিক উত্তর দিতে পারে। এই সকল বিষয়ে পরীক্ষা করিয়া রাজ্যের কর্মচারী নিযুক্ত করা হয়। গুণ অনুসারে কর্মচারী নিযুক্ত হয়; যাকে তাকে ইচ্ছা বাছিয়া লইবার নীতি নাই।

হংকং যেমন পরিষ্কার শহর, এ শহরের স্থানে স্থানে তেমনি অপরিষ্কার। রাস্তাগুলি ৭ ফুটের অধিক চওড়া নহে। তাহার দুই পাশে উঁচু-নীচু পাথরের বাড়ি। রাস্তায় কত যে লোক যাতায়াত করিতেছে, তাহার সংখ্যা নাই। ঠেলাঠেলি করিয়া রাস্তা চলিতে হয়। রাস্তাগুলিও পাথরে বাঁধানো; কিন্তু পরিষ্কার করিবার ব্যবস্থা না থাকায় অতিশয় ময়লা হইয়া থাকে। মল মূত্র ত্যাগ করিবার জন্য পথের ধারে ধারে বড় বড় পাত্র রক্ষিত আছে। তার দুর্গন্ধে রাস্তায় চলা ভার!

প্রতি দোকানের দরজার উপর দেবতার নাম লেখা কাগজ ঝুলানো। কলকাতায় প্রবাসী চিনাম্যানদের দোকানেও এইরূপ দেখা যায়। মাঝে মাঝে ধর্ম-মন্দির। তাহার মধ্যে একটি ধর্ম-মন্দিরে মুণ্ডিত-মস্তক গেরুয়া পোশাক পরা ইংরিজি জানা একজন পুরোহিতের কাছে "কনফিউসিয়স" "লোটজী" প্রভৃতি কতকগুলি চিনধর্ম-সংস্কারকদের ইতিবৃত্ত শুনিয়া মনে বড়ই ভক্তি ও আনন্দ হইল। সে সকল কথা বলিতে গেলে অনেক সময় লাগিবে। সময়ান্তরে উহা সবিস্তারে লিখিবার ইচ্ছা রহিল।

এময়ে কাষ্ঠের ও পাথরের কারুকার্য অতি বিস্ময়কর। ছোট ছোট গাছের আস্ত কাঠের গুঁড়ির উপর দুই চারটি বাটালির ঘা দিয়া চিনারা যেন সজীব প্রতিমূর্তি খোদিত করে। বীরের হাবভাব ও ভ্রূকুটিপূর্ণ হাসি তাহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান। এইরূপ তিনটি মূর্তি, দশ ডলার মূল্যে, আমি সেখান হইতে ক্রয় করিয়া আনিয়াছি। কলকাতায় পৌঁছিয়াই তাহার মধ্যে এক একটি, সিঙ্গাপুর হইতে আনীত কতকগুলি প্রবালসহ, যাঁহারা যত্ন করিবেন এমন লোক বুঝিয়া উপহার দিলাম। ছোট ছোট পাথর দিয়া প্রস্তুত করা ন্যানকিন শহরের বিখ্যাত পোরসিলেনের ধর্ম-মন্দিরের একটি প্রতিমূর্তিও সঙ্গে আনিয়েছি। টেপিং বিদ্রোহের সময় এটি বিদ্রোহী-হস্তে বিধ্বস্ত হইয়াছে। দেখিতে এত সুন্দর ছিল যে, ইহার প্রতিমূর্তি গড়িয়া চিনেরা বাজারে বাজারে বেচিয়া বেড়ায়।

আর আনিয়াছি দুইটি কৃত্রিম ফুলের বাক্স। ফুলপ্রিয় চিনারা মোম মাখানো কাগজ ও কাপড়ে রং দিয়া ওই অঞ্চলের সব ফুলের আকৃতি গড়িয়া, একত্র সাজাইয়া, একটি কাচের বাক্সের ভিতর রাখিয়া, ফুলের সাধ মিটায়। তার রং আর আকৃতি এত সুন্দর যে কৃত্রিম বলিয়া মনেই হয় না। এমনকি দূর হইতে দেখিলে মনে হয়, যেন তাহা হইতে সুগন্ধ অবধি ছুটিতেছে। একটি যে ঘরে শুই ও অপরটি যে ঘরে লিখি সেই ঘরে, যিনি বড় ফুল ভালোবাসিতেন তাঁহার ছবির তলায় রাখিয়াছি। লিখিতে লিখিতে চোখ তুলিলেই দেখা যায়। দেখিলেই সজীব বলিয়া মনে হয়। তাহার রং করা ফুলদলের উপর মোম নির্মিত মধুকরকে উন্মত্ত হইয়া মধুপান করিতে

নানা বিষয়ে পণ্ডিত, সুগভীর মনের অধিকারী, জীবনরসিক, শিক্ষাব্রতী, সুচিকিৎসক, জনপ্রিয় ইকমিক কুকারের আবিষ্কারক ইন্দুমাধব মল্লিক (১৮৬৯-১৯১৭) তাঁর বহুমুখী আগ্রহ, প্রবল ভ্রমণানুরাগ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণশক্তি নিয়ে গত শতকের গোড়ায় চিন ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েছিলেন। কলকাতা থেকে জাহাজে রেঙ্গুন, সেখান থেকে পিনাং হয়ে সিঙ্গাপুর, তারপর সিঙ্গাপুর থেকে ১,৭৬০ মাইল দূরে হংকংয়ে পৌঁছন। হংকং থেকে এময়। ভয়াবহ বিপদসঙ্কুল চিনসমুদ্রে তাঁর দুঃসাহসিক জাহাজযাত্রা শুধু পথের রোমাঞ্চ-চিত্র আর কালের দলিলই নয়, যেসব জায়গায় তিনি নেমেছেন, ঘুরেছেন, সাময়িক বাস করেছেন সেইসব জনপদের জীবন্ত জীবনালেখ্যও। একশো বছরের বেশি সময় পেরিয়ে এসেও ইন্দুমাধব মল্লিকের এই সুখপাঠ্য অকপট ভ্রমণকাহিনীর ঐতিহাসিক মূল্য অম্লান। সেকালের চিনদেশের একটি মৌলিক ও মর্মস্পর্শী মানবদলিল হিসেবেও এর গুরুত্ব অপরিসীম।

'১০৭ বছর আগে কলকাতা থেকে জাহাজে রেঙ্গুন হয়ে মালয় পেরিয়ে হংকং' তাঁর 'চীন ভ্রমণ' গ্রন্থ থেকে সামান্য সম্পাদনার পর পুনর্মুদ্রিত করে 'ভ্রমণ' শারদীয় ১৪১৮ সংখ্যার সঙ্গে বিনামূল্যে উপহার দেওয়া হয়। সেই ভ্রমণকথার বাকি অংশ 'ভ্রমণ'-এ ধারাবাহিক প্রকাশিত হল। এই সংখ্যায় শেষ পর্ব।

দেখিলে বাস্তবিকই মনে হয় যেন তারও মনভুলানো অনুচ্চ মধুর গুঞ্জন অবধি শোনা যাচ্ছে। জাপানের বড় আদলের ফুল "ক্রিসেনথিমম", তাহার ভিতর সকলের মধ্যস্থলে রক্ষিত। আশপাশের বন-বাদাড় থেকে কীট-পতঙ্গ সব ঝাঁকে ঝাঁকে আমার ঘরে উড়িয়া আসে— আর কাচ ঢাকা সেই ফুলগুলির চারিধারে মধুলোভে ঘুরিয়া বেড়ায়। ফুলের ফুটন্ত অবস্থাকে যদি ফুলের যৌবন বলা যায়, তবে সেই সকল ফুল এখনও আমার ঘরে চির-যৌবন লয়ে সমান সৌন্দর্যে বিরাজিত রয়েছে।

যে পথ দিয়া দেশ দেখিতে বাহির হইতাম, প্রায়ই সে পথ দিয়া আর ফিরিতাম না— নূতন পথ দিয়া নূতন জিনিস দেখিয়া ফিরিতাম। পূর্বোক্ত কাষ্ঠের প্রতিমূর্তি, পাথরের মন্দির ও কাগজের ফুল ইত্যাদি সওদা করিয়া ফিরিবার কালে আজ চিনাম্যানদের নিজ দেশের আমোদ আহ্লাদের জায়গা দেখিয়া ফিরিলাম। পাশ্চাত্য জীবনের অনুকরণে গঠিত নূতন সভ্যতার দেশ পিনাং, সিঙ্গাপুর, হংকং ইত্যাদি স্থানের দৃশ্য হইতে এ সকল স্থানের দৃশ্যের অনেক প্রভেদ। এ দেশের গণিকাগণের স্পর্দ্ধা নাই। সাজগোজ করিয়া পথের ধারে দাঁড়ায় না। তাহাদিগকে অতটা বাড়াবাড়ি করিতে দেওয়া চিনদেশের আইন বহির্ভূত বিধি, —দেশের নিয়মানুসারে দণ্ডনীয়। এমনকি তাহাদের বাড়িতে তাহারা গৃহস্থদের মতো কার্যে রত। কে যে কি তাহা বুঝা যায় না। তবে যে সন্ধ্যার পর চিনে গণিকাগণের জাহাজে যাওয়ার কথা লিখিয়াছি, সে বোধ হয় কেবল পেটের দায়ে অনন্যোপায় হইয়া চুরি-ডাকাতি করিতে বাহির হওয়ার মতো।

সেখানে আহার করিবার, অহিফেন-ধূমপান করিবার ও জুয়া খেলিবার দোকান খুব ঘন ঘন দেখা যায়; সব সময় শহরে একটি বই মদের দোকান দেখি নাই; এবং আর সকল দোকানে যেমন লোকের ভিড়, মদের দোকানে তাহার কিছুই নাই। ইহার কারণ পূর্বেই বলিয়াছি। যাহারা আফিং খায়, তাহারা মদ সহ্য করিতে পারে না।

তবে চিনদেশে যে সকলেই আফিং খায় এমন নহে। আমার বন্ধু সুইচিনের কথা পূর্বে বলিয়াছি। তাঁহাদের সংসারে কেহই আফিম খান না। তিনি আমাকে তাঁর আলাপী আরও অনেক চিনা পরিবারে লইয়া গিয়াছিলেন; তাহাদের মধ্যেও কত লোক খায় না। তাঁহার ভাই পূর্বে হংকং শহরের নিকটবর্তী পর্তুগিজ অধিকৃত ম্যাকাউ নামক একটি স্থানে কুলি-সংগ্রহের কাজ করিতেন। সেখানে তিনি যত দিন ছিলেন, তত দিন আফিং ধূমপানে অভ্যস্থ ছিলেন। শুনিলাম কুলিদের বুদ্ধি ভ্রংশ করিয়া অর্থনাশ ও সর্বনাশ করিবার জন্য তাহাদের আফিং খাওয়া ও জুয়াখেলা শিখানোর দরকার হইত— নয় তো নেশার ঝোঁকে ও দারুণ অর্থাভাবে সুদূর বিদেশে গিয়া চিরদাসত্বখতে তারা সই দিবে কেন। তাই তখন তিনি নিজেও খাইতেন। এখন দেশে ফিরিয়া সে সব ছাড়িয়া দিয়াছেন।

চিনাদের ভিতরেও অনেকে আফিমসেবীকে ঘৃণা করে। চিন-সম্রাটও কতবার আফিম সেবনে দেশের লোক অকর্মণ্য হইয়া যাইতেছে দেখিয়া আফিম সেবন বন্ধ করিবার জন্য চিনদেশে আফিম আমদানি রদ করিবার হুকুম জারি করিয়াছেন। সেই সূত্রেই তো ইংরেজ বাহাদুরের সহিত চিনের যুদ্ধ বাধে। ১৮৪০ সালে এই হাঙ্গামা হয়, ইহাকে "আফিম-যুদ্ধ" বলে; কারণ ইংরেজ বাহাদুরের জোর করিয়া চিনকে আফিম ক্রয় করিতে বাধ্য করিবার জন্যই এই যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া চিন ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ ইংরাজদের হংকং দ্বীপ ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন এবং ক্যান্টন, ন্যানকিন, এময়, সাংহাই প্রভৃতি বন্দর ইউরোপীয় জাতির ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য অবারিতদ্বার করিয়া দিতে বাধ্য হন। পূর্বে চিনদেশে অহিফেন সেবন-প্রথা চলিতেছিল না। ইহা সবে এক শত বৎসর মাত্র প্রচলিত হইয়াই চিন জাতিকে এত অধঃপতিত করিয়া ফেলিয়াছে। আগে আগে সকল আফিমই ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানি হইত, কিন্তু এখন চিন দেশেও বিস্তর আফিমের চাষ হয়। তবে জমির উর্বরাশক্তি বড়ই কমিয়া যায় বলিয়া চাষের উপযোগী অল্প জমিবিশিষ্ট চিনদেশের অনেক জমিদার নিজেদের ভূমিতে আফিম চাষ করিতে দেন না।

এময়ে আজ আমার শেষ দিন বলিয়া সারাদিন ঘুরিয়াছিলাম। ফিরে এসে সুইচিনের সঙ্গে অনেক বিষয়ে কথা হইতেছিল।

কথা শেষ হইতে না হইতে কিছুক্ষণ পরে সুইচিন অফিসের কোনও জরুরি কার্যবশত চলিয়া গেলেন। একটু পরে ফিরিয়া আসিবেন বলিয়া গেলেন। আমি তাঁহার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। কেবল মেয়েরা রহিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে তো দোভাষীর সাহায্য ব্যতীত কথা কওয়া যায় না; তাই জানলার কাছে ইজিচেয়ারে ঠেস দিয়া বসিয়া, চিনাভাষায় লিখিত একখানি ছবির পুস্তকের ছবি দেখিতে লাগিলাম।

সমুদ্রতীরেই এই দোতলা বাড়িটি অবস্থিত। জানলা হইতে সমুদ্রের সুন্দর দৃশ্য দেখা যাইতেছিল; নীল জলের উপর মেঘের মতো কালো কালো পাহাড়। অতি দূরে প্রণালীর অপর প্রান্তে ইউরোপিয়ান এময় দ্বীপের সুন্দর সুন্দর বাড়িগুলির কতক অংশ দেখা যাইতেছিল। সমুদ্রের দিক হইতেই উন্মুক্ত নির্মল শীতল হাওয়া আসিতেছিল। একান্ত মনে তাঁহাদেরই শান্তিপূর্ণ সংসারের কথা ভাবিতেছিলাম। আর হয়তো ইহজন্মেও ইহাদের সঙ্গে দেখা হইবে না।

এমন সময় পাশের বাড়ি হইতে মধুর সঙ্গীত ধ্বনি আসিতে লাগিল। একটি সম্ভ্রান্তবংশীয়া চিন রমণী 'গ্রামোফোন' বাজাইতেছিলেন। যন্ত্রটি দেখা যাইতেছিল না। তাঁহার কালো রেশমের পোশাক ও সাদা সাদা হাতগুলি মাঝে মাঝে দেখা যাইতেছিল। এক একখানি গান সাঙ্গ হইলে অপর গানের প্লেটগুলি নরম বুরুশ দিয়ে সযত্নে মুছিয়া যথাস্থানে রাখিতেছিলেন। আর অমনি গান বাজিয়া উঠিতেছিল। তাহার মধ্যে অনেকগুলি ইংরিজি গান ও কনসর্ট, কতকগুলি চিনা গানও ছিল। আমার সেইগুলিই ভালো লাগিল। ইংরিজি গানগুলি সব হাসি তামাশার সুর, চিনা গানগুলি সব কান্নার মতো। অশরীরী বাক, সুকৌশলে কখনও কাঁদিল কখনও হাসিল। যে দেশের খবর কেহ জানে না, সেই দেশের রহস্য-কথা শুনালে। আমি তন্ময় হইয়া সব শুনিতে লাগিলাম।

পূর্বেই বলিয়াছি, এই কয়দিন রাত্রিতে ভালো করিয়া ঘুম হয় নাই, তাহার উপর সকাল হইতে আরম্ভ করিয়া কত স্থানে যাতায়াত করিয়াছি। একে অবসন্ন শরীর, তাহাতে ওইরূপ অবস্থায় সহজে ঘুম আসে। কখন যে ঘুমাইয়া পড়িয়াছি তাহা মনে নাই। সে ঘুম স্বপ্নহীন ও অতি প্রগাঢ়। অমন ঘুম অনেকদিন ঘুমাই নাই।

এক ঘণ্টা বাদে যখন জাগিলাম, —তখন দেখি, ঘুমন্ত অবস্থায় আমার গায়ে কে একখানি সুন্দর বালাপোষ ঢাকা দিয়া দিয়াছে। পাছে ঘুম ভাঙে তাই এত যত্নে এত সাবধানে দেওয়া যে আমি তাহা মোটেই টের পাই নাই। এইরূপে সর্বাঙ্গ অতি সুন্দররূপে ঢাকা ছিল বলিয়াই অমন প্রগাঢ় ঘুম হইয়াছিল। নয়তো, অত শীতে অমন হাওয়ায় অনাবৃত অবস্থায় ঘুমাইলে, হয় ঘুমের ব্যাঘাত হইত, নইলে শরীর অসুস্থ হইত। কে যে তীক্ষ্ণ কল্পনার বলে আমার সে সময়কার অভাব জানিয়া, আমার অজ্ঞাতে সে অভাব মোচন করিয়াছিলেন, তাহা মনে স্পষ্টই জানিতে পারিলাম বলিয়া তার অনুসন্ধান করিলাম না। যাঁহারা দুগ্ধপোষ্য শিশু মানুষ করিতে জানেন, অভাব না জানাইতে পারিলেও যাঁহারা প্রকৃতিদত্ত তীক্ষ্ণ অনুভব শক্তি দ্বারা তাহা বুঝিয়া লইতে পারেন, কেবল তাঁহাদের দ্বারাই এরূপ কার্য সম্ভব।

দুই দিন মাত্র কিছুক্ষণ করিয়া একত্র বাসের ফলে যে বিদেশির সঙ্গে এত আত্মীয়তা জাগিতে পারে তা কখনও ভাবি নাই।

আজই আমার এখানে শেষ দিন। এই সকল অল্পদিনের বিদেশি বন্ধুদের সহিত আজই আমার শেষ দেখা। সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছিল দেখিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে বিদায় লইলাম। তাঁহারাও আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘাট অবধি আসিলেন। জাহাজে পৌঁছিবার পূর্বেই নৌকো হইতে আর তীরের লোক চেনা গেল না।

পরদিন অতি প্রত্যূষে জাহাজ ছাড়িল। তখনও কিছু অন্ধকার ছিল। তখনও চিনে নাট্যশালার ক্ষীণ গীতধ্বনি থামে নাই। ক্রমে সে সুর ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইল, তবুও একেবারে বিলীন হইল না। মস্তিষ্কের ভিতর ধ্বনিত হইয়া যেন অনন্ত পথে চারদিকে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। ব্রহ্মাণ্ডের অপর প্রান্তে ওই ক্ষীণ তারাটির দীপ্তিরেখার মতো; পরলোকগত প্রিয়জনের স্মৃতি-চিহ্নের মতো!

সমাপ্ত

কোথায় যাবেন, শুধু জানান

আমরাই পাঠিয়ে দেব সব তথ্য

এখানে ১০০টি বেড়ানোর তালিকা দেওয়া হল। এগুলির মধ্যে কোথাও যাওয়ার কথা ভাবছেন কি? আপনার পছন্দের জায়গাটির নাম ও সঙ্গে দেওয়া ক্রমিক সংখ্যা কুপনে উল্লেখ করুন। পূরণ করা কুপনটি এবং উপযুক্ত ডাকটিকিট লাগানো আপনার নাম-ঠিকানা লেখা একটি খাম পাঠিয়ে দিন আমাদের দপ্তরে। আমরা ডাকে পাঠিয়ে দেব আপনার পছন্দের জায়গার খুঁটিনাটি প্রয়োজনীয় তথ্য এবং অন্তরঙ্গ ভ্রমণ-পরামর্শ। আপনার বেড়ানো হয়ে উঠুক আরও আনন্দের।

ভ্রমণ এপ্রিল ২০১২

নীচের কুপনটি পূরণ করে কেটে পাঠান এবং সঙ্গে ডাকটিকিট লাগানো আপনার নাম-ঠিকানা লেখা ২৭×১২ সেমি মাপের একটি খাম পাঠান এই ঠিকানায়: কোথায় যাবেন, শুধু জানান, ভ্রমণ, ২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন, কলকাতা-১৯। আমরা ডাকে পাঠিয়ে দেব আপনার পছন্দের জায়গার খুঁটিনাটি প্রয়োজনীয় তথ্য এবং অন্তরঙ্গ ভ্রমণ-পরামর্শ।

আমার পছন্দের জায়গাটির নাম ও ক্রমিক সংখ্যা ☐☐

নাম: ..... বয়স: .....

ঠিকানা: .....

.....

..... ফোন নং: .....

১. ভূস্বর্গ কাশ্মীর

খরস্রোতা নদী, পাইনের ঘন জঙ্গল আর বরফে ঢাকা পাহাড় মিলে পহেলগাঁও ভূস্বর্গ কাশ্মীরের এক অনুপম নিসর্গ। শ্রীনগরের ডাল লেকে সকাল থেকে সন্ধে শিকারা নিয়ে ভেসে বেড়ানো আর খুব ভোরে ডাল লেকের সবজিবাজার দেখার অভিজ্ঞতা অসামান্য।

২. দাচিগাম

কাশ্মীরের দাচিগাম অরণ্যে বার্জ, ওক, ফার, পপলার, হ্যাজলনাট, চেস্টনাট গাছের ভিড়। ওক ফল পেকে গেলে খেতে আসে হিমালয়ান ব্ল্যাক বিয়ার। শ্রীনগর থেকে দাচিগাম অরণ্যের দূরত্ব ২২ কিলোমিটার।

৩. লাদাখের বন্যপ্রাণ

লাদাখের ভৌগোলিক অবস্থান ও জলবায়ুর প্রভাবে বহু রকমের বিলুপ্তপ্রায় বন্যপ্রাণ বাস করে। সাধারণত জুন মাস থেকে শুরু হয় লাদাখ ভ্রমণ। দেখা যায় হিমালয়ান মারমট, তিব্বতি বুনো গাধা, লাদাখি পিকা। পাখিদের মধ্যে আছে ব্ল্যাক নেকড ক্রেন, চুকার, বারহেডেড গুজ, হিমালয়ান স্নো কক, হোয়াইট উইঙ্গড রেডস্টার্ট ছাড়াও বহু পাখি।

৪. কারসোগ উপত্যকা

হিমাচলের কারসোগ উপত্যকার পাহাড়ে-মন্দিরে ছড়িয়ে আছে রামায়ণ-মহাভারতের গল্পকথা। এখান থেকে দেখা যায় পিরপঞ্জাল পর্বতশ্রেণী, জালোরি পাস, হনুমানটিব্বা, নারকান্ডার-হাটু পিক।

৫. স্পিতি উপত্যকার ডাংখার হ্রদ

হিমাচল প্রদেশের স্পিতি উপত্যকায় পাহাড়ের ওপর প্রাচীন ডাংখার গুহা। অপরদিকে নীলচে সবুজ জলের ডাংখার হ্রদ। প্রাচীন স্পিতির রাজধানী ছিল ডাংখার। কাজা থেকে সাচিচিলিং, সেখান থেকে ৭ কিলোমিটার চড়াই ভেঙে ডাংখার। ডাংখার থেকে দেড়ঘণ্টা হেঁটে ডাংখার হ্রদ।

৬. সিমলা থেকে কুনজুম পাস হয়ে মানালি

সিমলা থেকে কুনজুম পাস হয়ে মানালি যাওয়ার ভালো সময় জুন থেকে সেপ্টেম্বর। রোমাঞ্চকর এই যাত্রায় রুক্ষ পাহাড়ি পথ, নদী, তুষারধবল পাহাড়শ্রেণী হবে আপনার সঙ্গী।

৭. ডালহৌসি-খাজিয়ার

হিমালয়ের কোলে ডালহৌসি শহরটি সাহেবদের উদ্যোগে গড়ে উঠেছিল। পাইন, ওক, দেওদারের জঙ্গল আর উত্তরে বিরাজমান তুষারাবৃত ধৌলাধার রেঞ্জের অপরূপ শোভা ডালহৌসির প্রধান সম্পদ। ডালহৌসি থেকে ২৩ কিলোমিটার দূরে সবুজ উপত্যকা আর হ্রদ নিয়ে সুন্দরী খাজিয়ার।

৮. সিমলা-সারাহান-কল্পা

তুষারে ঢাকা কিন্নর-কৈলাসের নীচে এক সৌন্দর্যময় গ্রাম কল্পা। এপ্রিলের মাঝামাঝি থেকে অক্টোবরের শেষ পর্যন্ত যাওয়া যায়। জুলাই-আগস্টে এই অঞ্চলে বিশেষ বৃষ্টি পড়ে না। সিমলা থেকে রওনা হয়ে সারাহানে এক রাত থেকে কল্পায় থাকুন দু'টি রাত।

৯. দেরাদুন-মুসৌরি-ধনৌলটি

উত্তরাঞ্চলের রাজধানী শহর দেরাদুন। দেরাদুন থেকে ৩৪ কিলোমিটার দূরে হিলস্টেশন মুসৌরির রূপ-রস-গন্ধ আত্মস্থ করতে হলে এখানে কয়েকটা দিন না কাটালেই নয়। মুসৌরি থেকে ধনৌলটি ২৮ কিলোমিটার।

১০. কেদারনাথ-বদ্রীনাথ

দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের একটি হল কেদারনাথ। মন্দাকিনী নদীর তীরে কেদারনাথ তীর্থক্ষেত্র। এই শৈবতীর্থের উচ্চতা ৩,৫৮৮ মিটার। অলকানন্দা নদীর তীরে ৩,১৩৩ মিটার উচ্চতায় পঞ্চবদ্রীর মূল বদ্রী বদ্রীবিশাল বা বদ্রীনাথ।

১১. হরিদ্বার-হৃষীকেশ-দেবপ্রয়াগ

হরিদ্বার থেকে বাস-অটো-গাড়িতে ঘণ্টাখানেকে পৌঁছনো যায় হৃষীকেশ। চারধামের পথ হরিদ্বার থেকে

শুরু হয়ে পাহাড় বেয়ে এগিয়েছে এই হৃষীকেশ হয়েই। সবুজ পাহাড়-জঙ্গলঘেরা সুরু উপত্যকার মধ্য দিয়ে তুঁতে রঙের পুণ্যতোয়া গঙ্গা বয়ে চলেছে সমতলের দিকে। হৃষীকেশ থেকেই ঘুরে আসতে পারেন অলকানন্দা-ভাগীরথীর পুণ্যসঙ্গম দেবপ্রয়াগ থেকে।

১২. গঙ্গোত্রী-যমুনোত্রী

উত্তরাখণ্ডের চার ধামের অন্যতম দুটি হল গঙ্গোত্রী-যমুনোত্রী। গঙ্গোত্রী পর্যন্ত যানবাহন চললেও যমুনোত্রীর পথে শেষ ৮ কিলোমিটার হেঁটে বা ঘোড়া, ডান্ডি, কান্ডিতে যেতে হবে।

১৩. দেওরিয়াতাল

হরিদ্বার থেকে শ্রীনগর, রুদ্রপ্রয়াগ, উখিমঠ হয়ে সারি। সেখান থেকে তিন কিলোমিটার দূরে দেওরিয়াতাল। উচ্চতা ৮,২০০ ফুট। এখান থেকে ভাতুঘুন্টা, কেদারডোম, খর্চাকুণ্ড, মন্দাকিনী শৃঙ্গ দেখা যায়। তালের জলে এইসব শৃঙ্গের প্রতিফলন দেখতেই আসা। থাকার জন্য দেওরিয়াতালের পাশে আছে তাঁবু।

১৪. যোধপুর-ওশিয়াঁ-বাড়মের

থর মরুভূমির প্রধান প্রবেশদ্বার যোধপুর। ব্লু সিটি নামেও সমধিক পরিচিত। যোধপুরের উত্তর-পূর্বে ছোট্ট মরুগ্রাম ওশিয়াঁ। অসোয়াল জৈন সম্প্রদায়ের কাছে ওশিয়াঁ একটি তীর্থস্থান। রুক্ষ পাহাড় ঘেরা ছোট শহর বাড়মের। জয়সলমির থেকে দূরত্ব ১৩৫ কিলোমিটার।

১৫. বিকানির-জয়সলমির

৭-৮ দিনের ছুটিতে রাজস্থান গেলে থর মরুভূমির দুই শহর বিকানির আর জয়সলমির বেড়াতে যেতে পারেন।

১৬. শেখাবতী

উত্তর রাজস্থানের শেখাবতী প্রাসাদ, দুর্গ, মন্দির নিয়ে খোলা আকাশের নীচে যেন এক আর্ট গ্যালারি। এই জনপদের অলিতে-গলিতে হাভেলির কারুকার্য নজর কাড়ে। দেওয়ালচিত্রগুলি অসামান্য।

১৭. কচ্ছের ক্ষুদ্র রন

কচ্ছের ক্ষুদ্র রনের খ্যাতি বুনো গাধার জন্য। এছাড়া ফ্লেমিংগো, ডেময়জেল ক্রেন ইত্যাদি পাখিরা ভিড় জমায়। এখানকার রাবারি, মেঘাওয়াল আদিবাসীদের সূচিশিল্প দেখার মতো।

১৮. সুরাট-বরোদা-পাওয়াগড়-আমেদাবাদ

তাপ্তি নদীর তীরে সুরাট গুজরাটের ব্যস্ত শহর। বস্ত্র আর হিরে ব্যবসার জন্য এই শহরের দেশজোড়া খ্যাতি। সুরাট, বরোদা ঘুরে পাওয়াগড়ের মনোরম পরিবেশে দু-দিন কাটাতে ভালো লাগবে। সবরমতী নদীর ধারে আমেদাবাদ শহর ইতিহাসের নানা ঘটনার সাক্ষী।

১৯. ভেলাভেদার

কৃষ্ণসারদের জাতীয় উদ্যান ৩৪.৫২ বর্গকিলোমিটার আয়তনবিশিষ্ট ভেলাভেদার। দূরত্ব আমেদাবাদ থেকে ২০০ কিলোমিটার এবং ভাবনগর থেকে ৬৫ কিলোমিটার। এখানে দেখে নিন ব্ল্যাকবাক ন্যাশনাল পার্ক।

২০. সাপুতারা

প্রায় চারহাজার ফুট উচ্চতায় সাপুতারা গুজরাটের একমাত্র শৈলশহর। চারপাশে বাগানে ঘেরা সরোবরে বোটিং করা যায়। সহ্যাদ্রি পাহাড়ের কোলে সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত দেখা যায়। ৬০ কিলোমিটার দূরে আছে গিরা জলপ্রপাত এবং ওখাই বটানিক্যাল গার্ডেন।

২১. সোমনাথ-পোরবন্দর-দ্বারকা-ভুজ

দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম সোমনাথের শিবমন্দির। সোমনাথের মতো দ্বারকাও আরবসাগর তীরের এক বিখ্যাত তীর্থভূমি। শ্রীকৃষ্ণ এখানে মথুরা থেকে রাজ্যপাট স্থানান্তরিত করেছিলেন। দ্বারকার মুখ্য আকর্ষণ দ্বারকাধীশ মন্দির। ভুজ বিখ্যাত নানাধরনের হস্তশিল্পের জন্য। ভুজের প্রাণকেন্দ্র হামিরসর সরোবর।

২২. মুরুড-হার্নে

কোঙ্কণ উপকূলে রত্নগিরি জেলার যমজ সৈকত মুরুড ও হার্নে। মুরুড বিচের সাম্প্রতিকতম আকর্ষণ ডলফিন দেখা। হার্নে মূলত মৎস্যবন্দর। সাগরের বুকে দেখা যায় সুবর্ণদুর্গ। দেখা যেতে পারে আনজার্লে, লাডঘর বিচ। যাওয়া যেতে পারে দাপোলি।

২৩. মহারাষ্ট্রের তারকার্লি

কোঙ্কণ উপকূলের অনন্যসুন্দর সাগরবেলা তারকার্লি। চারদিকে ঝাউবনের হাতছানি। সোনালি বালুকাবেলা। স্নান করার জন্য আদর্শ সি-বিচ। ৭ কিলোমিটার দূরে মালভান। সমুদ্রের বুকে দেখা যায় সিন্ধুদর্গ কেল্লা। কাছাকাছি দেখে আসা যায় ভেঙ্গুরেলা, মোছেমার, শিরোডা সাগরবেলা।

২৪. পুনে-মহাবলেশ্বর

চালুক্য, রাষ্ট্রকূট, যাদব, বাহমনি রাজবংশের রাজত্বের পরে ১৭ শতকে পুনে অধিকার করে মারাঠারা। মহারাষ্ট্রের এই শহর সংস্কৃতির পীঠস্থান। বছরভর মনোরম আবহাওয়া থাকে মহাবলেশ্বরে। মহাবলেশ্বরে ছড়িয়ে আছে নানা ফুল, ফল, অর্কিডের গাছ। স্ট্রবেরি ফলের জন্য বিখ্যাত এই শৈলশহর।

২৫. মহারাষ্ট্রের তাড়োবা

নাগপুর থেকে ১৩০ কিলোমিটার এবং চন্দ্রপুর থেকে ৪৫ কিলোমিটার দূরে তাড়োবার জঙ্গল। এখানে দেখা যায় বাঘ, চিতা, বুনো কুকুর, হরিণ, সম্বর, গাউর, ভল্লুক ছাড়াও বহু ধরনের পাখি। মঙ্গলবার বন্ধ থাকে তাড়োবার জঙ্গল।

২৬. হরিহরেশ্বর-শ্রীবর্ধন

মহারাষ্ট্রের সোনালি সাগরবেলা হরিহরেশ্বর। সাগরবেলা ছাড়া এখানকার দ্রষ্টব্য কালভৈরবের মন্দির, হরি ও হর পর্বত। ১৯ কিলোমিটার দূরের অপর সাগরবেলা শ্রীবর্ধন।

২৭. মুম্বই-আলিবাগ-মুরদ-জঞ্জিরা

হাওড়া থেকে মুম্বই যাতায়াতের সময় বাদ দিয়ে পাঁচ-সাত দিনে ঘুরে নেওয়া যায় মুম্বাই, আলিবাগ, কাশিদ, মুরুদ-জঞ্জিরা। আলিবাগ ও মুরুদ ভ্রমণের মাঝে দেখতে পারেন আকসি বিচ, নগাঁও বিচ, বিড়লা মন্দির ও নন্দগাঁও গণেশ মন্দির। মান্ডাওয়া-আলিবাগ রোডের ওপর অবস্থিত আরেক সুন্দর সৈকত কিহিম।

২৮. ঔরঙ্গাবাদ-অজন্তা-ইলোরা

ঔরঙ্গাবাদের পশ্চিমে আছে খাম নদী। ঔরঙ্গজেবের প্রথম সম্রাজ্ঞীর সমাধি-সৌধ বিবি-কা-মকবরার স্থাপত্য ও মহম্মদ বিন তুঘলকের স্মৃতিবিজড়িত দৌলতাবাদ দুর্গ এখানকার অন্যতম দর্শনীয় স্থান। ঔরঙ্গাবাদ থেকে অজন্তা, ইলোরা বেড়ানো যায়।

২৯. মালসেজ ঘাট

পশ্চিমঘাট পাহাড়ের একটি পাস সবুজে সবুজ মালসেজ ঘাট। পুষ্পবতী নদী আর বাঁধের জলে শীতে হাজার-হাজার পরিযায়ী পাখির সঙ্গে ভিড় জমায় ফ্লেমিঙ্গোর ঝাঁক। উপচে পড়া জলপ্রপাতের সৌন্দর্য দেখতে

মালসেজ ঘাট আসতে হবে বর্ষাকালে। ৪০ কিলোমিটার দূরে শিবাজির জন্মস্থান শিভনেরি।

৩০. আগ্রা-মথুরা-বৃন্দাবন

আগ্রায় দু-দিন থেকে মুঘল আমলের আগ্রা দুর্গ আর বিশ্ববিখ্যাত তাজমহল দেখে যেতে পারেন মথুরা-বৃন্দাবন। কালো নদী যমুনা আর সাদা পোশাকের বৃদ্ধবৃদ্ধাদের নিয়েই বৃন্দাবন।

৩১. লখনউ

অতীতের লক্ষ্মণাবতী আজকের লখনউ। আজও শহরের প্রতিটি পরতে জড়ানো অতীতের নবাবি স্মৃতি।

৩২. বারাণসী

তীর্থদর্শন এবং ভ্রমণ, এক যাত্রায় দুই উদ্দেশ্য সফল করার পক্ষে বারাণসী বা কাশী এক আদর্শ স্থান। গঙ্গার ঘাটে গিয়ে বসলে আবহমানকালের ভারতবর্ষকে উপলব্ধি করা যায়।

৩৩. ভূপাল-সাঁচি-বিদিশা-পাঁচমারি

ভূপাল থেকে কন্ডাক্টেড ট্যুরে বা নিজেদের ব্যবস্থাপনায় সাঁচি হয়ে বিদিশা বেড়িয়ে নেওয়া যায়। সাঁচি বিখ্যাত প্রায় ২০০০ বছরের পুরনো বৌদ্ধস্তূপের জন্য। সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে তৈরি হয়েছিল এই স্তূপগুলি। সাতপুরা পাহাড়ের কোলে পাঁচমারি। চমৎকার আবহাওয়া আর মনমাতানো সবুজ পাহাড়ি প্রকৃতি পাঁচমারির প্রধান সম্পদ।

৩৪. কানহা, বান্ধবগড় ও জব্বলপুর

কানহা ও বান্ধবগড় অভয়ারণ্য খোলা থাকে অক্টোবর থেকে জুন মাস পর্যন্ত। দিনে দুবার জিপ সাফারির আয়োজন করা হয়। জব্বলপুরের প্রধান আকর্ষণ মার্বেল রকস।

৩৫. পেঞ্চ অরণ্য

মহারাষ্ট্র ও মধ্যপ্রদেশ— এই দুই রাজ্যজুড়ে বিস্তৃত পেঞ্চ অভয়ারণ্য। বাঘ ছাড়াও দেখা যায় নানা প্রজাতির হরিণ, গাউর, নীলগাই, ঢোল ইত্যাদি। প্রচুর পাখিও দেখা যায়। সকাল-বিকেল জঙ্গল সাফারি হয়।

৩৬. রাঁচি-নেতারহাট-বেতলা

কলকাতা থেকে রাঁচি হয়ে যেতে হবে নেতারহাট। নেতারহাট পাহাড় থেকে সূর্যোদয়-সূর্যাস্তের শোভা মনে চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে। নেতারহাট থেকে মহুয়াটাঁড় হয়ে যেতে হবে বেতলা অরণ্য।

৩৭. দেওঘর-দুমকা-মল্লহাটি-ম্যাসাঞ্জোর

একদিনে দুমকা থেকে মল্লহাটি এবং ম্যাসাঞ্জোর ঘুরে আসা যায়। সেক্ষেত্রে সকালের দিকে ম্যাসাঞ্জোর আর বিকেলের দিকে মল্লহাটি যাওয়া সুবিধাজনক। বিকেলে পশ্চিমের আলোয় মল্লহাটির মন্দিরের দেওয়াল অসাধারণ লাগে।

৩৮. ঘাটশিলা-গালুডি

সুবর্ণরেখা নদীর তীরে মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে ঘাটশিলা এবং গালুডি। দেখা যেতে পারে ফুলডুংরি পাহাড়, বুরুডি লেক, বিভূতিভূষণের বাড়ি, গালুডি ড্যাম।

৩৯. চিলিকা-মংলাজোরি

ওড়িশার পূর্ব উপকূলে বঙ্গোপসাগর ছুঁয়ে চিলিকা হ্রদ। চেনা-অচেনা দ্বীপ, পাহাড় আর নীল জলের ছবি এখানে অসাধারণ মনে হয়। হ্রদের ধারে একেকটা পান্থনিবাস ছোট্ট ছুটির আদর্শ ঠিকানা হতে পারে। চিলিকা হ্রদের উত্তরপ্রান্তে পাখির দেশ মংলাজোরি। শীতে এখানে ভিড় জমায় দেশি-বিদেশি হাজার হাজার পাখি। বালুগাঁও স্টেশন থেকে দূরত্ব টাংগি হয়ে ৩৫ কিলোমিটার।

৪০. পুরী

বেশিরভাগ বাঙালির বেড়ানোর হাতেখড়ি হয় পুরী ভ্রমণ দিয়ে। এরপর কতবারই পুরী যেতে হয়, তবু পুরী কখনও পুরনো হয় না। এর প্রধান কারণ যদি হয় পুরীর সমুদ্র আর জগন্নাথদেবের মন্দির, অপর কারণটি হল পুরীকে কেন্দ্র করেই স্বচ্ছন্দে ঘুরে আসা যায় অদূরবর্তী অন্যান্য বিখ্যাত পর্যটন কেন্দ্রগুলি।

৪১. গোপালপুর অন সি

ওড়িশার গঞ্জাম জেলায় নারকেল-ঝাউয়ের সারি, ব্যাকওয়াটার, লেগুন আর বালিয়াড়ি ঘেরা ছোট্ট সৈকতশহর গোপালপুর।

৪২. সাতকোশিয়া

পাহাড়ি গর্জের মধ্য দিয়ে মহানদী সাতক্রোশ পথ অতিক্রম করে এসেছে বলেই এখানে মহানদীকে নিয়ে এই ঘন অরণ্যাঞ্চলের নাম হয়েছে সাতকোশিয়া গর্জ। বনভূমিতে ঘুরে বেড়ায় বাঘ, হরিণ, হাতি, বাইসন, ভালুক, লেপার্ড ইত্যাদি বন্যপ্রাণী।

৪৩. ভিতরকণিকা

ব্রাহ্মণী ও বৈতরণী নদীর সঙ্গমে জল-জঙ্গলে ঘেরা ভিতরকণিকা অভয়ারণ্য পাখিদের স্বর্গরাজ্য। প্রায় ২৬৫ বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে জলপথ। ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ অরণ্য।

৪৪. পাড়ুয়া

বিশাখাপত্তনম-কিরন্ডুল রেলপথে পাড়ুয়া। আরাকু উপত্যকা থেকে দূরত্ব ৩৩ কিলোমিটার। এখানকার জালাপুট রিজার্ভয়ারের বুকে মেঘ-রোদ্দুরের মায়াবী কারিকুরি দেখে মন ভরে যায়। দেখে আসা যায় রানিদুদুমা, মালিপাহাড়, ওমকাডেল্লি, দেওমালি।

৪৫. আন্দামানের দ্বীপে দ্বীপে

পোর্টব্লেয়ার থেকে জাহাজে চেপে হ্যাভলক দ্বীপ। হ্যাভলকের সমুদ্রে, সৈকতে, লোকালয়ে দিনদুয়েক কাটিয়ে জাহাজে রঙ্গত। সেখান থেকে মায়াবন্দর। মায়াবন্দর থেকে বিজন দ্বীপ এভিস।

৪৬. কাভারাত্তি-কালপেনি-মিনিকয়

লাক্ষাদ্বীপ ভ্রমণে চাররাত পাঁচদিনের সমুদ্রম প্যাকেজে দেখানো হয় কাভারাত্তি, কালপেনি ও মিনিকয়। দ্বীপে দ্বীপে কায়াকিং, স্নরকেলিং, গ্লাসবটম বোট রাইডিং করা যায়। লাক্ষাদ্বীপ ভ্রমণের অনুমতি দেয় স্পোর্টস (SPORTS)।

৪৭. কুলিক পাখিরালয়

মালদা শহর থেকে কুলিক পাখিরালয় মাত্র ৭৩ কিলোমিটার। কুলিক নদী বয়ে গেছে পাখিরালয়ের মধ্য দিয়ে। ১৯৮৫ সালে জাতীয় উদ্যানের স্বীকৃতি পেয়েছে কুলিক। শীতে প্রচুর পরিযায়ী পাখি ভিড় জমায়।

৪৮. জয়ন্তীর জঙ্গলে

আলিপুরদুয়ার থেকে শামুকতলা, ময়নাবাড়ি, হাতিপোতা হয়ে জয়ন্তী ঘুরে আসা এক অনন্য অভিজ্ঞতা। ডুয়ার্সের অরণ্য, নদী, চা-বাগান এই অচেনা পথে সঙ্গ দেবে।

৪৯. উত্তরবঙ্গের সামসিং-ঝালং-বিন্দু

শিলিগুড়ি থেকে চালসা হয়ে সামসিং যাওয়ার পথে চোখে পড়বে একের পর এক নামকরা চা-বাগান, কর্মীদের আবাসন, পাহাড়ি মানুষদের ছোট ছোট গ্রাম আর ঘন সবুজ জঙ্গলে ঢাকা পাহাড়ের বিস্তার। চালসা থেকে ঝালং ৩৫ কিলোমিটার। ঝালংয়ের অদূরেই সুন্দরী বিন্দু।

৫০. উত্তরবঙ্গের মংপং

শিলিগুড়ি থেকে সেবক ২২ কিলোমিটার। তারপর করোনেশন ব্রিজ পেরিয়ে, ৩১ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে ৭ কিলোমিটার গেলেই মংপং।

৫১. দার্জিলিং

মেঘ-পাহাড়ের লুকোচুরি আর টয়ট্রেনে যাত্রা— এই নিয়ে চির-চেনা দার্জিলিং।

৫২. কোচবিহার

জমকালো প্রাসাদ, সুশীতল দিঘি, প্রাচীন মদনমোহন মন্দির নিয়ে কোচবিহার এক সুন্দর সাজানো শহর।

৫৩. কালিম্পং-লাভা-লোলেগাঁও

কলকাতা থেকে শিলিগুড়ি হয়ে কালিম্পং। কালিম্পং থেকে বাসে বা ভাড়াগাড়িতে ঘন সবুজ পাহাড়ি গ্রাম লাভা আর লোলেগাঁও। আরেকটু এগিয়ে নির্জন রিশপ।

৫৪. উত্তরবঙ্গের মূর্তি

মূর্তিতে আছে উত্তরের পার্বত্যভূমি থেকে নেমে আসা খরস্রোতা, স্বচ্ছসলিলা মূর্তি নদী। গভীর জঙ্গল, চা-বাগান, আদিবাসীদের গ্রাম আর থাকার জন্য অনিন্দ্যসুন্দর এক বনবাংলো।

৫৫. ধুপঝোরা

গোরুমারা অরণ্য-সংলগ্ন ধুপঝোরা অরণ্য। মাল জংশন থেকে দূরত্ব ২৮ কিলোমিটার এবং চালসা থেকে ১০ কিলোমিটার। সকাল-বিকেল জঙ্গল সাফারির ব্যবস্থা আছে। থাকার জন্য রয়েছে গাছবাড়ি।

৫৬. জলদাপাড়া-খয়েরবাড়ি

চা-বাগানে ঘেরা হাসিমারা থেকে ১০ কিলোমিটার দূরে মাদারিহাট। সেখান থেকেই জলদাপাড়ার জঙ্গল বেড়াতে হবে। মাদারিহাট থেকে খয়েরবাড়ি নেচার পার্ক অ্যান্ড লেপার্ড রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার ১০ কিলোমিটার।

৫৭. রসিকবিল

জল-জঙ্গল-প্রকৃতির মাঝে রসিকবিলের বনবাংলো ছোট্ট ছুটির ঠিকানা। উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ার থেকে ৩৪ কিলোমিটার দূরের রসিকবিল বর্ষাতেও সুন্দর।

৫৮. পশ্চিমবঙ্গের বিষ্ণুপুর

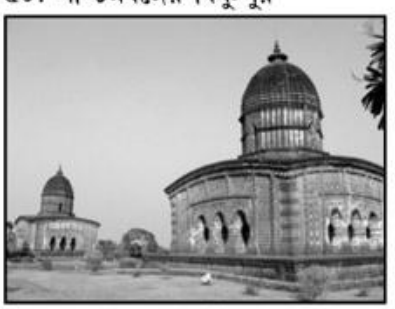

বিষ্ণুপুরের টেরাকোটার মন্দির বাংলার অহঙ্কার। কলকাতা থেকে দূরত্ব প্রায় ২০০ কিলোমিটার। কিনতে পারেন বালুচরি, স্বর্ণচরি শাড়ি।

৫৯. বড়ন্তি

আসানসোলের কাছে শাল-পিয়ালের ছায়ায় ঘেরা নির্জন আদিবাসী গ্রাম বড়ন্তি। সপ্তাশেষের ভ্রমণের জন্য আদর্শ স্থান। বসন্তে সেখানে শিমুল পলাশে আকাশ রাঙা হয়ে থাকে।

৬০. ট্রেনে চেপে দীঘা

হাওড়া থেকে তাম্রলিপ্ত এক্সপ্রেস ছাড়ে সকাল ৬টা ৪০ মিনিটে এবং কান্ডারী এক্সপ্রেস ছাড়ে দুপুর ২টো ১৫ মিনিটে। সম্প্রতি চালু হয়েছে দীঘা দুরন্ত এক্সপ্রেস। ট্রেনটি হাওড়া থেকে ছাড়ে সকাল ১১টা ১৫ মিনিটে।

৬১. তাজপুর

দীঘার কাছে পশ্চিমবঙ্গের নতুন সাগরবেলা। রামনগর, বালিসাই, আলমপুর ফিশারিজ হয়ে তাজপুর। চারদিকে ঝাউবন। শান্ত, নির্জন সাগরবেলা তাজপুর। আছে প্যারাসেইলিং, কোস্টাল সাইক্লিং, র‍্যাফটিং-এর ব্যবস্থা।

৬২. সুন্দরবনের জল-জঙ্গল

বঙ্গোপসাগরের কূলে বিনুনির মতো নদী-নালা-খাঁড়ি আর ম্যানগ্রোভ অরণ্যে ছাওয়া ছোট ছোট ব-দ্বীপ— এই নিয়েই সুন্দরবন। এই জল-জঙ্গলের রাজা রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার।

৬৩. বকখালি-ফ্রেজারগঞ্জ

ধর্মতলায় শহিদ মিনারের কাছ থেকে ছেড়ে ভূতল পরিবহণের বাস পাঁচ ঘণ্টায় বকখালি পৌঁছয়। দূরত্ব ১৩০ কিলোমিটার। বকখালি থেকে ২ কিলোমিটার দূরে আরেক সৈকত ফ্রেজারগঞ্জ।

৬৪. দক্ষিণবঙ্গের সাগরদ্বীপ

গঙ্গানদীর মোহনাতেই সাগরদ্বীপ। দ্বীপের অপর প্রান্তে ঝাউবনের পিছনেই উত্তাল সমুদ্র। পূর্ণিমার রাতে রুপোলি বালির ঢিবির ওপরে চাঁদের আলোয় গঙ্গাসাগরের রূপ অসামান্য।

৬৫. মন্দারমণি

কলকাতার কাছেই মন্দারমণির সোনালি সৈকত। দুয়েকদিনের ছুটি কাটানোর জন্য আদর্শ।

৬৬. শান্তিনিকেতন

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিবিজড়িত শান্তিনিকেতন। অদূরে বল্লভপুর ডিয়ার পার্ক।

৬৭. বার্সে-উত্তরে-পেলিং

পশ্চিম সিকিমের বার্সে মার্চ-এপ্রিলে নানা রঙের রডোডেনড্রনে রঙিন হয়ে ওঠে। এন জে পি স্টেশন থেকে জোরথাং হয়ে হিলে ৫ ঘণ্টার পথ। হিলে থেকে ৪ কিলোমিটার হাঁটাপথে বার্সে। বার্সে থেকে রিনচেনপং ও হি-বারমিওক দেখে পাহাড়ের কোলে ছোট্ট গ্রাম উত্তরে। উত্তরের খুব কাছেই পেলিং।

৬৮. গুরুদোংমার, আরিতার, রিনচেনপং

উত্তর সিকিমের গুরুদোংমার হ্রদের জলে মার্চের মাঝামাঝি ইতস্তত বরফের চাঁই। গুরুদোংমার গ্যাংটক থেকে ১৯০ কিলোমিটার। অচেনা হ্রদ আরিতার আর রমণীয় রিনচেনপংও মুগ্ধ করে। নিরালা রিনচেনপং থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা ও অন্যান্য গিরিশৃঙ্গ দৃশ্যমান।

৬৯. সিকিমের রাবংলা

রাবংলার আকাশ জুড়ে সপার্ষদ কাঞ্চনজঙ্ঘা। এছাড়া কাছেপিঠের বৌদ্ধগুম্ফা, চা-বাগান, মৈনাম পাহাড়ের আকর্ষণও কম নয়।

৭০. গুয়াহাটি-কাজিরাঙা

গুয়াহাটি থেকে কাজিরাঙা যাওয়ার পথে বাসের বাঁদিকে বসলে জাখালবান্ধা অতিক্রম করার পর কীভাবে জঙ্গল শুরু হচ্ছে তা বেশ ভালোভাবে বোঝা যাবে। কপাল ভালো হলে কোহরা মোড়ে পৌঁছনোর আগেই পথ-সংলগ্ন জঙ্গলে গণ্ডারের দর্শন মিলতে পারে।

৭১. শিলং

শিলং-চেরাপুঞ্জির জলপ্রপাতগুলি বর্ষাধারায় নতুন প্রাণ পায়। শীতে শিলং বেশ ঠান্ডা তবে আবহাওয়া মনোরম।

৭২. মাওলিনং

এশিয়ার সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন গ্রাম মাওলিনং। দূরত্ব শিলং থেকে ৯০ কিলোমিটার। খ্রিস্টান অধ্যুষিত গ্রাম মাওলিনং-এ রাত্রিবাসও করা যেতে পারে। এখানে দেখে নিন ব্যালেন্সিং রক এবং লিভিং রুটব্রিজ।

৭৩. বমডিলা থেকে তাওয়াং

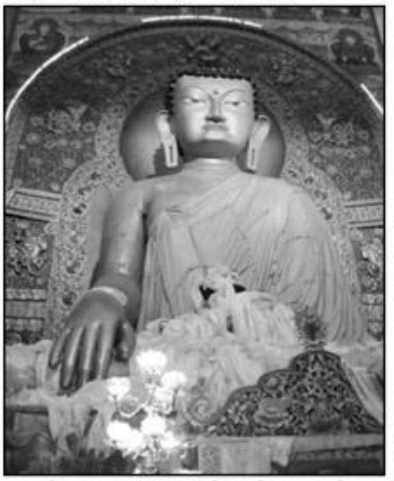

গুয়াহাটি থেকে ভালুকপং, বমডিলা, দিরাং আর বিখ্যাত সেলা পাস (উচ্চতা ১৩,৭২১ ফুট) পেরিয়ে তাওয়াং যাওয়াই এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। তাওয়াংয়ের অসাধারণ প্রাকৃতিক শোভা এবং বিশাল বৌদ্ধমঠের খ্যাতি এখন দেশের সীমানা ছাড়িয়ে বিদেশেও পৌঁছে গেছে।

৭৪. নামদাফা

কলকাতা থেকে ট্রেনে তিনসুকিয়া বা বিমানে ডিব্রুগড় পৌঁছে সড়কপথে যেতে হবে মিয়াও। সেখান থেকে নামদাফার দিবান বনবাংলো। দিনকয়েক কাটানো যেতে পারে নামদাফার জঙ্গলে পশুপাখি, অচেনা পাখি দেখে। বর্ষা বাদে সারাবছর আসা যায় নামদফায়।

৭৫. ৮ দিন ৭ রাতের ত্রিপুরা প্যাকেজ

ত্রিপুরা পর্যটনের ডিসকভার ত্রিপুরা প্যাকেজে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে জম্পুই হিল, ঊনকোটি, কমলাসাগর, নীরমহল, মাতাবাড়ি, সিপাহিজলা, আগরতলা।

৭৬. গোয়া

হাওড়া থেকে সরাসরি গোয়া যায় অমরাবতী এক্সপ্রেস। গোয়া বেড়ানোর জন্য গোয়া পর্যটনের সাউথ গোয়া ও নর্থ গোয়া ট্যুর সেরা। দুটি ট্যুরের প্রত্যেকটিতেই মাথাপিছু খরচ ১৪০ টাকা। দিনদুয়েক কোনও নিরালা সৈকতের ধারে কাটাতে ভালো লাগবে।

৭৭. করবেট ন্যাশনাল পার্ক

করবেট ন্যাশনাল পার্কের উত্তরে শিবালিক হিমালয়। জঙ্গলের বুক চিরে বয়ে গেছে রামগঙ্গা নদী। জাতীয় উদ্যানের মধ্যে বনদপ্তরের পাঁচটি বাংলো আছে।

৭৮. পিথোরাগড়-মুন্সিয়ারি

চির-পাইনে ঢাকা পিথোরাগড় প্রাচীনকালে তিব্বত-ভারত বাণিজ্যের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল। শহরের পশ্চাদপটে হিমালয়ের পঞ্চশৃঙ্গ— চান্দক, থল, ধ্বজ, কেদার ও কুন্দর। পিথোরাগড় থেকে মুন্সিয়ারির দূরত্ব ১২৮ কিলোমিটার।

৭৯. নৈনিতাল-আলমোড়া-বিনসর

রেলপথে কাঠগোদাম বা লালকুঁয়া দিয়ে নৈনিতাল পৌঁছে সেখান থেকে সড়কপথে আলমোড়া। আলমোড়া থেকে ৩১ কিলোমিটার দূরে ২,৪১২ মিটার উচ্চতায় জঙ্গলের মধ্যে বিনসর।

৮০. টনকপুর-শ্যামলাতাল-চম্পাবত-মায়াবতী

টনকপুর থেকে চম্পাবত ৭৫ কিলোমিটার। টনকপুর থেকে বাসে বা ভাড়া গাড়িতে ঘুরে আসতে পারেন শ্যামলাতাল। শ্যামলাতালের খুব কাছেই মায়াবতী আশ্রমের লন থেকে দেখা যায় কুমায়ুন হিমালয়ের বরফাবৃত শৃঙ্গমালা।

৮১. রানিখেত-কৌশানি-চৌকরি

মার্চ থেকে মে এবং অক্টোবর থেকে নভেম্বর এপথে ঘোরার সেরা সময়। বর্ষাকালে এপথে না যাওয়াই ভালো। রানিখেত শহরটি পাহাড়ের ঢালে এমনভাবে গড়ে উঠেছে যে-কোনও জায়গা থেকেই অবারিত দৃষ্টিপথে ধরা দেয় হিমালয়ের বেশ কিছু বিখ্যাত গিরিশৃঙ্গ। কৌশানি আর চৌকরিতে দু'রাত করে থাকতে ভালো লাগবে।

৮২. কর্নাটকের বন্দিপুর

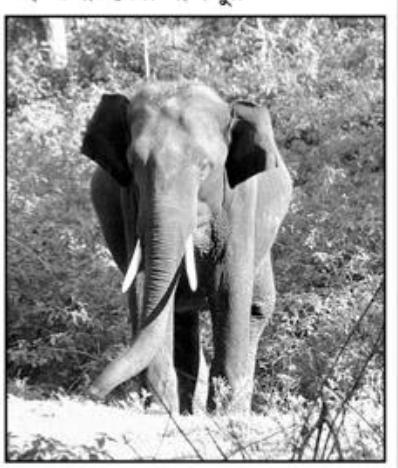

মহীশূর থেকে বন্দিপুর অরণ্য মাত্র ৮০ কিলোমিটার। জঙ্গলের মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছে নুগুর, কাবিনি আর ময়ার নদী। বন্দিপুরের বনবাংলোয় দু-তিনদিন থেকে, মারুতি জিপসি নিয়ে অরণ্যভ্রমণ করতে পারেন।

৮৩. বেঙ্গালুরু-মহীশূর

পড়াশুনো বা চাকরির কারণে বেঙ্গালুরুতে থাকেন এখন অনেক বাঙালি। বেঙ্গালুরু শহরে ঘুরে দেখে নিন লালবাগ, বিধান সৌধ, হ্যান্ডিক্রাফটস এম্পোরিয়াম। মহীশূরে দেখুন বুল টেম্পল, টিপুর প্রাসাদ, মিউজিয়াম।

৮৪. হাম্পি-বাদামি-বিজাপুর

তুঙ্গভদ্রা নদীর তীরের প্রাচীন জনপদ হাম্পিতে ছড়িয়ে আছে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ। হাম্পির সৌধগুলি ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্যের অন্তর্ভুক্ত। চালুক্য রাজধানী বাতাপি অধুনা বাদামির মূল আকর্ষণ গুহামন্দির। প্রাচীন সমৃদ্ধশালী ইতিহাসের শহর বিজাপুর।

৮৫. যোগ জলপ্রপাত

বেঙ্গালুরু থেকে ৩৭৭ কিলোমিটার দূরে কর্নাটকের শিমোগা জেলায় ভারতের উচ্চতম জলপ্রপাত যোগ জলপ্রপাত। শরাবতী নদীর জলে পুষ্ট যোগ জলপ্রপাতে চারটি ধারায় নেমে এসেছে জলধারা— রাজা, রানি, রকেট, রোরার। বর্ষায় যোগ অনন্য।

৮৬. হায়দ্রাবাদ

ইতিহাসের শহর হায়দ্রাবাদ। চারমিনার গেট, গোলকোন্ডা দুর্গ, সালারজং মিউজিয়াম ও আরও নানান ইতিহাসের চিহ্ন ছড়িয়ে আছে শহর জুড়ে।

৮৭. অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনম-আরাকু

দিন কয়েকের ছুটিতে বেড়াতে গিয়ে লোকে যা চায় তার প্রায় সবকিছুই হাজির রয়েছে বঙ্গোপসাগর তীরবর্তী বন্দরশহর বিশাখাপত্তনমে। অদূরে কৈলাসগিরি এবং ঋষিকোন্ডা বিচ। আরাকু বেড়াতে গিয়ে অতিরিক্ত প্রাপ্তি হবে পাহাড়িপথে ব্রডগেজ ট্রেনে চড়ার এক ব্যতিক্রমী অভিজ্ঞতা। এছাড়া পাওয়া যাবে ভারতের দীর্ঘতম প্রাকৃতিক গুহা বোরাগুহালু চাক্ষুষ করার সুযোগ।

৮৮. নাগার্জুনকোন্ডা

কৃষ্ণা নদীর গতিপথে বাঁধ দিয়ে তৈরি হয়েছে নাগার্জুনসাগর জলাধার। সেই জলাধারের বুকে জেগে আছে নাগার্জুনকোন্ডা। এখানকার প্রধান আকর্ষণ নাগার্জুনসাগর থেকে নাগার্জুনকোন্ডা পর্যন্ত নৌবিহার। তিনদিকে নাল্লামালা পাহাড়। নাগার্জুনকোন্ডা থেকে ১২ কিলোমিটার দূরে ইথিপোথালা জলপ্রপাত।

৮৯. গোদাবরীতে ভেসে পপিকোন্ডালু

অন্ধ্রপ্রদেশের রাজামুন্দ্রি থেকে বাস বা গাড়িতে পুরুষোত্তমপট্টনম বা পট্টিসীমা। এখান থেকে গোদাবরীর বুকে ভেসে বেড়ানো। গোন্ডাপোচাম্মা, পেরেন্টাপল্লি ঘুরে দেখে সন্ধেয় ফেরা পট্টিসীমা। ফিরতে না চাইলে রাতে থাকা যায়।

৯০. বিজয়ওয়াড়া-সূর্যলঙ্কা বিচ

কৃষ্ণা নদীর তীরে বিজয়ওয়াড়া অন্ধ্রপ্রদেশের তৃতীয় বৃহত্তম শহর। ১২২৩.৫ মিটার লম্বা প্রকাশম বাঁধটি আকর্ষণীয় দ্রষ্টব্য। এছাড়া দেখুন কনকদুর্গা মন্দির, গান্ধিস্তূপ, ভিক্টোরিয়া জুবিলি জাদুঘর, ভবানী আইল্যান্ড। ১০০ কিলোমিটার দূরে নির্জন সূর্যলঙ্কা বিচ।

৯১. তাড়পাত্রি-বেলুম

অন্ধ্রপ্রদেশের কুর্নুল জেলার অল্পচেনা গন্তব্য তাড়পাত্রি আর বেলুম। তাড়পাত্রিতে আছে ভাস্কর্যমণ্ডিত মন্দির এবং বেলুমে প্রাকৃতিক গুহা। তাড়পাত্রি থেকে বেলুমের দূরত্ব ৩১ কিলোমিটার।

৯২. হর্সলে হিলস

অন্ধ্রপ্রদেশের রাজ্যপালের গ্রীষ্মাবাস। সারাবছর আসা যায়। চারদিকে দেবদারু, পলাশ, ইউক্যালিপটাস, সেগুন, আমগাছের সারি। হর্সলে পাহাড়ে পৌঁছনোর রাস্তাটি খুব সুন্দর।

৯৩. রায়পুর-সিরপুর-বারনাওয়াপাড়া

ছত্তিশগড়ের বারনাওয়াপাড়া অভয়ারণ্যের সৌন্দর্য এখনও অনাঘ্রাত। জঙ্গলের ধারেই ছত্তিশগড় পর্যটনের রিসর্ট। রায়পুর থেকে সিরপুরের মন্দিরগুচ্ছ দেখে রওনা হতে পারেন বারনাওয়াপাড়া অরণ্যের দিকে।

৯৪. কোচিন-মুন্নার-পেরিয়ার

ভেম্বানাদ হ্রদের তীরে কেরালার বাণিজ্যনগরী কোচিন। কোচিনে এলে ব্যাকওয়াটার ক্রুইজের আনন্দ উপভোগ করবেন। পশ্চিমঘাটের নীলগিরি পর্বতমালার কোলে মুন্নার। সবুজ চা-বাগান, লেক, ঝরনা, নদী, মশলার বাগান আর জঙ্গল নিয়ে অপরূপ শৈলশহর। মুন্নারের কাছেই হাতির বিচরণক্ষেত্র পেরিয়ার অভয়ারণ্য।

৯৫. আলেপ্পি-কুইলন-ভারকালা-ত্রিবান্দ্রাম

আলেপ্পি-কুইলন ব্যাকওয়াটার ক্রুইজে না গেলে কেরালা ভ্রমণের অর্ধেক মজাই মাটি। সবুজ প্রকৃতি আর পাহাড়ি টিলায় সাজানো কেরালার অন্যতম সুন্দর সৈকত ভারকালা। ত্রিবান্দ্রমের সি ভি এন কালারিতে গিয়ে দেখতে পারেন মার্শাল আর্ট কালারিপায়াট্টুর কলাকৌশল।

৯৬. পুডুচেরি

বঙ্গোপসাগরের তীরে ঋষি অরবিন্দের স্মৃতিবিজড়িত পুডুচেরি। ফরাসিদের তৈরি শহর। এখানকার প্রধান আকর্ষণ অরবিন্দ আশ্রম। দেখে নিতে পারেন অরোভিল ও মাতৃমন্দির। শহরে দেখে নিন মনোরম সাগরবেলা। পুডুচেরির নতুন আকর্ষণ চুনাম্বার সৈকত।

৯৭. ইয়েরকাড হোগেনাক্কাল

তামিলনাড়ুর শেভারায় পাহাড়ের ওপর কমলালেবু ও মশলার বাগিচা নিয়ে ইয়েরকাড। নিকটবর্তী বড় শহর সালেম থেকে দূরত্ব ৩৪ কিলোমিটার। অন্য পথে সালেম থেকে হোগেনাক্কাল ১১৪ কিলোমিটার। কাবেরী নদীর ওপর হোগেনাক্কাল প্রপাত দেখতে হয় কেরাকল নৌকোয় চেপে।

৯৮. চেন্নাই-উটি-কোদাইকানাল

দক্ষিণ ভারতের নীলগিরি পাহাড়ে সুন্দর শৈলাবাস উধাগামণ্ডলম বা উটি। টয়ট্রেন, চা-বাগান ও টলটলে জলের হ্রদ নিয়ে ভারতের অন্যতম সেরা পর্যটনস্থল। পশ্চিমঘাট পর্বতমালার গায়ে কোদাই লেককে ঘিরে শৈলশহর কোদাইকানাল।

৯৯. চেন্নাই-মহাবলীপুরম-কাঞ্চিপুরম

মহাবলীপুরমের খ্যাতি তার সৈকত মন্দিরের জন্য। ষষ্ঠ ও সপ্তম শতকে মন্দিরগুলো তৈরি হয় পল্লবরাজাদের হাতে। দ্রাবিড়ীয় স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে গড়া পাথর কুঁদে শিল্পকলা আজও আকর্ষণীয়। কাঞ্চিপুরমও মন্দিরনগরী। শাড়ি ও পোশাক শিল্পে কাঞ্চিপুরমের সুখ্যাতি আছে। পুডুচেরিতে দ্রষ্টব্য অরবিন্দ আশ্রম, মিউজিয়াম, বিচ, অরোভিল্লা, মুদালিয়ার কুপ্পাম-এ বোটিং।

১০০. কন্যাকুমারী-মাদুরাই-রামেশ্বরম-ত্রিচি

তিন সাগরের মিলনস্থানে ভারতের শেষ বিন্দু কন্যাকুমারী তীর্থভূমি। কন্যাকুমারী মন্দিরের অদূরে ফেরিঘাট থেকে লঞ্চ ছাড়ছে বিবেকানন্দ রক মেমোরিয়াল যাওয়ার জন্য। মাদুরাইয়ের জগত জোড়া খ্যাতি মীনাক্ষী মন্দিরের জন্য। মন্দিরময় দ্বীপভূমি রামেশ্বর। কাবেরী নদীর তীরে চোল রাজাদের প্রাচীন রাজধানী তিরুচিরাপল্লি, অধুনা ত্রিচি।

ফিরে দেখা

'ভ্রমণ'-এর আজন্ম-সখা সদ্যপ্রয়াত প্রতাপকুমার রায়ের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য

রাজস্থানী খাবার-দাবার

যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে বাঙালির প্রিয় খাবার কী, উত্তর অতি সহজ, মাছের ঝোল আর ভাত। উত্তর ভারতীয়দের যেমন ডাল রুটি। মারাঠিরা বলবেন তাঁদের প্রিয় বাখরি-ঝুনকা। যদিও বাখরি-ঝুনকা প্রাত্যহিক ভোজনের অঙ্গ নয়, আবার খুব একটা আনুষ্ঠানিক খাবারও নয়। গুজরাটিদের সম্বন্ধে তেমনি বলা যায়, তাঁদের প্রিয় ভোজ্য পুরি এবং আমরস। রোজকার খাদ্য অবশ্যই নয়। আম তো এক ঋতুর, গ্রীষ্মকালের ফল। আমের সময়ে গুজরাটি ভোজনটেবিলে আমরস অনিবার্য থাকবেই।

রাজস্থানের রোজকার আহার ডাল রুটি। প্রিয় এবং বিশিষ্ট খাবার হল ডালবাটি চুরমা। বাটি হল আসল, ডাল ও চুরমা অনুষঙ্গ। সাধারণ ভোজনশালায় সচরাচর ডালবাটি পাওয়া যায় না। ডালবাটি অতি গুরুপাক পদ। আমার বিশ্বাস এক কিলোগ্রাম ডালবাটিতে দু কিলোগ্রাম ঘি থাকে। রাজস্থানে সব খাদ্যই ঘৃতপক্ক। গোধনে সমৃদ্ধ নয় এমন রাজ্যে ঘৃতের এত প্রচলন আশ্চর্যের।

ডালবাটি প্রস্তুত হয় ঘি জবজবে আটার একটা বড় মাপের লেচি থেকে। হালকা আঁচে দীর্ঘকাল জলে সেদ্ধ হবার পর সেই লেচি ছাঁকা ঘিয়ে ভাজা হয়। সংক্ষেপে এই হল বাটির রন্ধন পদ্ধতি। কী-কী মশলা যুক্ত হবে, কত গনগনে অথবা নিভন্ত আঁচে কোন সময়ে কতক্ষণ থাকবে, এইসব সূক্ষ্ম বিষয় আমার জানা নেই। পাঁচমিশেলি ডাল এবং অবশ্যই পুনর্বার প্রচুর ঘৃত সহযোগে বাটি গ্রহণ করতে হয়। সঙ্গে চুরমা থাকা আবশ্যিক। চুরমার আটার লেচির মশলা আলাদা, তার লেচি ভাজা হয় অত্যন্ত কুড়মুড়ে করে, তারপর উৎপন্ন পদার্থটি গুঁড়িয়ে চিনি যুক্ত করে, কিছু সুগন্ধির ছিটে দিয়ে পুনরায় অকৃপণ ঘৃত মিশিয়ে চুরমা প্রস্তুত হয়। ডাল সহযোগে বাটির সৎকারের শেষ দিকে বাটি

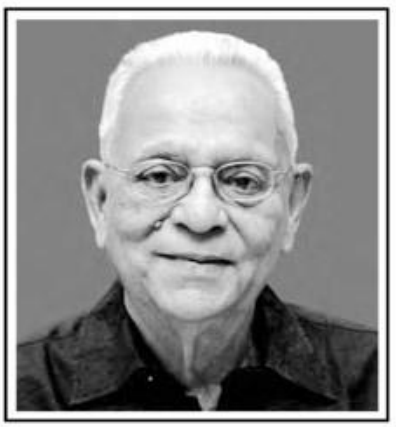

প্রতাপকুমার রায়

ও চুরমা ভোজন, বলা যায়, রাজস্থানী আদবকায়দার নির্দেশ।

ডালবাটি আহারের আকাঙ্ক্ষিত স্থান কোনও গৃহস্থের বাড়ি। সেখানেই পদটি সনাতন ধারায় প্রস্তুত হয়। আজকাল দু একটা ভোজনশালায় মাঝে মাঝে পাওয়া যায়। তা-ই আহার করে আমরা মোহিত হতে পারি, অবশ্য অত ঘি যদি সহ্য হয়। তবে ভোজনশালার পদটি পূর্ণ বিকশিত হয় না। যেমন আমাদের মোচার ঘন্ট অথবা ইলিশ মাছের হালকা ঝোল। ভোজনশালায় কি তাদের মহিমার আভাস পাওয়া যায়?

রাজস্থান মরুভূমির দেশ। বৃষ্টি হয় সামান্য। সবুজ সবজি সারা বছর পাওয়া যায় না। তাই রাজস্থানে আহারের প্রকরণ ভিন্ন। যেমন সেংরি। এটি কোনও রুক্ষ শাক হবে। আমি সবুজ অবস্থায় সেংরি কখনও দেখিনি। সেংরি শাক শুকিয়ে রাখা হয়, তারপর প্রভূত লঙ্কা সহযোগে শুষ্ক সেংরি দিয়ে যে ব্যঞ্জন প্রস্তুত হয় তার সঙ্গে প্রথম পরিচয়েই ভালোবাসা হয়েছিল। কলকাতাতেও রাজস্থানী কোনও বিয়ে বাড়িতে গেলে আমি প্রথমেই সেংরির সন্ধান নিই। আমার বিশ্বাস আগুনের যদি কোনও স্বাদ থাকে তা সেংরির তরকারির স্বাদের সমান জ্বলন্ত হবে। সেংরির মতন রাজস্থানে অন্যান্য সবজিও শুকিয়ে রাখা হয় যাতে গৃহস্থ সারা বছর সবজির স্বাদ পেতে পারেন।

রাজস্থানের আর একটি বিশিষ্ট পদ হল গাট্টা। আমাদের ধোঁকার ডালনার ধরণের। কিন্তু অন্য কোনও পদ্ধতিতে প্রস্তুত করা। তাই ধোঁকার মত নরম নয়। গুজরাটি ঢোকলার মত তো নয়ই। আমাদের ধোঁকা আর একটু বলশালী হলে গাট্টার সমান হতে পারবে। গাট্টার মশলা অপেক্ষা গাট্টা দিয়ে রন্ধন করা তরকারির মশলার স্বাদটা আমরা বেশি পাই। শুনেছি ডাল দিয়ে নয়, বেসন দিয়ে গাট্টা প্রস্তুত হয়।

রাজস্থানের খাদ্য তালিকা দীর্ঘ নয়। তাছাড়া আলু কপি, টিণ্ডা বা কড়াইশুঁটির রাজস্থানী রান্নায় কোনও বিশিষ্ট নতুনত্ব নেই। রাজস্থানের ওই সব রান্না উত্তর ভারতের অন্য জায়গার মত। তবে এখানে বিবিধ প্রকার রুটি খাবার রেওয়াজ আছে। বেসন অথবা বাজরার রাজস্থানী রুটি রকমফের হিসাবে রুচিকর। সবজি এবং ব্যঞ্জনের দিকটা বড় নয় বলে সম্ভবত, রাজস্থানে আচারের খুব চল। তীব্র, প্রখর, প্রায় উগ্র বিবিধ রাজস্থানী আচার সাধারণ খাদ্যকেও অনেকখানি স্বাদিষ্ট করে।

মিষ্টান্নের দিকটা রাজস্থানে অজ্ঞাত ছিল। যদিও রাজস্থানে ভোজনের প্রথম পদই হল মিষ্টান্ন। খানদানি কোনও রাজস্থানী বিয়ে শাদির নিমন্ত্রণে প্রথমে বিবিধ মিষ্টান্ন পরিবেশন হবে। সংখ্যাতে সামান্য নয়। কিন্তু যেহেতু ছানার মিষ্টান্ন ও-দেশে অজ্ঞাত ছিল, তাই অধিকাংশ মিষ্টান্নই খোওয়াক্ষীর, ময়দা অথবা ডাল আশ্রিত। এখন রাজস্থানী ভিয়েনে ছানা প্রবিষ্ট হবার পর ও-রাজ্যের

মিষ্টান্নের নবজন্ম হয়েছে। জয়পুরের লক্ষ্মী মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের মিষ্টান্নের বৈচিত্র কলকাতার যে কোনও মিষ্টান্নের দোকানকে যুদ্ধে আহ্বান করতে পারে। এত বৃহৎ, পরিচ্ছন্ন, আরামদায়ক মিষ্টান্নের দোকান সারা দেশেই বেশি নেই।

লক্ষ্মী মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের কথা যখন উঠল, তখন ওই প্রতিষ্ঠানের কাহিনী এখানেই সেরে নিই। জয়পুর শহরের ব্যবসায়িক অঞ্চলে বিশাল এই দোকানটি এবং তৎসংলগ্ন ভোজনশালা এক তলার। ওপরের দু-তিন তলায় হোটেল। ভোজনশালাটি বৃহৎ। সেখানে বসেই আপনি ওঁদের সব কীর্তির স্বাদ নিতে পারবেন। প্রথমে এক গেলাস ঠান্ডাই পান করা সমীচীন। নানা মহার্ঘ মশলা সহযোগে অতিশীতল এবং সুমিষ্ট পানীয়টি গুণীজনের হাতে প্রস্তুত হলে কেমন অলৌকিক হতে পারে, লক্ষ্মী মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে তার নিদর্শন পাবেন। চমচম, রসমালাই, রসগোল্লা সবই পাওয়া যায়। কিন্তু এঁদের বিশেষত্ব নোনতা খাবারে। নিমকি, সিঙ্গাড়া, কচুরি, আলু টিকিয়া, দহিবড়া সুঘ্রাণ ঘৃত ও সুগন্ধি মশলার সহযোগে লক্ষ্মী মিষ্টান্ন ভাণ্ডার ওরফে এল এম বি-কে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ করেছে। কিন্তু যার জন্য এঁরা অনার্স সহ বিশিষ্ট শ্রেণীতে উন্নীত, তা হল এঁদের চাট। নুন, লঙ্কা, টক, মিষ্টি বিবিধ স্বাদের ঝাঁঝালো মশলা মিশিয়ে, দই অথবা দই ছাড়া যে চাট তৈরি হয়, কচুরি বা আলু টিকিয়া বা পাপড়ির বন্ধনে, তার বর্ণনা দেওয়া অসম্ভব। এল এম বি-র সমস্ত পদই নিরামিষ।

রাজস্থানের নিজস্ব একটি মিষ্টান্ন আছে। তার নাম ঘেবর। মূলত ময়দার তৈরি ও খাবারটি দেখতে অতি বিশিষ্ট। মৌচাকের মত খোপ-খোপ করা। রাজস্থানীরা এই মিষ্টান্নটির প্রতি কী গুণে আসক্ত আমার জানা নেই। এখন ময়দার ঘেবরের রকমফের বেরিয়েছে, ছানার ঘেবর। সম্প্রতি দিল্লিতে পদটির আস্বাদ নিয়ে মোহিত না হলেও, আনন্দিত হয়েছি।

চাটের কথা যখন উঠল, ভুজিয়ার কথা না বললে শুধু এই রচনা অর্থহীন হবে না, ঘোর অন্যায়ও হবে। কারণ, ভুজিয়া আর রাজস্থান অঙ্গাঙ্গী-সম্পৃক্ত। গত পাঁচ বছর কলকাতাতেই ভুজিয়ার সাম্রাজ্য বিস্তার দেখতে পেয়েছি আমরা। ভুজিয়ার আদি নিবাস বিকানীর। বিকানীর শহরে যত্রতত্র ভুজিয়ার দোকান। ভুজিয়া অর্থাৎ ডালমুট এবং নিমকি জাতীয় পদার্থ। বিকানীরে একটা রাস্তাই আছে যার নাম ভুজিয়াগলি। সে রাস্তার দুপাশে শুধু ভুজিয়ার দোকান। ভুজিয়াগলির কাছাকাছি পৌঁছে গেলে আর কাউকে পথের হদিশ জানতে হয় না। ভুজিয়ার গন্ধই তাকে নির্ভুল ভুজিয়া গলিতে নিয়ে যাবে। মোকামে পৌঁছলে ভুজিয়ার মশলার প্রবল সৌরভ মানুষকে আচ্ছন্ন করে, খানিকটা যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে পড়ে মানুষ। এখন ভুজিয়ার দিগন্ত অনেক বিস্তৃত হয়েছে। ডালমুট, ঝুরিভাজা, কাজু, পেস্তা, বাদাম, পাপড়ি, নিমকি আর মোহময় মশলা— শেষ পাওয়া যায় না।

মরিচের চপ অথবা পকৌড়া একটি পুরো সিমলা মরিচের মাঝখানে আলুর চপের আলু দিয়ে বেসনে ভাজা হয়। আকারে বৃহৎ, স্বাদে অতুলনীয়। একটার পর দ্বিতীয়টা খাবার অদম্য বাসনা রোধ করতে হয়, কারণ একটু মিষ্টান্নেরও স্বাদ নেওয়া দরকার। এখানে মিষ্টান্নও বড় হৃদয়গ্রাহী।

আমিষ রন্ধনে রাজস্থানের অদৌ কোনও অবদান আছে বলে আমার জানা নেই। তাছাড়া দেশের আমিষ রন্ধনকলা পাঞ্জাবি প্রভাবে প্রায় নষ্ট হতে বসেছে। রাজস্থানে বড় হোটেলগুলির কল্যাণে এখন আমিষ সর্বত্র পাওয়া যায়, কিন্তু সেখানে পদগুলি চরিত্র-ভ্রষ্ট। অনেককাল আগে এক ক্ষত্রিয়ের গৃহে ছাগমাংসের 'বাজরা কা সোয়তা' খেয়েছিলাম মনে আছে। বাজরার ঈষৎ পিষ্ট দানা সহযোগে মাংসের পদটি অভিনব ছিল। ভালও লেগেছিল।

সম্প্রতি জয়সলমিরে আমিষ ভোজনের অন্বেষণে স্কাইরুম নামের একটি ভোজনালয় আমাদের আনন্দ দিয়েছিল। পাঞ্জাবি পিঁয়াজ টমাটোর ধারার রেস্টুরেন্ট, কিন্তু তন্দুরি পদগুলি ওই ধারার বাইরে বলে কারিগরের হাতযশে আনন্দবর্ধক। দামও সহ্যাতীত নয়। স্কাইরুম একটা বড় হাভেলির ছাদের ওপর। বিশাল ছাদ। অনেক জোরালো বাল্‌ব জ্বালিয়েও স্থানটি আলোতে ছায়াতে মেশানো। মাথার ওপর শরতের জড়োয়া আকাশ। একদিকে গানবাজনা হচ্ছে, রাজস্থানী গান। মস্ত গোঁফের ছায়াতে পুঁচকে একটা বেহালা যে বাজাচ্ছে তার দশাসই চেহারা। গান গাইছে একটা ছোট ছেলে। দুজনের মাথায় প্রকাণ্ড লাল-হলুদ পাগড়ি। সহসা মনে হল অন্য কোনও জগতে পৌঁছে গিয়েছি বুঝি। ঠান্ডা পড়লে এই ভোজনশালা অচল, কিন্তু অন্য ঋতুতে আবার যাবার ইচ্ছা রাখি।

যোধপুরের একটি ভোজনের স্থান আমি বিনা দ্বিধায় সুপারিশ করতে পারি। ঠিক লাঞ্চ ডিনারের জায়গা নয়। কিন্তু তাতে ক্ষতি নেই। তাছাড়া এমন কি নির্দেশ আছে যে দ্বিপ্রহরে বা রাত্রে লঙ্কার পকৌড়া খেতে নেই। লঙ্কার পকৌড়া বলে, না মরিচের চপ বলে আমার মনে পড়ছে না। ওই দোকানে গেলে ভোজ্যের স্বাদ ছাড়া আর অন্য কিছু মনে থাকবার কথা নয়। দোকানের নাম জনতা সুইটস। যোধপুরের যে কোনও লোক পথনির্দেশ দিয়ে দেবে। মস্ত মিষ্টান্নের দোকান। সামনের প্রশস্ত ফুটপাতে টিনের চেয়ার ছড়ানো আছে। গ্রাহকেরা খাবার নিয়ে সেই চেয়ারে বসছেন। বেশির ভাগ মানুষ দাঁড়িয়ে আহার করছেন। তাঁদের ফেলে দেওয়া পাতাগুলো মস্ত একটা ড্রামে জড় হচ্ছে। ঘণ্টায় ঘণ্টায় ড্রাম পরিষ্কার না করলে উপচে পড়ে। মরিচের চপ অথবা পকৌড়া একটি পুরো সিমলা মরিচের মাঝখানে আলুর চপের আলু দিয়ে বেসনে ভাজা হয়। আকারে বৃহৎ, স্বাদে অতুলনীয়। একটার পর দ্বিতীয়টা খাবার অদম্য বাসনা রোধ করতে হয়, কারণ একটু মিষ্টান্নেরও স্বাদ নেওয়া দরকার। এখানে মিষ্টান্নও বড় হৃদয়গ্রাহী।

রাজস্থানী ভোজ্যের একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া গেল। এরপর পাঠক নিজে ভোজ্য এবং ভোজনালয় আবিষ্কার করে যে আমোদ পাবেন, তার মজা অনেক বেশি।

'ভ্রমণ' ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩ থেকে পুনর্মুদ্রিত

হলিডে হোম

চাঁদিপুর

ইউকো ব্যাঙ্ক অফিসার্স কংগ্রেস, ২, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, প্রথম তল, কলকাতা-১
☎২২৩১-৮৫৩৩, ৯৮৩০৩-৩২৮৭৮
চাঁদিপুর, বালাসোরে 'আনন্দময়ী হোটেল'-এ হলিডে হোমটি। বেশ কয়েকটি ঘর রয়েছে। দ্বিশয্যা ঘরের ভাড়া ৪০০ টাকা, তিনশয্যার ভাড়া ৬০০ টাকা, চারশয্যার ভাড়া ৬৫০ টাকা। সবকটিই বাথরুম সংলগ্ন। ফেরতযোগ্য জমা ৩০ টাকা। সার্ভিস চার্জ ১০ টাকা। যোগাযোগ— অরুণকুমার রায় বা নারায়ণচন্দ্র বিশ্বাস।

দিঘা

ইস্টার্ন রেলওয়ে অ্যাকাউন্টস রিক্রিয়েশন ক্লাব ৩, কয়লাঘাট রোড, রুম নম্বর-৬, গ্রাউন্ড ফ্লোর কলকাতা-১ অথবা, সি এ ও/স্টোর্স সেকশন ১৭, নেতাজি সুভাষ রোড, তৃতীয়তল ফেয়ারলি প্লেস, ইস্টার্ন রেলওয়ে, কলকাতা-১
☎২২২২-৪২৯৯/৪৯৬২/৪৩৭৭/৪৯৬৪
নিউ দিঘায় 'স্বপ্নদীপ রেসিডেন্স'-এ হলিডে হোমটি। শিশু সহ মোট চারজনের শয়নোপযোগী মোট ৪টি ঘর। এর মধ্যে দুটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘর আছে। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত প্রতিটি ঘরের ভাড়া সপ্তাহান্তে ও ছুটির দিনে ভাড়া ৬০০ টাকা ও অন্যান্য দিনে ৫৫০ টাকা। অপর সাধারণ দুটি ঘরের ভাড়া সপ্তাহান্তে ও ছুটির দিনে ৩০০ টাকা ও অন্যান্য দিন ২৫০ টাকা। সার্ভিস চার্জ যথাক্রমে ৪০ ও ২০ টাকা। যোগাযোগ— অতীনকুমার দাস বা গৌতম দত্ত বা বাসুদেব সিকদার।

স্টেট ব্যাঙ্ক অব বিকানির অ্যান্ড জয়পুর স্টাফ হলিডে হোম, ১৪, নেতাজি সুভাষ রোড কলকাতা-১ ☎২২৩০-১১৮৮/১১৮৯/৩৩৬৪/৩৬৭৭/২২১০-২৮৯০
এবং
৪, সিনাগগ স্ট্রিট (ব্র্যাবোর্ন রোড ব্রাঞ্চ) কলকাতা-১ ☎২২৪২-৬৪৫০/৬১৭০/০০১৫, ২২৩১-৭৭৬১, ৯৯০৩৯৯৮৬৬৮
নিউ দিঘায় ডি ভি সি হাউসের পাশে হোটেল 'প্রান্তিক'-এ হলিডে হোমটি। শিশু সহ চারশয্যার ২টি ঘর। সংলগ্ন বাথরুম। প্রতিটির ভাড়া ২০০ টাকা। সার্ভিস চার্জ ১৫ টাকা। যোগাযোগ— মিতেন্দ্র জোয়ারদার।

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন, ১১, হেমন্ত বসু সরণি কলকাতা-১ ☎২২৪৮-৭৪৭১ (এক্সটেনশন: ৬১২), ৯৪৩৩১-১৪৬৮৩
ওল্ড দিঘায় ফরেস্ট বাংলো রোডে 'নিউ সুবাসিনী ভবন'-এ হলিডে হোমটি। তিনশয্যার ৪টি ঘর। প্রতিটি ঘরের ভাড়া ২৫০ টাকা। সংলগ্ন বাথরুম সহ রান্নার ব্যবস্থা আছে। ফেরতযোগ্য জমা ১০০ টাকা। সার্ভিস চার্জ ৩০ টাকা। যোগাযোগ— দীপক সান্যাল বা তপনকুমার ঘোষ।

> ভারতের নানা জায়গায় যেসব সংস্থার হলিডে হোম আছে, তাঁরা হলিডে হোম সম্বন্ধে বিশদ তথ্য এই বিভাগে প্রকাশের জন্য পাঠাতে পারেন। এই ঠিকানায়:
> সম্পাদক, 'ভ্রমণ'
> ২৯/১-এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন
> কলকাতা-৭০০ ০১৯

ইনকাম ট্যাক্স (সেন্ট্রাল) রিক্রিয়েশন ক্লাব, ১৮, রবীন্দ্র সরণি, পোদ্দার কোর্ট, পঞ্চম তল, কলকাতা-১ ☎২২২৫-৩৪২১-২৪ (এক্সটেনশন: ২৪০), ৮৯০২১-৯৬৮৮২
দিঘার ফরেস্ট বাংলো রোডে 'হোটেল শ্রেয়া'য় হলিডে হোমটি। শিশু সহ চারজনের শয়নোপযোগী দুটি ঘর। প্রতিটির ভাড়া ৩৫০ টাকা। বাথরুম সংলগ্ন। যোগাযোগ— তপন দাস।

ইউকো এক্সচেঞ্জ রিক্রিয়েশন ক্লাব ২, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলকাতা-১ ☎২২৩০-৩৩৮৩—৮৬
সংস্থার দুটি হলিডে হোম। একটি ওল্ড দিঘায় 'কৃষ্ণাঞ্জনা'য়। চারশয্যার চারটি ঘর। দোতলায় দুটি ঘরের ভাড়া ১৮০ টাকা। তিনতলায় দুটি ঘরের ভাড়া ২২০ টাকা। সব ঘরই বাথরুম সংলগ্ন। অন্যটি ব্যারিস্টার কলোনিতে 'শান্তিনিকেতন'-এ। ৫টি ঘরের ২টি চারশয্যার, ২টি দ্বিশয্যার এবং একটি পাঁচশয্যার। ভাড়া যথাক্রমে ১৭০ টাকা, ১২০ টাকা এবং ২০০ টাকা। যোগাযোগ— কমল পাল বা অরুণ মুখার্জি।

এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ কো-অপারোটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড, ১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, প্রথম তল, কলকাতা-১ ☎২২৪২-০৫৫৯, ২২৬২-২১৭৯
ওল্ড দিঘায় রাজবাড়ি কমপ্লেক্সে 'হোটেল সঞ্জয় প্যালেস'-এ হলিডে হোমটি। মোট ৯টি ঘর। তিনশয্যার ৭টি ঘরের প্রতিটির ভাড়া ৩৫০ টাকা। দ্বিশয্যার ২টি ঘরের প্রতিটির ভাড়া ৩৩০ টাকা। সংলগ্ন বাথরুম। যোগাযোগ— সুব্রত চ্যাটার্জি বা শহিদ সরকার বা তমোনাশ দাস বা প্রবীর মিস্ত্রি বা সুশান্ত নন্দী বা সুশান্ত হালদার।

ইউকো ব্যাঙ্ক অফিসার্স কংগ্রেস, ২, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, প্রথম তল, কলকাতা-১ ☎২২৩১-৮৫৩৩, ৯৮৩০৩-৩২৮৭৮
নিউ দিঘায় অমরাবতী লেকের কাছে গভর্নমেন্ট ইউথ হোস্টেল সংলগ্ন 'তুলিকা'য় হলিডে হোমটি। চারশয্যার ৪টি ঘর। সবকটি ঘরই বাথরুম সংলগ্ন। ভাড়া ২০০ টাকা করে। ফেরতযোগ্য জমা ৩০ টাকা এবং সার্ভিস চার্জ ২০ টাকা। যোগাযোগ— অরুণকুমার রায় বা নারায়ণচন্দ্র বিশ্বাস।

নৈনিতাল

এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ কো-অপারোটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড, ১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, প্রথম তল, কলকাতা-১ ☎২২৪২-০৫৫৯, ২২৬২-২১৭৯
সংস্থার দুটি হলিডে হোম। প্রথমটি তাল্লিতাল বাসস্ট্যান্ডের কাছে 'অশোক হোটেল'-এ। তিনশয্যার মোট ২টি ঘর। প্রতিটির ভাড়া ৫৫০ টাকা। দ্বিতীয়টি তাল্লিতালে নয়াবাজারে 'হোটেল শশী'-তে। তিনশয্যার ৪টি ঘরের প্রতিটির ভাড়া ৫৫০ টাকা। সবকটি ঘরই বাথরুম সংলগ্ন। যোগাযোগ— সুব্রত চ্যাটার্জি বা শহিদ সরকার বা তমোনাশ দাস বা প্রবীর মিস্ত্রি বা সুশান্ত নন্দী বা সুশান্ত হালদার।

পুরী

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন এবং অফিসার্স ইউনিয়ন ৩৩, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা-১ ☎২২৪২-৬৮৮১ ৯৪৩৩৪-০৯৩৬৪
নিউ মেরিন ড্রাইভ রোডের কাছে হোটেল ইন্টারন্যাশনালের 'সাগরবেলা'য় হলিডে হোমটি। চারশয্যার দুটি ঘর। প্রতিটির ভাড়া ২০০ টাকা। ফেরতযোগ্য জমা ৫০ টাকা। যোগাযোগ— সমীরকুমার দাস।

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল করপোরেশন রিক্রিয়েশন ক্লাব, ৪, মহাত্মা গান্ধি রোড হাওড়া-৭১১ ১০১ ☎২৬৩৮-৩২১১
দিগন্তগলিতে 'নিরালা'তে হলিডে হোমটি। দুটি চারশয্যার ঘর। ভাড়া ১৭০ টাকা। ফেরতযোগ্য জমা ৫০ টাকা। সার্ভিস চার্জ ৩০ টাকা। যোগাযোগ— সম্পাদক।

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া অফিসার এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন (সেন্ট্রাল কাউন্সিল) ১১, হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-১ ☎২২৪৮-৩৮৫৭ (এক্সটেনশন: ৫৯৩, ৫৯৪), ৯৪৩২২-৭০৯৮৮, ৯৪৩৩২-০৮৬০৯, ৯৩৩০৯-৩৩৪৬৭, ৯৯০৩৫-৮০৮১১
বালিয়াপান্ডা রোডে বিড়লা গেস্টহাউসের কাছে 'কেশবধাম'-এ হলিডে হোমটি। মোট ৪টি ঘর। ২টি ঘরের ভাড়া ৩০০ টাকা। অপরদুটি ঘর শিশু সহ পাঁচশয্যার। প্রতিটি ঘরের ভাড়া ২৫০ টাকা। সংলগ্ন বাথরুম সহ রান্নার ব্যবস্থা আছে। ফেরতযোগ্য জমা ১০০ টাকা। সার্ভিস চার্জ ৩০ টাকা। যোগাযোগ— শৈলেন ঘোষরায় বা ধ্রুব চক্রবর্তী বা বিপ্র সাহা বা নির্মলকুমার দত্ত বা রথীন ব্যানার্জি।

এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ কো-অপারোটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড, ১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, প্রথম তল, কলকাতা-১
☎২২৪২-০৫৫৯, ২২৬২-২১৭৯
ওয়েস্ট সিকিমের মিডিল পেলিংয়ে 'হোটেল হেভেন'-এ হলিডে হোমটি। বাথরুম সংলগ্ন তিনশয্যার মোট ৪টি ঘরের দুটির ভাড়া ৪২০ টাকা করে। অপর দুটির ভাড়া ৪৫০ টাকা করে। যোগাযোগ— সুব্রত চ্যাটার্জি বা শহিদ সরকার বা তমোনাশ দাস বা প্রবীর মিস্ত্রি বা সুশান্ত নন্দী বা সুশান্ত হালদার।

ইউকো ব্যাঙ্ক অফিসার্স কংগ্রেস, ২, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, প্রথম তল, কলকাতা-১
☎২২৩১-৮৫৩৩, ৯৮৩০৩-৩২৮৭৮
স্বর্গদ্বারে শঙ্করাচার্য মঠ লেনে 'নিরালা'য় হলিডে হোমটি। মোট চারটি ঘর। শিশু সহ পাঁচশয্যার দুটি ঘরের প্রতিটির ভাড়া ২৫০ টাকা। চারশয্যার দুটি ঘরের প্রতিটির ভাড়া ১৫০ টাকা। সবকটি ঘরই বাথরুম সংলগ্ন। ফেরতযোগ্য জমা ৩০ টাকা এবং সার্ভিস চার্জ ১০ টাকা। যোগাযোগ— অরুণকুমার রায় বা নারায়ণচন্দ্র বিশ্বাস।

এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ কো-অপারোটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড, ১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, প্রথম তল, কলকাতা-১
☎২২৪২-০৫৫৯, ২২৬২-২১৭৯
সংস্থার মোট দুনটি হলিডে হোম। প্রথমটি স্বর্গদ্বারে হরিদাস মঠ লেনে 'শুভসৌম্য'তে তিনশয্যার মোট ৭টি ঘর। বাথরুম সংলগ্ন একটি বাদে সবকটি ঘরেই রান্নার ব্যবস্থা আছে। ভাড়া যথাক্রমে ১টি ঘর ১৮০ টাকা, ১টি ঘর ২২০ টাকা এবং বাকি ৪টি ঘরের ২টির ভাড়া ৩২০ টাকা ও অন্য দুটির ভাড়া ২৮০ টাকা করে। অপর ঘরটির ভাড়া ৪০০ টাকা। দ্বিতীয় হলিডে হোমটি স্বর্গদ্বারের কাছে সতাসন রোডে 'হোটেল লর্ড'-এ। রান্নার ব্যবস্থা সহ বাথরুম সংলগ্ন মোট ২১টি ঘর। তিনশয্যার ২টি ঘরের ভাড়া ২৩০ টাকা। তিনশয্যার ১৫টি ঘরের প্রতিটির ভাড়া ২৫০ টাকা, চারশয্যার ৪টি ঘরের প্রতিটির ভাড়া ৩০০ টাকা। যোগাযোগ— সুব্রত চ্যাটার্জি বা শহিদ সরকার বা তমোনাশ দাস বা প্রবীর মিস্ত্রি বা সুশান্ত নন্দী বা সুশান্ত হালদার।

মূর্তি

ইনকাম ট্যাক্স স্পোর্টস অ্যান্ড রিক্রিয়েশন ক্লাব, পি-১৩, চৌরঙ্গি স্কোয়ার, কলকাতা-৬৯
☎২২৪৮-২৩৭১—৭৯ (এক্সটেনশন: ১৬০১), ৯৮৩০৭-৬১৩৪৬, ৯৮৩১০-৯৩২৪৮

HOTEL CITY PARK (GUWAHATI)
গৌহাটিতে নিজস্ব হোটেল
Standard and Delux Room
ও নিজস্ব বাঙালীয়ানার খাবার
রেঁস্তোরা রন্ধন
Afsar Lane, S.S.Road, Fancy Bazar, Guwahati-781001, Assam (india)
Tel + 913612630172 / 2519175
Email: hotelcityparkghy@gmail.com

মূর্তি নদীর ধারে ধূপঝোরায় গরুমারা ফরেস্টের বিপরীতে 'ডুয়ার্স নেস্ট'-এ হলিডে হোমটি। পাঁচশয্যার দুটি ঘর। ভাড়া ৩৫০ টাকা। প্রতিটি ঘরই বাথরুম সংলগ্ন। ফেরতযোগ্য জমা ৫০ টাকা। যোগাযোগ— সুদীপ হালদার বা শান্তনু চন্দ বা সনৎ মণ্ডল।

রাজগির

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ১৫, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলকাতা-১
☎২২৩০-৬৮৬৭/৬৮৬৮/২৭০১/২৭০২
বাঙালিপাড়ায় 'কেশব আশ্রম'-এ হলিডে হোমটি। বাথরুম সংলগ্ন চারশয্যার মোট চারটি ঘর। প্রতিটি ঘরের ভাড়া ১০০ টাকা। রান্নার বন্দোবস্ত আছে। ফেরতযোগ্য জমা ৫০ টাকা। সার্ভিস চার্জ ২০ টাকা। যোগাযোগ— মানস মজুমদার।

ইউকো এক্সচেঞ্জ রিক্রিয়েশন ক্লাব
২, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলকাতা-১
☎২২৩০-৩৩৮৩—৮৬
প্রধান বাজারে পুলিশ স্টেশনের কাছে 'যুগলকুঞ্জ'তে হলিডে হোমটি। দোতলায় দুটি ঘর, ভাড়া ১৩০ ও ১৬০ টাকা। চারতলায় দুটি ঘর। প্রতিটির ভাড়া ১১০ টাকা। সবকটি ঘরই শিশু সহ তিনজনের শয়নোপযোগী। সংলগ্ন বাথরুম সহ রান্নার ব্যবস্থা আছে। যোগাযোগ— কমল পাল বা অরুণ মুখার্জি।

শ্রীনগর

ইউকো ব্যাঙ্ক অফিসার্স কংগ্রেস, ২, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, প্রথম তল, কলকাতা-১
☎২২৩১-৮৫৩৩, ৯৮৩০৩-৩২৮৭৮
ডালগেট রোডে 'ইকবাল গেস্টহাউস'-এ হলিডে হোমটি। মোট পাঁচটি ঘর। দ্বিশয্যার ২টি ঘরের প্রতিটির ভাড়া ৫০০ টাকা করে। তিনশয্যার ১টি ঘরের ভাড়া ৬৫০ টাকা এবং চারশয্যার ১টি ঘরের ভাড়া ৮০০ টাকা। এই চারটি ঘরেই ১টি শিশু সহ থাকা যাবে। রয়েছে ৬ শয্যার ১টি ঘর। ভাড়া ১,২০০ টাকা। সবকটি ঘরই বাথরুম সংলগ্ন। ফেরতযোগ্য জমা ৩০ টাকা এবং সার্ভিস চার্জ ২০ টাকা। যোগাযোগ— অরুণকুমার রায় বা নারায়ণচন্দ্র বিশ্বাস।

হরিদ্বার

স্টেট ব্যাঙ্ক অব বিকানির অ্যান্ড জয়পুর স্টাফ হলিডে হোম, ১৪, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা-১ ☎২২৩০-১১৮৮/১১৮৯/৩৩৬৪/৩৬৭৭, ২২১০-২৮৯০
এবং
৪, সিনাগগ স্ট্রিট (ব্র্যাবোর্ন রোড ব্রাঞ্চ), কলকাতা-১ ☎২২৪২-৬৪৫০/৬১৭০/০০১৫, ২২৩১-৭৭৬১, ৯৯০৩৯৯৮৬৬৮
হর-কি-পৌড়ি ঘাটের কাছে 'হোটেল মানসরোবর ইন্টারন্যাশনাল'-এ হলিডে হোমটি। চারশয্যার ২টি ঘর। সংলগ্ন বাথরুম। ভাড়া ৩৫০ টাকা। ফেরতযোগ্য জমা ১০০ টাকা। যোগাযোগ— মিতেন্দ্র জোয়ারদার।

ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কাল্টিভেশন অব সায়েন্স ওয়েলফেয়ার কমিটি, যাদবপুর কলকাতা-৩২ ☎২৪৭৩-৪৯৭১
(এক্সটেনশন: ১১৩, ৭৫১, ২৬২)
হরিদ্বারে মনসা পাহাড় রোপওয়ের বিপরীতে হোটেল মানসসরোবর ইন্টারন্যাশনাল-এ হলিডে হোমটি। তিনশয্যা দুটি ঘর। সংলগ্ন বাথরুম। প্রতিটির ভাড়া ৪০০ টাকা। যোগাযোগ— অরুণ দত্ত বা অমিতকুমার মজুমদার বা অরূপ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ইউকো এক্সচেঞ্জ রিক্রিয়েশন ক্লাব
২, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলকাতা-১
☎২২৩০-৩৩৮৩—৮৬
গুজরানওয়ালা ধর্মশালার পাশে বিড়লাঘাটে 'শিবশক্তি লজ'-এ হলিডে হোমটি। মোট ঘর ১৪টি। দ্বিশয্যার ৬টি ঘর, ভাড়া ২৫০ টাকা। তিনশয্যার ২টি ঘর, ভাড়া ৩০০ টাকা। চারশয্যার ২টি ঘর, ভাড়া ৪০০ টাকা। ছয়শয্যার ২টি ঘর, ভাড়া ৫৫০ টাকা এবং একশয্যার ২টি ঘরের ভাড়া ১৫০ টাকা। কোনও ফেরতযোগ্য জমা নেই। সার্ভিস চার্জ ২০ টাকা। যোগাযোগ— কমল পাল বা অরুণ মুখার্জি।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সুপারভাইজারি স্টাফ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড
১৩, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা-১
☎২২১৩-৫৬১২, ৯৯০৩৮-০০৮৯১
হর-কি-পৌড়ির কাছে 'হোটেল মানসরোবর ইন্টারন্যাশনাল'-এ হলিডে হোমটি। চারশয্যার ৩টি ঘর। সংলগ্ন বাথরুম। ঘরপ্রতি ভাড়া ২৮০ টাকা। যোগাযোগ— সরোজ চ্যাটার্জি।

এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ কো-অপারোটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড, ১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, প্রথম তল, কলকাতা-১
☎২২৪২-০৫৫৯, ২২৬২-২১৭৯
সংস্থার মোট দুটি হলিডে হোম। একটি বিষ্ণুঘাটের কাছে 'হোটেল রাজ ডিলাক্স'-এ। মোট ৬টি ঘর। সবকটি ঘরই বাথরুম সংলগ্ন। তিনশয্যার ৫টি ঘরের প্রতিটির ভাড়া ৪০০ টাকা, ছয়শয্যার ১টির ভাড়া ৫৫০ টাকা।
দ্বিতীয় হলিডে হোমটি আপার রোডে মোতি বাজারের কাছে 'হোটেল মানসরোবর ইন্টারন্যাশনাল'-এ। মোট ৭টি ঘর। চারশয্যার ৪টি ঘরের প্রতিটির ভাড়া ৪০০ টাকা ও অপর ৩টি তিনশয্যা ঘরের প্রতিটির ভাড়া ৩৫০ টাকা। যোগাযোগ— সুব্রত চ্যাটার্জি বা শহিদ সরকার বা তমোনাশ দাস বা প্রবীর মিস্ত্রি বা সুশান্ত নন্দী বা সুশান্ত হালদার।

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ, ১৫, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলকাতা-১ ☎২২৩০-৬৮৬৭/৬৮৬৮/২৭০১/২৭০২
মনসমন্দির রোপওয়ে গেটের বিপরীতে 'হোটেল ময়ূর'-এ হলিডে হোমটি। বাথরুম সংলগ্ন তিনশয্যার মোট তিনটি ঘর। প্রতিটি ঘরের ভাড়া ১৫০ টাকা। ফেরতযোগ্য জমা ১০০ টাকা। সার্ভিস চার্জ ২০ টাকা। যোগাযোগ— রজতকুমার দাস।

রেলের সময়সূচি

পূর্ব রেলওয়ে

হাওড়া	আপ	ছাড়ে	ডাউন	পৌঁছয়
দিল্লি-কালকা মেল	১২৩১১	১৯-৪০	১২৩১২	৭-৩০
অমৃতসর মেল	১৩০০৫	১৯-১০	১৩০০৬	৭-২০
মুম্বই মেল (ভায়া এলাহাবাদ)	১২৩২১	২২-০০	১২৩২২	১১-৪৫
পূর্বা এক্সপ্রেস (ভায়া গয়া, বারাণসী)	১২৩৮১	৮-২০	১২৩৮২	১৬-৪৫
(ছাড়ে বুধ, বৃহঃ, রবি; পৌঁছয়: মঙ্গল, বুধ, শনি)				
পূর্বা এক্সপ্রেস (ভায়া পাটনা)	১২৩০৩	৮-১০	১২৩০৪	১৬-৪৫
(ছাড়ে: সোম, মঙ্গল, শুক্র, শনি; পৌঁছয়: সোম, বৃহঃ, শুক্র, রবি)				
রাজধানী এক্সপ্রেস (ভায়া গয়া)	১২৩০১	১৬-৫৫	১২৩০২	৯-৫৫
(ছাড়ে: রবিবার বাদে প্রতিদিন পৌঁছয়: শনিবার বাদে প্রতিদিন)				
রাজধানী এক্সপ্রেস (ভায়া পাটনা)	১২৩০৫	১৪-০৫	১২৩০৬	১২-৪০
(ছাড়ে: রবি; পৌঁছয়: শনি)				
যোধপুর/বিকানির এক্সপ্রেস	১২৩০৭	২৩-৩০	১২৩০৮	৪-০০
শতাব্দী (বোকারো-রাঁচি) এক্সপ্রেস	১২০১৯	৬-০৫	১২০২০	২১-১০
(রবিবার বাদে প্রতিদিন)				
জনশতাব্দী (পাটনা) এক্সপ্রেস	১২০২৩	১৪-০৫	১২০২৪	১৩-২৫
(রবিবার বাদে প্রতিদিন)				
মালদা টাউন ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস	১৩০১১	১৫-২৫	১৩০১২	১১-২৫
হিমগিরি (জম্মু-তাওয়াই) এক্সপ্রেস	১২৩৩১	২৩-৫৫	১২৩৩২	১১-১৫
(ছাড়ে: মঙ্গল, শুক্র, শনি; পৌঁছয়: মঙ্গল, বুধ, শনি)				
সরাইঘাট এক্সপ্রেস	১২৩৪৫	১৫-৫০	১২৩৪৬	৫-১০
দুন (দেরাদুন) এক্সপ্রেস	১৩০০৯	২০-৩৫	১৩০১০	৬-৫৫
উপাসনা (দেরাদুন) এক্সপ্রেস	১২৩২৭	১৩-১০	১২৩২৮	৩-১৫
(ছাড়ে: মঙ্গল, শুক্র; পৌঁছয়: সোম, শুক্র)				
কুম্ভ (হরিদ্বার) এক্সপ্রেস	১২৩৬৯	১৩-১০	১২৩৭০	৩-১৫
(ছাড়ে: মঙ্গল, শুক্রবার বাদে প্রতিদিন; পৌঁছয়: শুক্র, সোমবার বাদে প্রতিদিন)				
উদয়ন আভা তুফান এক্সপ্রেস (শ্রীগঙ্গানগর)	১৩০০৭	৯-৩৫	১৩০০৮	১৯-২০
অমৃতসর এক্সপ্রেস	১৩০৪৯	১৪-০০	১৩০৫০	১৫-৪৫
বাঘ (কাঠগোদাম) এক্সপ্রেস	১৩০১৯	২১-৪৫	১৩০২০	১২-৪০
মিথিলা (রক্সৌল) এক্সপ্রেস	১৩০২১	১৫-৪৫	১৩০২২	৪-০০
কামরূপ (ডিব্রুগড়) এক্সপ্রেস	১৫৯৫৯	১৭-৩৫	১৫৯৬০	৫-৩৫
ব্ল্যাক ডায়মন্ড (ধানবাদ) এক্সপ্রেস	১৩৩১৭	৬-১৫	১৩৩১৮	২১-২৫
হুল এক্সপ্রেস (সিউড়ি)	১৩০৫১	৬-৪৫	১৩০৫২	১৮-২৫
সিউড়ি এক্সপ্রেস (ভায়া প্রান্তিক)	১৩০৫৩	৮-৩৫	১৩০৫৪	২২-৪০
কোলফিল্ড (ধানবাদ) এক্সপ্রেস	১২৩৩৯	১৭-২০	১২৩৪০	১০-২৫
অগ্নিবীণা (আসানসোল) এক্সপ্রেস	১২৩৪১	১৮-২০	১২৩৪২	৮-৪৫
দানাপুর এক্সপ্রেস	১২৩৫১	২০-৩৫	১২৩৫২	৬-৩৫
শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেস	১২৩৩৭	১০-১০	১২৩৩৮	১৫-৪০
কবিগুরু এক্সপ্রেস (ভায়া ব্যান্ডেল)	১৩০১৫	১০-৪৫	১৩০১৬	১৭-১৫
শহিদ (রামপুরহাট) এক্সপ্রেস	১২৩৪৭	১২-০০	১২৩৪৮	২০-১৫
গণদেবতা (আজিমগঞ্জ) এক্সপ্রেস	১৩০১৭	৬-০৫	১৩০১৮	২১-৪৫
ভূপাল এক্সপ্রেস (ছাড়ে: সোম; পৌঁছয়: বৃহঃ)	১৩০২৫	১৩-২৫	১৩০২৬	১৫-০০
বিভূতি (এলাহাবাদ) এক্সপ্রেস	১২৩৩৩	২০-০০	১২৩৩৪	৭-৫৫
চম্বল (গোয়ালিয়র) এক্সপ্রেস	১২১৭৫	১৭-৪৫	১২১৭৬	৬-৪৫
(ছাড়ে: মঙ্গল, বুধ, রবি; পৌঁছয়: বুধ, শুক্র, রবি)				
শিপ্রা (ইন্দোর) এক্সপ্রেস	১৯৩০৬	১৭-৪৫	১৯৩০৫	৬-৪৫
(ছাড়ে ও পৌঁছয়: সোম, বৃহঃ, শনি)				
চম্বল (মথুরা) এক্সপ্রেস	১২১৭৭	১৭-৪৫	১২১৭৮	৬-৪৫
(ছাড়ে: শুক্র; পৌঁছয়: মঙ্গল)				
শক্তিপুঞ্জ (জব্বলপুর) এক্সপ্রেস	১১৪৪৮	১৪-৩০	১১৪৪৭	৪-১৫
রাঁচি এক্সপ্রেস (ভায়া আসানসোল)	১৮৬২৭	১৪-১৫	১৮৬২৮	১৩-৪০
(ছাড়ে ও পৌঁছয়: রবি, সোম, মঙ্গল)				
কবিগুরু (আজিমগঞ্জ) এক্সপ্রেস	১৩০২৭	২২-৪০	১৩০২৮	১৩-৫৫
জয়সলমির এক্সপ্রেস	১২৩৭১	৮-২০	১২৩৭২	১৬-৩০
(ছাড়ে: সোম; পৌঁছয়: মঙ্গল)				
ধানবাদ এ সি দ্বিতল এক্সপ্রেস	১২৩৮৫	৮-৩০	১২৩৮৬	২২-৪০
ছাড়ে ও পৌঁছয়: রবিবার বাদে				
গর্ভ (গান্ধিধাম) এক্সপ্রেস	১২৯৩৮	২৩-০০	১২৯৩৭	১৩-০৫
(ছাড়ে ও পৌঁছয়: সোম)				
জনসাধারণ এক্সপ্রেস (ছাড়ে ও পৌঁছয়: বুধ)	১৫২৭১	১১-০৫	১৫২৭২	৩-০০
মালদা টাউন ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস	১৩৪৬৫	১৫-১৫	১৩৪৬৬	১২-৫০
(ভায়া আজিমগঞ্জ) (রবি বাদে)				
নতুন দিল্লি দুরন্ত এক্সপ্রেস	১২২৭৩	১৩-০০	১২২৭৪	৬-০০
(ছাড়ে সোম, শুক্র; পৌঁছয়: বুধ, রবি)				
নতুন দিল্লি সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস	১২৩২৩	১৮-৪৫	১২৩২৪	৬-০০
(ছাড়ে: মঙ্গল, শুক্র; পৌঁছয়: সোম, শুক্র)				
গয়া এক্সপ্রেস (ভায়া রামপুরহাট)	১৩০২৩	১৯-৫০	১৩০২৪	৩-৪০
দ্বারভাঙা এক্সপ্রেস (ছাড়ে ও পৌঁছয়: শনি)	১৫২৩৫	১১-০৫	১৫২৩৬	৩-০০
যুবা (নতুন দিল্লি) এক্সপ্রেস	১২২৪৯	১৭-১০	১২২৫০	১০-৪০
(ছাড়ে: বৃহস্পতি; পৌঁছয়: সোম)				
জামালপুর এক্সপ্রেস	১৩০৭১	২১-৩৫	১৩০৭২	৫-৩০

শিয়ালদা	আপ	ছাড়ে	ডাউন	পৌঁছয়
ওয়েস্ট বেঙ্গল সম্পর্ক ক্রান্তি এক্সপ্রেস	১২৩২৯	১৩-১০	১২৩৩০	১৭-২৫
(সাপ্তাহিক) (ছাড়ে: মঙ্গল; পৌঁছয়: বৃহঃ)				
রাজধানী এক্সপ্রেস	১২৩১৩	১৬-৫০	১২৩১৪	১০-১৫
দুরন্ত এক্সপ্রেস	১২২৫৯	১৮-৪০	১২২৬০	১২-২৫
(ছাড়ে: সোম, বুধ, বৃহঃ, রবি; পৌঁছয়: মঙ্গল, বুধ, শুক্র, শনি)				
পুরী দুরন্ত এক্সপ্রেস	২২২০১	২০-০০	২২২০২	৪-০০
(ছাড়ে: সোম, বুধ, শুক্র; পৌঁছয়: বুধ, শুক্র, রবি)				
তিস্তা-তোর্সা এক্সপ্রেস	১৩১৪১	১৩-৪০	১৩১৪২	৪-৩৫
দার্জিলিং মেল	১২৩৪৩	২২-০৫	১২৩৪৪	৬-০০
কাঞ্চনজঙ্ঘা (গুয়াহাটি) এক্সপ্রেস	১৫৬৫৭	৬-৩৫	১৫৬৫৮	১৯-২৫
গৌড় এক্সপ্রেস	১৩১৫৩	২২-১৫	১৩১৫৪	৫-২০
উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস	১৩১৪৭	১৯-৩৫	১৩১৪৮	৫-১০
অমৃতসর অকাল তখত এক্সপ্রেস	১২৩১৭	৭-৪০	১২৩১৮	১৫-১০
(ছাড়ে: বুধ, রবি; পৌঁছয়: শনি, বুধ)				
মা তারা এক্সপ্রেস (রবি বাদে)	১৩১৮৭	৭-২৫	১৩১৮৮	১৮-৪৫
কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস	১৩১৪৯	২০-৩০	১৩১৫০	৮-১৫
হাটে-বাজারে এক্সপ্রেস	১৩১৬৩	২০-১০	১৩১৬৪	৭-১৫
বারাণসী এক্সপ্রেস	১৩১৩৩	২১-১৫	১৩১৩৪	১০-৫৫
ভাগীরথী (লালগোলা) এক্সপ্রেস	১৩১০৩	১৮-২৫	১৩১০৪	১০-২৫
জালিয়ানওয়ালাবাগ (অমৃতসর) এক্সপ্রেস	১২৩৭৯	১৩-১০	১২৩৮০	১৭-২৫
(ছাড়ে: শুক্র; পৌঁছয়: সোম)				
পদাতিক এক্সপ্রেস	১২৩৭৭	২২-৫৫	১২৩৭৮	৬-৪৫
রামপুরহাট এক্সপ্রেস	১৩১১৫	১২-৫৫	১৩১১৬	১৪-২০
(ছাড়ে: মঙ্গল, বৃহঃ, রবি; পৌঁছয়: সোম, বুধ, শুক্র)				
গঙ্গাসাগর (জয়নগর) এক্সপ্রেস	১৩১৮৫	১৫-৪০	১৩১৮৬	৬-৫৫
অনন্যা (উদয়পুর) এক্সপ্রেস	১২৩১৫	১৩-১০	১২৩১৬	১৫-১০
(ছাড়ে: বৃহঃ পৌঁছয়: মঙ্গল)				
আসানসোল ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস	১৩৫০৩	১৬-৪০	১৩৫০৪	১০-৪৫
(রবিবার বাদে প্রতিদিন)				
বালিয়া এক্সপ্রেস	১৩১০৫	১৩-২৫	১৩১০৬	৩-৩৫
আজমির এক্সপ্রেস	১২৯৮৭	২৩-২০	১২৯৮৮	১৫-৫৫

কলকাতা	আপ	ছাড়ে	ডাউন	পৌঁছয়
হাজারদুয়ারি (লালগোলা) এক্সপ্রেস	১৩১১৩	৬-৫০	১৩১১৪	২১-২৫
জম্মু-তাওয়াই এক্সপ্রেস	১৩১৫১	১১-৪৫	১৩১৫২	১৫-৫০

হলদিবাড়ি সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস	১২৩৬৩	৯-০৫	১২৩৬৪	১৯-৪০
(ছাড়ে: মঙ্গল, বৃহঃ, শনি; পৌঁছয়: বুধ, শুক্র, রবি)				
তেভাগা (বালুরঘাট) এক্সপ্রেস	১৩১৬১	১২-৫৫	১৩১৬২	১৪-২৫
(ছাড়ে: সোম, বুধ, শুক্র; পৌঁছয়: মঙ্গল, বৃহঃ, শনি)				
গুরুমুখী (নাঙ্গাল ড্যাম) এক্সপ্রেস	১২৩২৫	০৭-৪০	১২৩২৬	১৫-১৫
(ছাড়ে: বৃহঃ পৌঁছয়: রবি)				
পূর্বাঞ্চল এক্সপ্রেস	১৫০৪৭	১৪-৩০	১৫০৪৮	৪-১৫
(ছাড়ে: সোম, মঙ্গল, বৃহঃ, শনি; পৌঁছয়: সোম, মঙ্গল, বুধ, শনি)				
লালকেল্লা এক্সপ্রেস	১৩১১১	২০-১৫	১৩১১২	৭-৩০
মিথিলাঞ্চল এক্সপ্রেস	১৩১৫৫	২০-৫৫	১৩১৫৬	৩-৪৫
(ছাড়ে: রবি, বৃহঃ; পৌঁছয়: মঙ্গল, শনি)				
রাধিকাপুর এক্সপ্রেস	১৩১৪৫	১৯-৩০	১৩১৪৬	৫-৩৫
পাটনা গরিবরথ এক্সপ্রেস	১২৩৫৯	২০-০০	১২৩৬০	৫-১৫
(ছাড়ে: মঙ্গল, বৃহঃ, শনি; পৌঁছয়: সোম, বৃহঃ, শনি)				
যোগবাণী এক্সপ্রেস	১৩১৫৯	২০-৫৫	১৩১৬০	৩-৪৫
(ছাড়ে ও পৌঁছয়: সোম, বুধ, শুক্র)				
অমৃতসর সুপার এক্সপ্রেস	১২৩৫৭	১২-৩০	১২৩৫৮	১১-০৫
(ছাড়ে: মঙ্গল, শনি পৌঁছয়: মঙ্গল, শুক্র)				
গুয়াহাটি গরিবরথ	১২৫১৭	২১-৪০	১২৫১৮	১৫-০০
(ছাড়ে ও পৌঁছয়: বৃহঃ, রবি)				
আজমির এক্সপ্রেস (ভায়া ভূপাল)	১৯৬০৫	১৩-১০	১৯৬০৬	১৫-১৫
(ছাড়ে: শনি; পৌঁছয়: শুক্র)				
আজমির এক্সপ্রেস (ছাড়ে: বৃহস্পতি; পৌঁছয়: বুধ)	১৯৬০৭	১১-২৫	১৯৬০৮	১৭-০০
আগ্রা এক্সপ্রেস (ছাড়ে: বুধ; পৌঁছয়: শুক্র)	১২৩১৯	১৩-১০	১২৩২০	১৭-২০
প্রতাপ (বিকানির) এক্সপ্রেস	১২৪৯৬	২২-৪০	১২৪৯৫	১৩-১৫
(ছাড়ে ও পৌঁছয়: শুক্র)				
প্রথম স্বতন্ত্রতা সংগ্রাম এক্সপ্রেস (ঝাঁসি)	১১১০৫	৭-২৫	১১১০৬	২১-৪৫
(ছাড়ে: রবি; পৌঁছয়: শনি)				
মৈথিলী (দ্বারভাঙা) এক্সপ্রেস	১৫২৩৩	১০-৪০	১৫২৩৪	৩-১০
(ছাড়ে ও পৌঁছয়: সোম, বৃহস্পতি)				
ত্রিহুত এক্সপ্রেস (ছাড়ে ও পৌঁছয়: বৃহস্পতি)	১৩১৫৭	২০-৫৫	১৩১৫৮	৩-৪৫
ধনধান্যে (বহরমপুর) এক্সপ্রেস	১৩১১৭	২০-৩০	১৩১১৮	১১-৩৫
(ছাড়ে: মঙ্গল, বৃহঃ, রবি; পৌঁছয়: সোম, বুধ, শুক্র)				
গোরখপুর এক্সপ্রেস (ছাড়ে ও পৌঁছয়: শুক্র)	১৫০৫১	১৪-৩০	১৫০৫২	৪-১৫
গোরখপুর এক্সপ্রেস	১৫০৪৯	১৪-৩০	১৫০৫০	৪-১৫
(ছাড়ে: বুধ, রবি; পৌঁছয়: বৃহঃ, রবি)				

দ ক্ষি ণ - পূ র্ব রে ল ও য়ে

হাওড়া/সাঁতরাগাছি	আপ	ছাড়ে	ডাউন	পৌঁছয়
চেন্নাই মেল	১২৮৩৯	২৩-৪৫	১২৮৪০	৪-১০
মুম্বই মেল (ভায়া নাগপুর)	১২৮১০	২০-১৫	১২৮০৯	৫-৫০
গীতাঞ্জলি (মুম্বই) এক্সপ্রেস	১২৮৬০	১৩-৫০	১২৮৫৯	১২-৩০
জনশতাব্দী (বরবিল) এক্সপ্রেস	১২০২১	৬-২০	১২০২২	২০-৫০
জ্ঞানেশ্বরী সুপার ডিলাক্স এক্সপ্রেস	১২১০২	২২-৫৫	১২১০১	৩-৩৫
(ছাড়ে: সোম, বুধ, বৃহ, রবি; পৌঁছয়: বুধ, বৃহঃ, রবি, সোম)				
আমেদাবাদ এক্সপ্রেস	১২৮৩৪	২৩-৫৫	১২৮৩৩	১৩-৩০
লোকমান্য তিলক সমর্সতা এক্সপ্রেস	১২১৫২	২১-১৫	১২১৫১	৮-২৫
(ছাড়ে: শুক্র, শনি; পৌঁছয়: শুক্র, শনি)				
করমণ্ডল এক্সপ্রেস	১২৮৪১	১৪-৫০	১২৮৪২	১১-৫০
ফলকনামা (সেকেন্দ্রাবাদ) এক্সপ্রেস	১২৭০৩	৭-২৫	১২৭০৪	১৭-৪৫
টাটা স্টিল এক্সপ্রেস	১২৮১৩	১৭-৩০	১২৮১৪	১০-২০
ইস্পাত (টিটলাগড়) এক্সপ্রেস	১২৮৭১	৬-৫৫	১২৮৭২	১৮-৪৫
সম্বলপুর-কোরাপুট এক্সপ্রেস	১৮০০৫	২১-৩৫	১৮০০৬	৬-২৫
রাঁচি হাতিয়া এক্সপ্রেস	১৮৬১৫	২২-২০	১৮৬১৬	৬-৩৫
পুরী এক্সপ্রেস	১২৮৩৭	২২-৩৫	১২৮৩৮	৪-৫০
শ্রীজগন্নাথ (পুরী) এক্সপ্রেস	১৮৪০৯	১৯-০০	১৮৪১০	৮-১০
ধৌলি (পুরী) এক্সপ্রেস	১২৮২১	৬-০০	১২৮২২	২০-১৫
পুরী দুরন্ত এক্সপ্রেস (বুধবার বাদে প্রতিদিন)	১২২৭৭	১৪-২৫	১২২৭৮	১৩-৪৫
জনশতাব্দী (ভুবনেশ্বর) এক্সপ্রেস	১২০৭৩	১৩-৩৫	১২০৭৪	১২-৫০
(রবিবার বাদে প্রতিদিন)				
ইস্ট কোস্ট (হায়দ্রাবাদ) এক্সপ্রেস	১৮৬৪৫	১১-৪৫	১৮৬৪৬	১৬-১০
মহীশূর এক্সপ্রেস (ছাড়ে: শুক্র; পৌঁছয়: মঙ্গল)	২২৮১৭	১৬-১০	২২৮১৮	১৪-৫০
পুরুলিয়া এক্সপ্রেস	১২৮২৭	১৬-৫০	১২৮২৮	১১-২০
পুনে আজাদ হিন্দ এক্সপ্রেস	১২১৩০	২১-৫৫	১২১২৯	৩-৫০
পুনে দুরন্ত এক্সপ্রেস	১২২২২	৮-২০	১২২২১	১৯-৪০
(ছাড়ে: বৃহঃ, শনি; পৌঁছয়: মঙ্গল, রবি)				
সাঁতরাগাছি-তিরুপতি এক্সপ্রেস	২২৮৫৫	১৬-০৫	২২৮৫৬	২২-১০
(ছাড়ে: রবি পৌঁছয়: মঙ্গল)				
সাঁতরাগাছি-ম্যাঙ্গালোর বিবেক এক্সপ্রেস	২২৮৫১	১৬-০৫	২২৮৫২	১৭-৫০
(ছাড়ে: বৃহস্পতি; পৌঁছয়: সোম)				
সাঁতরাগাছি-নানদেদ এক্সপ্রেস	১২৭৬৮	১৪-৫০	১২৭৬৭	১৯-১৫
(ছাড়ে: বুধ; পৌঁছয়: মঙ্গল)				
সাঁতরাগাছি পোরবন্দর কবিগুরু এক্সপ্রেস	১২৯৫০	২১-২৫	১২৯৪৯	৮-১০
তিরুচিরাপল্লি দ্বি-সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস	১২৬৬৩	১৬-১০	১২৬৬৪	৩-২০
(ছাড়ে ও পৌঁছয়: বৃহঃ, রবি)				
কন্যাকুমারী এক্সপ্রেস (ছাড়ে ও পৌঁছয়: সোম)	১২৬৬৫	১৬-১০	১২৬৬৬	৩-২০
পুরুলিয়া রূপসী বাংলা এক্সপ্রেস	১২৮৮৩	৬-০০	১২৮৮৪	২১-১৫
ওখা এক্সপ্রেস	১২৯০৬	২২-৫৫	১২৯০৫	৩-৩৫
(ছাড়ে ও পৌঁছয়: মঙ্গল, শুক্র, শনি)				
যশোবন্তপুর এক্সপ্রেস (ভায়া তিরুপতি)	১২৮৬৩	২০-৩৫	১২৮৬৪	৬-১০
যশোবন্তপুর দুরন্ত এক্সপ্রেস	১২২৪৫	১১-০০	১২২৪৬	১৬-০০
(ছাড়ে: মঙ্গল, বুধ, শুক্র, শনি, রবি; পৌঁছয়: সোম, মঙ্গল, বৃহঃ, শুক্র, রবি)				
মুম্বই দুরন্ত এক্সপ্রেস	১২২৬২	৮-২০	১২২৬১	১৯-৪০
(ছাড়ে: সোম, মঙ্গল, বুধ, শুক্র; পৌঁছয়: সোম, বুধ, বৃহঃ, শুক্র)				
দিঘা দুরন্ত এক্সপ্রেস	১২৮৪৭	১১-১৫	১২৮৪৮	১৮-৩৫
কাণ্ডারী এক্সপ্রেস	১৮০০১	১৪-১৫	১৮০০২	২১-৫০
তাম্রলিপ্ত এক্সপ্রেস	১২৮৫৭	৬-৪০	১২৮৫৮	১৩-৫০
পুরী এক্সপ্রেস (ছাড়ে ও পৌঁছয়: শুক্রবার)	১২৮৯৫	২০-৫৫	১২৮৯৬	৭-০৫
পুরী এক্সপ্রেস (ছাড়ে ও পৌঁছয়: সোমবার)	১২৮৮৭	২০-৫৫	১২৮৮৮	৭-০৫
মুম্বই এক্সপ্রেস (ছাড়ে: শুক্র; পৌঁছয়: সোম)	১২৮৭০	১৪-৩৫	১২৮৬৯	১৯-৩০
অমরাবতী এক্সপ্রেস	১৮০৪৭	২৩-৩০	১৮০৪৮	২২-২৫
(ছাড়ে: সোম, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি; পৌঁছয়: সোম, বুধ, শুক্র, শনি)				
সাইনগর সিরডি এক্সপ্রেস	১২৫৭৪	১৪-৩৫	১২৫৭৩	১৯-৩০
(ছাড়ে: বৃহঃ; পৌঁছয়: রবি)				
পুডুচেরি এক্সপ্রেস (ছাড়ে: রবি; পৌঁছয়: বৃহঃ)	১২৮৬৭	২৩-৩০	১২৮৬৮	২২-২৫
রাঁচি এক্সপ্রেস (ভায়া টাটা)	১৮৬১৭	১৫-০৫	১৮৬১৮	১৪-২০
(ছাড়ে ও পৌঁছয়: বৃহঃ, শুক্র, শনি)				
পুরী গরিবরথ (ছাড়ে ও পৌঁছয়: মঙ্গল, বৃহঃ)	১২৮৮১	২০-৫৫	১২৮৮২	৭-০৫
প্রশান্তি নিলয়ম এক্সপ্রেস	১২৫৭১	১৫-৫০	১২৫৭২	১৪-৫০
(ছাড়ে: বুধ; পৌঁছয়: শনি)				

শালিমার	আপ	ছাড়ে	ডাউন	পৌঁছয়
বারিপদা এক্সপ্রেস	১৮০০৭	৬-৪০	১৮০০৮	১৮-০০
(ছাড়ে ও পৌঁছয়: রবি, বৃহঃ, বুধ)				
কুরলা এক্সপ্রেস	১৮০৩০	১৫-০০	১৮০২৯	১২-১৫
গুরুদেব (নাগেরকয়েল) এক্সপ্রেস	১২৬৬০	২৩-০০	১২৬৫৯	১৩-৫০
(ছাড়ে: বুধ পৌঁছয়: মঙ্গল)				
তিরুবনন্তপুরম এক্সপ্রেস	১৬৩২৪	২২-৪৫	১৬৩২৩	১৩-৫০
(ছাড়ে: মঙ্গল, রবি; পৌঁছয়: সোম, শনি)				
বিশাখাপত্তনম এক্সপ্রেস	২২৮৫৩	১৮-১০	২২৮৫৪	৩-৩০
(ছাড়ে: মঙ্গল; পৌঁছয়: বৃহঃ)				
রাজ্যরানি (বাঁকুড়া) এক্সপ্রেস	২২৮৬১	৬-৪০	২২৮৬২	১৮-০০
(ছাড়ে ও পৌঁছয়: সোম, মঙ্গল, শনি)				
আরণ্যক (ভোজুডিহি) এক্সপ্রেস (রবি বাদে)	১২৮৮৫	৭-৪৫	১২৮৮৬	১৯-০০
ভোজপুরি (গোরখপুর) এক্সপ্রেস	১৫০২১	২০-২৫	১৫০২২	৯-৫৫
(ছাড়ে ও পৌঁছয়: মঙ্গল)				
পুরী এক্সপ্রেস (ছাড়ে ও পৌঁছয়: বুধবার)	২২৮৩৫	২১-০০	২২৮৩৬	৭-২০
উদয়পুর এক্সপ্রেস (ভায়া পেড্ডা রোড)	১৯৬৫৯	২০-২৫	১৯৬৬০	৯-৫৫
(ছাড়ে ও পৌঁছয়: রবিবার)				
পাটনা দুরন্ত এক্সপ্রেস	২২২১৩	২২-০৫	২২২১৪	৫-৩০
(ছাড়ে: সোম, বুধ, শুক্র; পৌঁছয়: বুধ, শুক্র, রবি)				
সেকেন্দ্রাবাদ এক্সপ্রেস	২২৮৪৯	১২-২০	২২৮৫০	৯-২০
(ছাড়ে: শুক্র; পৌঁছয়: সোমবার)				

আন্তর্জাতিক ট্রেন (কলকাতা টার্মিনাল থেকে)	আপ	ছাড়ে	ডাউন	পৌঁছয়
মৈত্রী এক্সপ্রেস (ছাড়ে: মঙ্গল; পৌঁছয়: বুধ)	১৩১০৯	৭-১০	১৩১১০	৬-১০
মৈত্রী এক্সপ্রেস (ছাড়ে: শনি; পৌঁছয় শুক্র)	১৩১০৮	৭-১০	১৩১০৭	৬-১০

রেলের যাবতীয় অনুসন্ধান: ১৩৯। দক্ষিণ-পূর্বরেলের অনুসন্ধান: ২৬৩৮-২২১৭, ২৬৩৭-৭২৯১/৭১৯৬/৭৩৪৮। পূর্বরেলের অনুসন্ধান: ১৩১০। শিয়ালদা অনুসন্ধান: ২৩৫০-৩৫৩৫/৩৫৩৭। হাওড়া অনুসন্ধান: ২৬৩৮-২৫৮১। শালিমার: ২৬৬৮-১১২১

*ওয়েবসাইটে রেলের রিজার্ভেশন: **www.irctc.co.in***

মালয়ান টেপির

তথ্য ও মূর্তি: অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়

১৮১৯ সালে ইউরোপের বিজ্ঞানীমহল ব্যাপকভাবে আলোড়িত করেছিল ফরাসি জীববিদ ডেসমারেস্ট-এর বিবৃত একটি প্রাণী। তিনি মালয়েশিয়ার অরণ্যে খুঁজে পেয়েছিলেন মধ্য এবং দক্ষিণ আমেরিকার টেপিরদের এক সাদা-কালো সংস্করণ। পরবর্তীকালে টেপির পরিবারের বৃহত্তম এবং একমাত্র এশিয়া নিবাসী সদস্যটি মালয়ান বা এশিয়ান টেপির হিসেবে পরিচিত হয়। বহু লক্ষ বছর আগে আমেরিকার জ্ঞাতিদের থেকে আলাদা হয়ে যাওয়া এশিয়ান টেপির স্বভাবে অবশ্য অনেকটাই একরকম। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নিরক্ষীয় লো ল্যান্ড, মাউন্টেন এবং ক্লাউড ফরেস্ট আর অ্যালপাইন তৃণভূমির বাসিন্দা এই টেপিরদের খাদ্যতালিকাটিও বেশ বৈচিত্রপূর্ণ। প্রায় একশো পনেরো রকম উদ্ভিদের নরম কাণ্ড, পাতা বা ফল এদের খাদ্যতালিকাভুক্ত। স্নান করা আর কাদা মাখা অত্যন্ত প্রিয় বলে মালয়ান টেপিরদের সবসময়ই জলের যোগান মেলে এমন জায়গায় দেখতে পাওয়া যায়। শারীরিক আকৃতি আর শক্তির জন্য বাঘ ছাড়া প্রাকৃতিক শত্রু এদের তেমন কিছু নেই। কিন্তু চাষের জমির ব্যাপক প্রসার, মাংসের জন্য শিকার আর চিড়িয়াখানার জন্য সংগ্রহের কারণে এই টেপিররা ক্রমশই বিরল এবং বিপন্ন হয়ে উঠেছে। ১৯৩০ সাল পর্যন্ত দক্ষিণ মায়ানমার, দক্ষিণ-পশ্চিম থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, মালয় পেনিনসুলা আর সুমাত্রা পর্যন্ত এদের দেখা মিলত। কিন্তু বর্তমানে মায়ানমার, থাইল্যান্ড আর সুমাত্রার অত্যন্ত দুর্গম, সংরক্ষিত অরণ্যাঞ্চলই মালয়ান টেপিরদের শেষ আশ্রয়স্থল।

কাঁধের উচ্চতা: ৯০-১০৭ সেন্টিমিটার।
ওজন: ২৫০-৩২০ কিলোগ্রাম।

তথ্যচিত্র

দিউ

চোখে দেখার ছবি, টুকে রাখার তথ্য

আরব সাগরের বুকে ৪০ বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে দ্বীপভূমি দিউ। ছড়ানো সমুদ্রতীর এখানকার প্রধান আকর্ষণ। দিউকে বলা হয় গির্জানগরী। এখানে মোট ৭টি গির্জা আছে। প্রতিটি গির্জাই সুন্দরভাবে সাজানো।

শহর থেকে ৮ কিলোমিটার দূরে দিউয়ের বিখ্যাত নাগোয়া বিচ। শহর থেকে নাগোয়া যাওয়ার বাস-সার্ভিসও আছে। নারকেল ও পামগাছের সারি ঘিরে রাখে সৈকতটিকে। অর্ধচন্দ্রাকৃতি এই বিচটি স্নান করার পক্ষে আদর্শ। ওয়াটার স্পোর্টসেরও ব্যবস্থা আছে এখানে। চোখে পড়ে ঢেউয়ের উথালি-পাথালি ও অসংখ্য মাছধরা নৌকোর আনাগোনা। দিউয়ের আরেক আকর্ষণ দিউ ফোর্ট। এই দুর্গটি পর্তুগিজদের আমলে তৈরি। তিনদিকে সমুদ্র ও একদিকে পরিখা দিয়ে ঘেরা এই দুর্গটি। ভেতরে রয়েছে সেন্ট্রাল জেল ও বাতিঘর। পাথুরে পথ বেয়ে দুর্গের মাথায় পৌঁছলে দেখা যায় চারদিকে শুধু জল আর জল। রয়েছে শত্রুদের মোকাবিলার জন্য সমুদ্রের দিকে মুখ করা বেশকিছু কামান। দুর্গের ফাঁক দিয়ে দেখা যায় অদূরে জলের মাঝে দাঁড়িয়ে থাকা ছোট এক দ্বীপদুর্গ— যার নাম পানিকোঠা। এর ভেতরে ঢোকা নিষেধ। নৌবিহার করে কাছ থেকে এটিকে দেখে নেওয়া যায়। রাতে আলোকমালায় সজ্জিত পানিকোঠাকে দেখতে অপরূপ লাগে।

এরপর দেখা যেতে পারে ১৫৯৩ সালে তৈরি সেন্ট ফ্রান্সিস চার্চ। ১৯৯৮ সালে এটি মিউজিয়ামে রূপান্তরিত হয়েছে। খোলা থাকে সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত। এর পাশেই ১৬৯৮ সালে তৈরি সেন্ট পলস চার্চ। ভেতরে অপূর্ব কারুকার্যখচিত রোজউডের মূর্তিগুলি দেখলে মুগ্ধ হতে হয়।

সমুদ্রতীরে সাজানো-গোছানো টিলার ওপর সামার হাউস থেকে সমুদ্রদর্শন এক মনোরম অভিজ্ঞতা। এখান থেকে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের দৃশ্যও অতুলনীয়। এখানকার বিচগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য জলন্ধর বিচ। পাশেই রয়েছে চক্রতীর্থ বিচ। পাক-ভারত যুদ্ধের স্মৃতিতে গড়ে উঠেছে আই এন এস কুকরি মেমোরিয়াল ও গঙ্গেশ্বর শিবমন্দির। সময় করে দেখে নিতে পারেন ঘোঘলা বিচ।

কীভাবে যাবেন

হাওড়া থেকে আমেদাবাদ যায় ১২৮৩৪ আমেদাবাদ এক্সপ্রেস, ১২৯০৬ ওখা এক্সপ্রেস (মঙ্গল, শুক্র, শনি) এবং ১২৯৩৮ গর্ভ এক্সপ্রেস। সাঁতরাগাছি থেকে আমেদাবাদ যায় ১২৯৫০ কবিগুরু এক্সপ্রেস (রবি)। আমেদাবাদ থেকে ভেরাবল যায় ১৯০০৫ সৌরাষ্ট্র মেল, ১৬৩৩৪ ভেরাবল এক্সপ্রেস (বুধ), ১৯২২১ সোমনাথ এক্সপ্রেস ছাড়াও নানা ট্রেন। ভেরাবল থেকে দিউয়ের দূরত্ব ৯০ কিলোমিটার এই পথটুকু যেতে পারেন বাসে বা গাড়িতে।

কোথায় থাকবেন

দিউয়ে প্রচুর বেসরকারি হোটেল রয়েছে

হোটেল আপনা (☎২৫২১১২), ভাড়া ১,৮০০-২,৫০০ টাকা।

হোটেল সম্রাট (☎২৫২৩৫৪), ভাড়া ১,০০০-১,৫০০ টাকা।

হোটেল রিচিরিচ, ভাড়া ১,০০০-১,২০০ টাকা। কলকাতা বুকিং: ☎২২১২-৭৭১৫।

হোটেল প্রেমালয়, (☎২৫২২৭০), ভাড়া ৯০০-১,২০০ টাকা।

হোটেল অ্যালিশন (☎২৫২৩৪০), ভাড়া ৮৫০-১,৫০০ টাকা।

হোটেল গঙ্গেশ্বর (☎২৫২২৪৯), ভাড়া ১,২৫০-১,৫০০ টাকা।

নীলেশ গেস্টহাউস, ভাড়া ৭০০-১,৫৫০ টাকা।

হরেকৃষ্ণ গেস্টহাউস, ভাড়া ৮০০-১,১০০ টাকা। কলকাতা বুকিং: ☎৩২৬১-৮৫৫৩।

দিউয়ের এস টি ডি কোড: ০২৮৭৫।

তথ্য ও চিত্র : নির্মলকুমার দত্ত

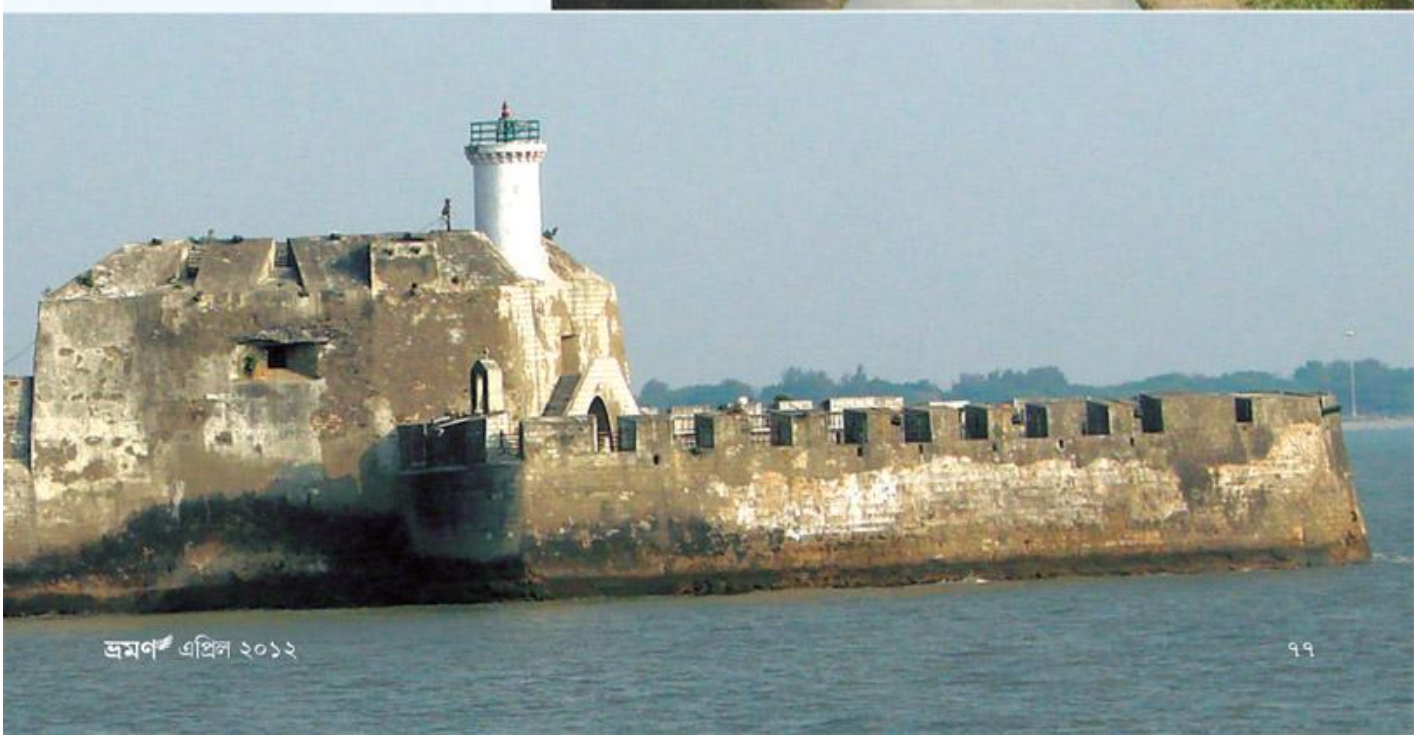

পর্যটনমুখী রেলবাজেট

২০১২-১৩ রেলবাজেটে পশ্চিমবঙ্গের পর্যটন বিকাশে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সারা দেশে যে ৭৫টি এক্সপ্রেস ট্রেন চালু করা হল তার মধ্যে বাংলা পেল ১৩টি এক্সপ্রেস ট্রেন। ট্রেনগুলি হল: হাওড়া-নিউজলপাইগুড়ি শতাব্দী এক্সপ্রেস (সপ্তাহে ৬ দিন)। হাওড়া-লালকুঁয়া এক্সপ্রেস (সাপ্তাহিক), কলকাতা-জয়নগর এক্সপ্রেস (সাপ্তাহিক), শালিমার-সেকেন্দ্রাবাদ এসি এক্সপ্রেস (সাপ্তাহিক), শালিমার-চেন্নাই এক্সপ্রেস (সাপ্তাহিক), কলকাতা-ডিব্রুগড় এক্সপ্রেস (সাপ্তাহিক), শালিমার-ভুজ এক্সপ্রেস (সাপ্তাহিক), বারাকপুর-আজমগড় এক্সপ্রেস (সাপ্তাহিক), সাঁতরাগাছি-আজমির এক্সপ্রেস (সাপ্তাহিক), হাওড়া-রক্সৌল এক্সপ্রেস (দ্বি-সাপ্তাহিক), মালদহ-সুরাট এক্সপ্রেস (সাপ্তাহিক), আসানসোল-চেন্নাই এক্সপ্রেস (সাপ্তাহিক) এবং নিউজলপাইগুড়ি-নিউকোচবিহার এক্সপ্রেস (৫ দিন)। এছাড়া হাওড়া-কোরাপুট এক্সপ্রেস এখন থেকে জগদলপুর পর্যন্ত যাবে, কলকাতা-দ্বারভাঙা এক্সপ্রেস যাবে সীতামাড়ি পর্যন্ত, কলকাতা-আজমির এক্সপ্রেস আবু রোড হয়ে যাবে আমেদাবাদ পর্যন্ত, আসানসোল-আমেদাবাদ এক্সপ্রেস যাবে ভাবনগর পর্যন্ত। নিউজলপাইগুড়ি-নিউবঙ্গাইগাঁও এক্সপ্রেসের যাত্রাপথ সম্প্রসারিত করা হল তেজপুর পর্যন্ত। কলকাতা থেকে দেওঘর পর্যন্ত সরাসরি ট্রেন যোগাযোগ স্থাপিত হতে চলেছে। কলকাতা-চিত্তরঞ্জন প্যাসেঞ্জারের যাত্রাপথ সম্প্রসারিত করা হচ্ছে দেওঘর পর্যন্ত। এর বাইরে খড়গপুর-ভিল্লুপুরম এক্সপ্রেস এখন থেকে সপ্তাহে ২ দিন চলাচল করবে। বাংলার জন্য ৩টি মেমু ট্রেন চালানোর প্রস্তাব করা হয়েছে। ট্রেন ৩টি হল আদ্রা-আসানসোল, আদ্রা-বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুর এবং শিয়ালদা-লালগোলা। এছাড়া রাজ্য পেল ৪টি ডি এম ইউ ট্রেন। ট্রেনগুলি হল: শিলিগুড়ি-চ্যাংড়াবান্ধা, নিউজলপাইগুড়ি-বামনহাট, কাটোয়া-আজিমগঞ্জ এবং মশাগ্রাম-মাতনাশিবপুর।

চিলিকায় ব্যাটারিচালিত বোট

পর্যটকদের জন্য টানতে শব্দহীন ব্যাটারিচালিত বোট চালানো হবে চিলিকায়। ডলফিন ও অন্যান্য জলচর প্রাণীর নিরাপত্তার কথা ভেবেই ব্যাটারিচালিত বোট চালানো হবে। এখন যে বোটগুলি চলে, তাতে প্রচণ্ড শব্দ হয়। সেইসব বোট ধীরে ধীরে বাতিল করা হবে।

দিঘায় মৃগদাব

দিঘায় গড়ে উঠতে চলেছে ডিয়ার পার্ক। এখানকার উদয়পুর সৈকতের কাছে এক একর জমির ওপর গড়ে উঠছে ডিয়ার পার্কটি।

কেদারনাথ মন্দির খুলবে ২৮ এপ্রিল

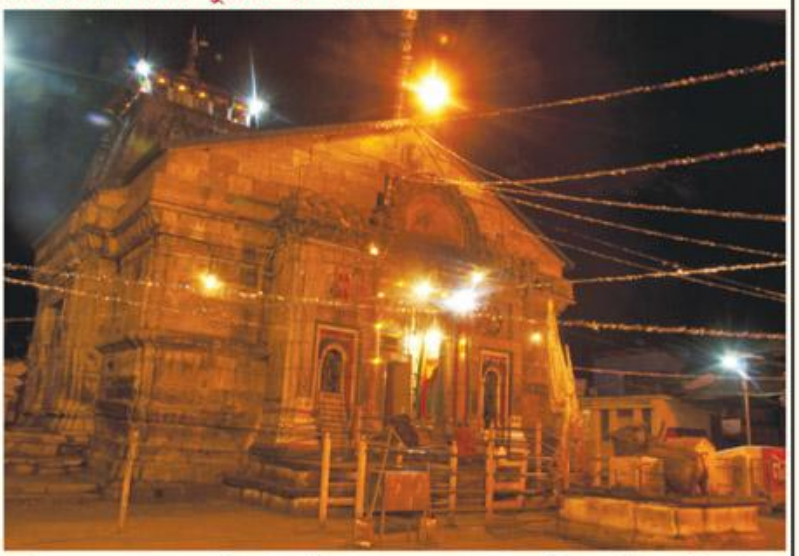

এবছর কেদারনাথের মন্দির পুণ্যার্থীদের জন্য খুলে যাবে ২৮ এপ্রিল। বদ্রীনাথ মন্দির খুলবে ২৯ এপ্রিল। গঙ্গোত্রী মন্দির খুলবে ২৪ এপ্রিল। *ছবি: শুভময় ঘোষ*

সুন্দরবনে কোর এরিয়ার বাইরে বাঘের সন্ধান

বন দপ্তরের ক্যামেরা ট্র্যাপিং পদ্ধতিতে সুন্দরবনের কোর এলাকার বাইরে ১৮টি বাঘের সন্ধান মিলল। সুন্দরবনের রামগঙ্গা ও রায়দিঘি রেঞ্জে এই বাঘেদের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। রামগঙ্গা রেঞ্জের ধুলিভাসানি ও চুলকাঠির জঙ্গলে এবং রামগঙ্গা রেঞ্জের আজমলমারি ও হেরোভাঙা জঙ্গলে বাঘেদের সন্ধান পাওয়া গেল। সম্প্রতি বন দপ্তর সুন্দরবনের এই অংশকে পশ্চিম সুন্দরবন বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ কেন্দ্র বলে ঘোষণা করেছে। রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার ছাড়াও বনবিড়াল ও মেছোবিড়ালের সন্ধান পাওয়া গেল সুন্দরবনে। এবারই প্রথম ক্যামেরা ট্র্যাপিং পদ্ধতিতে সমীক্ষা চালানো হয়।

গন্ডার বেড়েছে গরুমারায়

গরুমারা অভয়ারণ্যে গত ২ বছরে গন্ডার বেড়েছে ৬টি। ১৩ ও ১৪ মার্চের গন্ডারশুমারিতে এই তথ্য পাওয়া গিয়েছে। গরুমারা জাতীয় উদ্যানে বর্তমানে গন্ডারের সংখ্যা ৪১। ২০১০ সালের শুমারিতে ৩৫টি গন্ডারের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। এবছর গন্ডারশুমারিতে স্ত্রী গন্ডারের অনুপাত হ্রাস পেয়েছে। এবছর গরুমারার পাশাপাশি মহানন্দা অভয়ারণ্য এবং বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গলেও শুমারি করা হয়। বনকর্মীদের অনুমান এই দুই জঙ্গলেও গন্ডার রয়েছে।

ছবি: ধৃতিমান মুখোপাধ্যায়

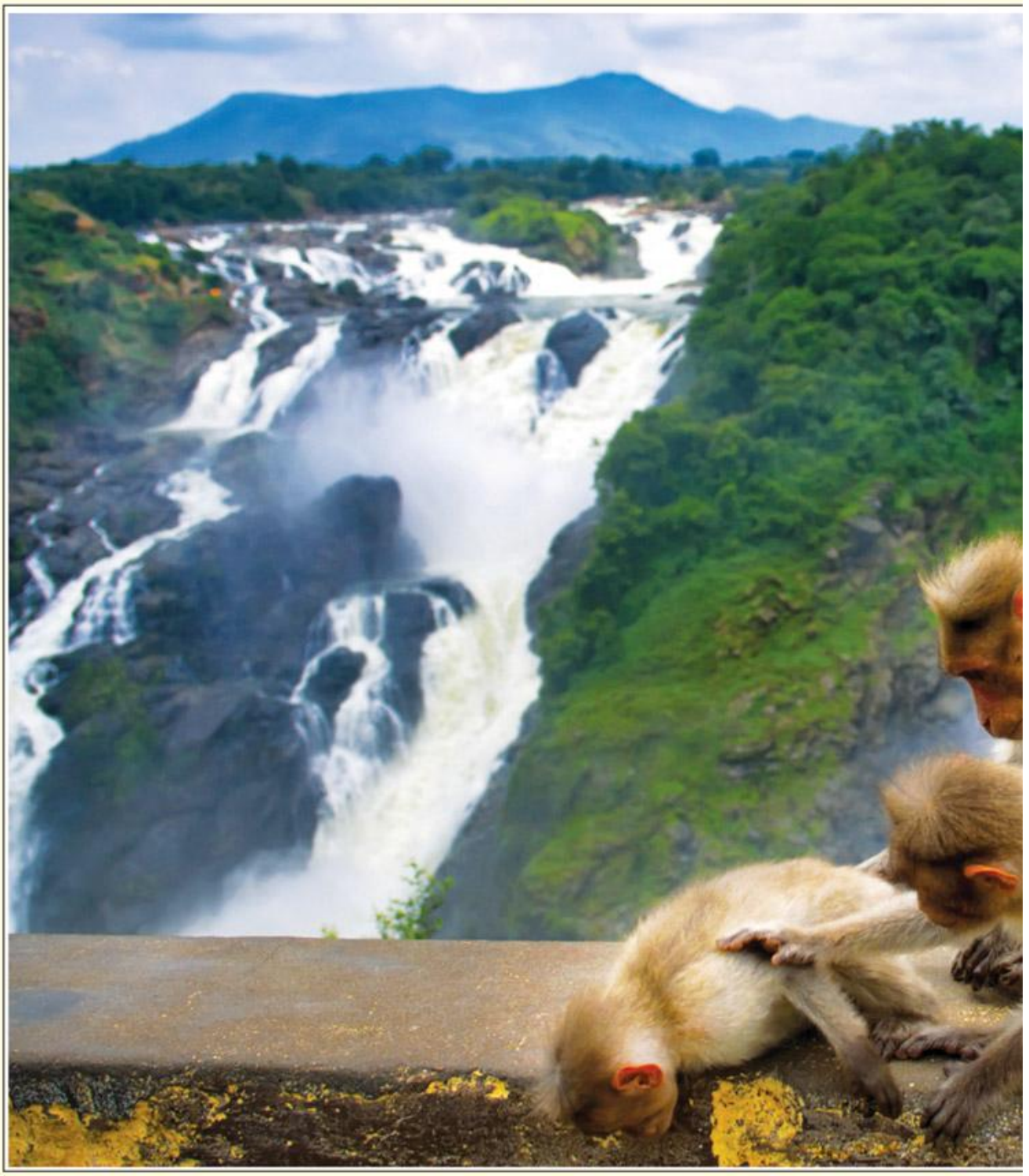

শিবসমুদ্রম জলপ্রপাত

এ-মাসের পুরস্কার বিজয়ী

সোমনাথ মুখোপাধ্যায়
৩৮/৬৮, মেঘনাথ সরণি
পোঃ মোরপুকুর, রিষড়া
হুগলি-৭১২ ২৫০

পুরস্কার-মূল্য ১০০০ টাকা

আমাদের দপ্তরে এ-মাসেও অসংখ্য ছবি এসেছে। প্রত্যেককে আন্তরিক ধন্যবাদ। পুরস্কৃত ছবিটির বাইরেও ভারত ভ্রমণের ভালো ছবি 'ভ্রমণ'-এ প্রকাশিত হতে পারে। ডিজিট্যাল ছবি পাঠাতে হবে সিডি-তে, JPEG ফর্ম্যাটে। রেজলিউশন হতে হবে অন্তত ৩০০ ডি পি আই। মনে রাখবেন, ছবিতে ফটোশপ কারেকশন করলে, সে-ছবি পুরস্কারের জন্য মনোনীত হবে না। একজন প্রতিযোগী একসঙ্গে পাঁচটির বেশি ছবি পাঠাবেন না। জায়গার নাম সহ চিত্রপরিচয় ও প্রতিযোগীর নাম ফটোর ফাইল নেম হিসেবে সেভ করবেন। ছবিগুলি যে ফোল্ডারে রাখবেন তার নামকরণ করবেন প্রতিযোগীর নাম ও ফোন নম্বর দিয়ে। আলাদা কাগজে লিখবেন ছবিগুলি কবে কোথায় কোন ক্যামেরায় তোলা। সঙ্গে স্পষ্টাক্ষরে নিজের নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বর। কোনও অবস্থাতেই অমনোনীত ছবি ফেরত পাঠানো সম্ভব নয়।

ছবি ই-মেলে পাঠাবেন না।

মে মাসের প্রতিযোগিতার জন্য এ-মাসের ২৫ তারিখের মধ্যে আমাদের দপ্তরে ছবি পৌঁছতে হবে। ছবি পাঠানোর ঠিকানা:

আমার দেখা ভারত, 'ভ্রমণ'
২৯/১এ, ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেন্ড লেন
কলকাতা-৭০০ ০১৯

এই আশ্চর্য পৃথিবীর সঙ্গে আপনার সেতুবন্ধ

ভ্রমণ

বেরিয়ে পড়ার সেরা গাইড, ঘরে বসেও মানসভ্রমণ

তিনবছরের গ্রাহক হয়ে
হাতে হাতে নিয়ে যান
দুঘণ্টার সুপার ডিভিডি:
অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর সঙ্গে
বিশ্বভ্রমণ

'ভ্রমণ'-এর ৯টি সাধারণ সংখ্যা (২০ টাকা), একটি পুজোর গাইড সংখ্যা (৮০ টাকা) ও একটি শারদীয়া সংখ্যা (৮০ টাকা) সহ বছরে মোট ১১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। 'ভ্রমণ'-এর দুটি বিশেষ সংখ্যা সাধারণ ডাকের গ্রাহকদের কাছেও ক্যুরিয়ারের মাধ্যমে পাঠানো হয়।

দুটি বিশেষ সংখ্যা পাঠানোর ক্যুরিয়ার খরচ ধরে সাধারণ ডাকে গ্রাহকমূল্য—

বার্ষিক গ্রাহকদের জন্য
বৃহত্তর কলকাতার মধ্যে ৩০০ টাকা।
বৃহত্তর কলকাতার বাইরে ৩৫০ টাকা।

তিন বছরের জন্য
বৃহত্তর কলকাতার মধ্যে ৯০০ টাকা।
বৃহত্তর কলকাতার বাইরে ১,০৫০ টাকা।

সব সংখ্যাই ক্যুরিয়ার মারফত পেতে চাইলে

বার্ষিক গ্রাহকদের জন্য
বৃহত্তর কলকাতার মধ্যে ৪০০ টাকা।
বৃহত্তর কলকাতার বাইরে ৫০০ টাকা।

তিন বছরের জন্য
বৃহত্তর কলকাতার মধ্যে ১,২০০ টাকা।
বৃহত্তর কলকাতার বাইরে ১,৬৫০ টাকা।

তিনবছরের গ্রাহকমূল্য আমাদের অফিসে (নীচের ঠিকানায়) জমা দিয়ে হাতে হাতে নিয়ে যান দুঘণ্টার সুপার ডিভিডি: অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর সঙ্গে বিশ্বভ্রমণ

টাকা বা ড্রাফট ডাকে পাঠালেও ডিভিডি কেবলমাত্র আমাদের অফিস থেকে সংগ্রহ করতে হবে।

Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd., 29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019
Phone: 2283-2320 **Fax:** 2287-6448 **E-mail:** subscription@swarnakshar.in

গ্রাহক হবার ফর্ম

Sending ☐ Rs. 300 ☐ Rs. 350 ☐ Rs. 400 ☐ Rs. 500 ☐ Rs. 900 ☐ Rs. 1,050 ☐ Rs. 1,200 ☐ Rs. 1,650
towards my subscription to BHRAMAN for ☐ One year ☐ Three years by Bank Draft Payable at Kolkata.

Name:.....

Address:.....

.....

.....

Bank Draft No.:..... Date:..... Bank:.....

Branch:..... Signature & Date:..... Phone No.:.....

যে মাসে গ্রাহকমূল্য আমাদের অফিসে পৌঁছবে, তার পরের মাস থেকে পত্রিকা পাঠানো শুরু হবে।
মানি অর্ডার/ড্রাফট Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd.-এর নামে লিখবেন। পাঠাবেন এই ঠিকানায়:
Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd., 29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-700 019.

কলেজে পড়তে পড়তেই নিয়মিত পড়ুন

পেশাপ্রবেশ

আর স্নাতক হয়েই যে কোনও চাকরির পরীক্ষা দিন নিশ্চিন্তে

- 'পেশাপ্রবেশ'-এর বিভিন্ন বিভাগ স্ব স্ব ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলীর দ্বারা প্রস্তুত।
- 'পেশাপ্রবেশ' গভীর জ্ঞান ও নিরন্তর গবেষণার ফসল।
  'পেশাপ্রবেশ'-এ বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জটিল সিলেবাস ও কঠিন বিষয় সরল ও সুপাঠ্য হয়ে ওঠে।
- পাঁচমেশালি পরীক্ষার ভাসাভাসা প্রস্তুতি নয়, 'পেশাপ্রবেশ' মানেই প্রত্যেক পরীক্ষার পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতি।
- 'পেশাপ্রবেশ'-এর পাতায় পাতায় পরীক্ষার মহড়াও যেন আনন্দের।

Swarnakshar Prakasani Pvt. Ltd., 29/1-A, Old Ballygunge 2nd Lane, Kolkata-19 **Ph:** 2283-2320

BHRAMAN □ Vol. 20 No. 3 □ April 2012 □ Rs. 20 RN. 53133/93 □ Postal Regn. No. KOL RMS/218/2010-2012

ভ্রমণ

বেরিয়ে পড়ার আসল গাইড, ঘরে বসেও মানসভ্রমণ

No. 1 Travel Magazine in India with the largest readership*

*Source: IRS (Indian Readership Survey) 2011 Q4

Website: www.bhraman.com □ www.ebhraman.com